আল-ফিরদাউস
সংবাদ সমগ্র
জুলাই-২০১৯
لا إله إلا الله محمد رسول الله

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

জুলাই-২০১৯

সূচিপত্র

৩১শে জুলাই,২০১৯

আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের গুরশাক জেলায় আজ ৩১শে জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর সামরিক চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, আজ বুধবার দিবাগত রাত স্থানীয় সময় আনুমানিক ১০টা বাজে, তাড়মী মান্দাহ এলাকায় অবস্থিত কয়েকটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন ইসলামী ইমারতের বীর তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে, ২টি চেকপোস্ট বিজয় হয়েছে; এবং চেকপোস্টে অবস্থানরত শত্রুদের ১৪ সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়েছে। এছাড়াও, মুজাহিদদের হাতে গ্রেফতার হয়েছে আরো ২ সেনা।

হামলা শেষে, মুজাহিদগণ ২টি ভারী মেশিনগান, ৪টি বন্দুক, ১টি রকেট লাঞ্চার, ১টি তোপ ও ৩টি ক্লাশিনকভসহ বিভিন্ন প্রকার সামরিক সরঞ্জাম গণিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

বিপরীতে, দুশমনদের পাল্টা আক্রমণে ১জন জানবাজ মুজাহিদ সামান্য আহত হয়েছেন।

আজ ৩১শে জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে ফারইয়াব প্রদেশের পুশ্তোনাকোট ও গিরজিওয়া জেলাসমূহে আফগান মুরতাদ বাহিনীর কয়েকটি ঘাটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, রোজ মঙ্গলবার রাতে পুশ্তোনাকোট জেলার কয়েকটি এলাকায় আফগান সেনা, পুলিশ ও শত্রুদের সামরিক ঘাটিতে হালকা ও ভারী

অস্ত্র ব্যবহার করে তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল্লাহ্‌ভীরু বীর তালেবান মুজাহিদগণ। ফলে, আল্লাহ্‌ তায়ালার সাহায্য, মুজাহিদগণ শত্রুদের ২০টি চেকপোস্ট সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

এসময় চেকপোস্টগুলোতে অবস্থানরত শত্রুসেনাদের ১৯ সন্ত্রাসী সেনা হতাহত হয়েছে।

মুজাহিদগণ, ১টি সামরিক ট্যাংকসহ বিভিন্ন প্রকার বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম গণিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

এছাড়াও, শত্রুদের ২টি সামরিক ট্যাংক ধ্বংস করে দেন তালেবান যোদ্ধারা।

এদিকে, গিরজিওয়া জেলা থেকে সংবাদ পাওয়া যায়, আফগান কাপুরুষ শত্রুসেনারা দোওন কেল্লা এলাকায় অতর্কিতভাবে মুজাহিদ বাহিনীর মোর্চাতে হামলা চালালে মুজাহিদগণও সন্ত্রাসীদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালান। ফলে, শত্রুদের একটি সামরিক ট্যাংক ধ্বংস হয়। পরে অবস্থা বেগতিক দেখে সন্ত্রাসীরা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে।

জানা যায়, আকাশ থেকে আমেরিকান বোমা বিস্ফোরণ হামলায় ৩জন জানবাজ মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন এবং আহত হয়েছেন আরো ২জন বীর মুজাহিদ। আল্লাহ্‌ তায়ালা যেন ভাইদেরকে কবুল করে নেন!

--

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ, আজ ৩১শে জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে কান্দাহার প্রদেশের মিওয়ান্ড জেলায় দুশমনদের সামরিক চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্‌ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, রোজ বুধবার দিবাগত রাত স্থানীয় সময় আনুমানিক ১১টা বাজে, মিওয়ান্ড জেলার কালানকিচাঈ নামক এলাকায় অবস্থিত শত্রুদের একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার বীর তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে, চেকপোস্টটি বিজয় হয়েছে; এবং সেখানে অবস্থানরত শত্রুসেনাদের ১১ সন্ত্রাসী সেনা নিহত ও ৩ এর অধিক সেনা আহত হয়েছে।

উক্ত হামলায় মুজাহিদগণ, ১টি ভারী মেশিনগান ও ২টি ক্লাশিনকভসহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম গণিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

কাশ্মীর সীমান্তে গত ৩০শে জুলাই নাপাক পাকি সেনা ও ভারতীয় মুশরিক হিন্দুত্ববাদী সেনাদের মাঝে কয়েক ঘন্টার এক তীব্র লড়াই সংঘটিত। এসময় নাপাক সেনাদের হামলায় ৩ ভারতীয় মুশরিক সেনা নিহত হয়, অপরদিকে ভারতীয় সেনাদের হামলায় ১ নাপাক পাকিস্তানী সেনা নিহত ও ২ সেনা আহত হয়।

অন্যদিকে উভয় বাহিনীর সীমান্ত দখলের এই লড়াইয়ের মধ্যে শাহাদাত বরণ করেন একজন নিরীহ সাধারণ কাশ্মীরী এবং আহত হন আরো ৯ জন কাশ্মীরী মুসলিম।

--

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত সোম ও মঙ্গলবার মধ্যরাতে আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের "কাশক-কাহনাহ" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর কয়েকটি চৌকিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

যার ফলাফল স্বরুপ মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়ায় মুজাহিদগণ ২টি চৌকি বিজয় করতে সক্ষম হন। মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১টি ট্যাংক ও ১টি মোটরসাইকেল। এছাড়াও উক্ত অভিযানে মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় ৪ কমান্ডারসহ ৩১ আফগান মুরতাদ সেনা এবং আহত হয় আরো ১০ মুরতাদ সেনা।

আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের "শিউলিকোট" জেলায় অবস্থিত একটি মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে গতকাল (২৯/০৭/১৯) দুপুর বেলায় অভ্যন্তরীণ একটি হামলার ঘটনায় ৪ মার্কিন ক্রুসেডার নিহত হওয়াসহ আরো ২ মার্কিন সেনা আহত হয়।

আফগান ও তালেবানদের সংবাদ মাধ্যমগুলো হতে জানা যায় যে, আফগান সামরিক বাহিনীর একজন সাহসী আফগান সেনা মার্কিন ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে উক্ত বীরত্বপূর্ণ সফল হামলাটি পরিচালনা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ, উক্ত আফগান সেনার সফল হামলায় ৪ মার্কিন ক্রুসেডার নিহত এবং আরো ২ সন্ত্রাসী মার্কিন ক্রুসেডার আহত হয়।

আফগান ভিত্তিক সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবী অনুযায়ী, উক্ত আফগান সেনা সামরিক বাহিনীতে লুকিয়ে থাকা তালেবানদের গোপন সেলের একজন সদস্য। তবে এ ব্যাপারে তালেবানদের পক্ষ হতে কোন কিছুই জানানো হয়নি। কিন্তু এধরণের অধিকাংশ অভিযান পরিচালনাকারী আফগান সেনারা তালেবানদের সাথে সম্পর্ক রেখেই মার্কিন বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে থাকে। তাই অনেকেই ধারণা করে নিচ্ছেন তিনিও একজন তালেবান সদস্য।

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে পনেরো বছর বয়সী এক মুসলিম বালককে চুরির অভিযোগে অভিশপ্ত মালাউন উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে হত্যা করেছে। তাকে বর্বর মালাউনরা কয়েক ঘন্টা যাবত প্রহার করে গুরুতর আহত করার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে শুক্রবার সন্ধ্যায় সে মৃত্যুবরণ করে।

নিহতের পরিবারের সদস্যরা বলেন, "আমাদের ছেলে পরিবারটিকে চালাতে সাহায্য করতো, এখন কে তার দুইবোন ও ৩ ভাইদের খাদ্যের ব্যবস্থা করবে? আমরা যখন সকাল ৮.৩০ মিনিটে তাকে উদ্ধার করি, তখন সে অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছিলো। তারা তাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল, পরে সেই অবস্থাতেই ফেলে রেখে যায়।
আমরা এদের সকলকেই চিনি। তারা আমার ছেলের জীবন কেড়ে নিয়েছে।"

৩০শে জুলাই,২০১৯

ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হিন্দুদের বিভিন্ন অপকর্মের নিউজ প্রচারকে গুজব আখ্যায়িত করে দিদারুল ইসলাম দিদার (২৪) নামে এক যুবককে আটক করেছে র্যাব।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২টায় লক্ষ্মীপুর র্যাব ক্যাম্পে প্রেস ব্রিফিং করে এ বিষয়টি নিশ্চিত করে কোম্পানি অধিনায়ক নরেশ চাকমা (এসপি)।

আটক দিদারুল ইসলাম দিদার নোয়াখালী জেলা সদরের উত্তর ফকিরপুর গ্রামের মুহম্মদ শামছুল আলমের ছেলে। তিনি সুধারাম থানাধীন দারুল ইসলাম মডেল মাদরাসার সহকারী শিক্ষক বলে র্যাবের এই হিন্দু অফিসার জানায়।

লিখিত বক্তব্যে লক্ষ্মীপুর র্যাব ক্যাম্পের কোম্পানি অধিনায়ক নরেশ চাকমা বলে, গুজব রটনাকারী দিদারুল ইসলাম দিদার গোয়েন্দা নজরদারিতে ছিলেন।

রোববার বিকেলে নোয়াখালী সদর উপজেলার উত্তর ফকিরপুর গ্রামের আনোয়ারা মঞ্জিলের সামনে থেকে তাকে আটক করে র্যাবের একটি দল।

তবে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার কতিপয় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী বলছেন ভিন্ন কথা! তাদের দাবী দিদারুল ইসলাম দিদার মুসলিম নির্যাতন আর হিন্দুদের অপকর্মের নিউজ বিভিন্ন সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করায় খুব সম্ভবত র্যাবের হিন্দু এসপি নরেশ চাকমার দৃষ্টিতে পড়েন, আর এ কারণেই নরেশের নির্দেশে তাকে আটক করা হয়েছে।

এর আগে গত শনিবার দেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থেকে একই অভিযোগে আরেকজন কওমী মাদ্রাসা শিক্ষককে আটক করা হয়। ঐ মাদ্রাসা শিক্ষকও র্যাবের হিন্দু অফিসারদের রোষানলের শিকার হন বলে জানা যায়। এভাবে দেশে হিন্দুত্ববাদের প্রকাশ্য আগ্রাসনের সূচনা হতে পারে বলে মনে করেন ধর্মীয় বিশ্লেষকগণ।

==

২৯শে জুলাই,২০১৯

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের স্নাইপার গ্রুপের মুজাহিদগণ ২৯ই জুলাই সকাল ৯টা বাজে বাজুর ইজেন্সীর সীমান্ত এলাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি মোর্চা লক্ষ্য করে সফল স্নাইপার হামলা চালান।

এঞএঞচ এর সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ জানান যে, আলহামদুলিল্লাহ মুজাহিদদের উক্ত স্নাইপার হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর এক সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

==

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত "দাতব্য সংস্থা" আল্লাহর শরিয়াহ দ্বারা শাসিত (জুবা) ইসলামিক প্রদেশের "ফারজারো" অঞ্চলের দরিদ্র ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সাধারণ লোকদের মাঝে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য বিতরণ করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, এটা হচ্ছে আল্লাহর শরিয়াহ দ্বারা শাসিত ইসলামিক রাজ্যে আল্লাহ্ তায়ালার বরকতের সামান্য উদাহরণ মাত্র

পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক আল-কায়দা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন গত ২৯শে জুলাই মধ্য সোমালিয়ার হাইরান প্রদেশের বোলুবার্দি শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল হামলা পরিচালনা করেন।

হারাকাতুশ শাবাবের প্রচার মিডিয়ার বরাতে জানা যায় যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ৮ এরও অধিক সোমালিয়ান মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকার শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত জুবা প্রদেশের একটি ইসলামি আদালত গত ২৮ই জুলাই এক যাদুকরের উপর ইসলামি নিয়ম অনুসারে জনসম্মুখে হদের বিধান কার্যকর করেছে।

ভারতের বিজেপিশাসিত উত্তর প্রদেশে জয় শ্রীরাম ধ্বনি না দেয়ায় খলিল আনসারি নামে ১৭ বছর বয়সী এক মুসলিম কিশোরকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করে ভারতের উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা। গতকাল (রোববার) তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বারানসীর কবীর চৌরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আগুনে ওই মুসলিম কিশোরের শরীরের ৪৫ শতাংশ পুড়ে গেছে।

চান্দৌলি জেলার বাসিন্দা ক্ষতিগ্রস্ত ওই কিশোরের অভিযোগ, সে জয় শ্রীরাম ধ্বনি না দেয়ায় তাকে চার উগ্র হিন্দু অপহরণ করে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে একজন তার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই কিশোর জ্বলন্ত অবস্থায় যন্ত্রণায় ছটফট করলে আক্রমণকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। আহত ওই কিশোরকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরে তাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়।

অন্যদিকে ভারতে মুসলিমদের উপর এধরণের হামলার মদদদাতা দেশটির উগ্র হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সত্যকে ঢাকতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দাবি করে যে, ওই কিশোর নিজেই তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অথচ ঘটনাটি ঘটেছে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে শত শত মানুষের সামনে।

এদিকে, গত শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে উত্তর প্রদেশের আমেথিতে অবসরপ্রাপ্ত একজন মুসলিম আর্মি ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ খানকে (৬৪) বাসায় ঢুকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। তিনি এসময় নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বাসায় ছিলেন। উগ্র হিন্দুরা লাঠি দিয়ে তার মাথায় একের পর এক আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ক্যাপ্টেনের।

এভাবেই পুরো ভারতজুড়ে মুসলিম হত্যায় মেতেছে উগ্র হিন্দুরা। যার থেকে বর্তমানে নিরাপদ নয় আমাদের এই বাংলাদেশও।

ইয়েমেনে চলমান রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে গত এক বছরে প্রাণ হারিয়েছেন ১১১৭ এরও অধিক ইয়েমেনী শিশু। এছাড়াও চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় খাদ্য অভাবেও মারা যায় কয়েক হাজার। আল-জাজিরার প্রকাশিত এক রিপোর্ট হতে জানা যায় এ তথ্য।

নিহত শিশুদের মধ্যে ৭২৯ শিশুই মারা যায় সন্ত্রাসী সৌদী বাহিনীর হামলায়। অন্যদিকে শিয়া হুতী সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলায় নিহত হয় ৩৯৮ ইয়েমেনে শিশু।নিহত এই শিশুদের মধ্যহতে ৬৮৪ শিশুই মারা যায় বিমান হামলায়।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক কোন সহায়তা ছাড়াই ইয়েমেনের সাধারণ জনগণ সবচাইতে ভালো অবস্থানে আছেন আল-কায়দা শাখা আনসারুশ শরিয়াহ এর নিয়ন্ত্রিত এলাকায়। গত এক বছরে তাদের হামলায় কোন শিশু নিহত হবার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। অথচ দেশটির আবয়ান, বায়দা, হাজরামাউত, মাকাল্লা, শাহাবওয়াহ, মারিব ও দিয়ালী প্রদেশের

বিশাল অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ করে আসছে আল-কায়দার এই শাখাটি এবং অঞ্চলগুলোতে প্রতিনিয়ত হুতি, হাদী, সৌদি জোট ও আইএসের মত দলগুলোর বিরুদ্ধে তারা খুবই দক্ষতার সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমানে ইয়েমেনের সাধারণ জনগণ আল-কায়দার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বসবাসের জন্য হিজরত করছেন। খোদ রাজধানী সান'আ থেকেও অনেকে আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হিজরত করে যাবার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। মুজাহিদগণের এলাকাগুলোতে সাধারণ মানুষের বসবাসের জন্য হিজরত করে চলে যাওয়াটা এখন পশ্চিমাপন্থী দেশগুলোর জন্য বড় এক চিন্তার কারণ!

আল-কায়েদার মুজাহিদগণ তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিভিন্ন মানবসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন। গরীবদের মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা, সাধারণ মানুষের জন্য বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ এবং রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করাসহ সাধ্যমত অন্যান্য সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন তারা। এর জন্য তারা আলাদা আলাদা বিভাগও গঠন করেছেন।

বর্তমানে যখন কথিত উন্নত রাষ্ট্রের সহযোগিতা ব্যতীত চলা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করা হয়, তখন এ ধরণের কোনো রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যতীতই আল্লাহর অনুগ্রহে সুশৃঙ্খলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন মুজাহিদগণ। পাশাপাশি, জনসেবামূলক কাজেও সচেষ্ট রয়েছেন তারা। দুর্নীতি নেই, অপব্যবহার নেই, নেই কোন অপচয়, বরং প্রতিটা কাজ খুবই হিসাবের সাথে করে থাকেন আল্লাহ ভীরু এই মুজাহিদ জামাআত। আর, এরই প্রতিফলন ঘটে সুশৃঙ্খল ইসলামী রাজ্যে, আলহামদুলিল্লাহ।

আনসারুশ শরীয়ার মুজাহিদগণ কেমন হিসাবী তা জানতে সহায়ক হবে একটি ঘটনা! ২০১৫ সালে ইয়েমেনের হাজরামাউত প্রদেশে আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রিত একটি ঘাঁটি দখল করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে আল-কায়দা শাখা আনসারুশ শরীয়ার একটি খরচের নোট বই পায় মার্কিন বাহিনী। বইটিতে দেখা যায়, আল-কায়েদার যোদ্ধাদের একটি কেক ও এক কাপ চা এর খরচের বিষয়টিও লিখে রেখেছেন তারা!

এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে আল-কায়দা নিয়ন্ত্রিত ইসলামী রাষ্ট্রের শ্রম খরচটা সাধারণ মানুষই বাঁচিয়ে দিচ্ছেন! তারা কোন বিনিময় ছাড়াই সম্মিলিতভাবে অনেক সময় বড় বড় কাজগুলো করে দিচ্ছেন। এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে আল-কায়দা নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনের বুকে জেগে উঠা একটি ইসলামী রাষ্ট্র।

ডিআইজি মিজানের ঘুষ কেলেঙ্কারির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের ডিআইজি (প্রিজন) পার্থ গোপাল বণিককে ঘুষের ৮০ লাখ টাকাসহ গ্রেফতার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অবহেলায় জড়িত থাকার অভিযোগে আটক করা ডিআইজি প্রিজনস পার্থ গোপাল বণিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গত রবিবার (২৮ জুলাই) বিকালে রাজধানীর ধানমন্ডির নর্থ রোডের (ভুতের গলি) ২৭-২৮/১ নম্বর বাসার বি/৬ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে ঘুষের ৮০ লাখ টাকাসহ গ্রেফতার করা হয় পার্থকে। তার বর্তমান কর্মস্থল সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার।

রবিবার সকালে সেগুনবাগিচায় দুদক প্রধান কার্যালয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দুপুরে তাকে নিয়ে ঘুষ,

দুর্নীতির মাধ্যমে আয় করা টাকা উদ্ধারে অভিযানে বের হয় দুদক টিম। ধানমন্ডির নর্থ রোডের (ভুতের গলি) ২৭-২৮/১ নম্বর বাসার বি/৬ নম্বর ফ্ল্যাটে অভিযান চালায়। পার্থ আর তার স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যরাও বসবাস করে সেখানে। দুদক পার্থর ব্যবহার করা একটি প্রাইভেট কারও জব্দ করে।
গত বছরের ২৬ অক্টোবর চট্টগ্রাম কারাগারের জেলার সোহেল রানা বিশ্বাসকে ময়মনসিংহগমী ট্রেন থেকে ৪৪ লাখ ৪৩ হাজার টাকা, আড়াই কোটি টাকার এফডিআর, ১ কোটি ৩০ লাখ টাকার ব্যাংকের চেক ও ১২ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে রেলওয়ে পুলিশ। চট্টগ্রাম থেকে ময়মনসিংহে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পথে গ্রেফতার হয় । পরে সোহেল রানার বিষয়ে অনুসন্ধানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার দুর্নীতি নিয়ে নানা তথ্য পায়। পরে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। তাদের সম্পদের হিসাব বিবরণীও চাওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে পার্থ গোপালও সম্পদের হিসাব বিবরণী জমা দিয়েছে। পরে গত রবিবার ঘুষের ৮০ লাখ টাকাসহ গ্রেফতার করা হয় পার্থকে।
এই গোপাল নামক রাঘব বোয়ালরাই কারাগারে অসহায় অনেক নিরপরাধ কয়েদীদের জীবন দুর্বিষহ করে রাখে। কারাগারে এদের ঠাটবাট দেখলে মনে হয় যেন এরা জমিদার। মানুষকে যেন মানুষই মনে হয় না। এই কারাকর্মকর্তা নামক গোপালদের, একটুখানি শোয়ার জায়গার জন্য হাজার হাজার টাকা দিতে হয়। একটুখানি ডালভাতের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় তাঁদের পিছনে। কারাগারে প্রথম আসা মানুষগুলো নিরুপায় হয়ে তাঁদের ফাঁদে পড়ে। অনেকে তাঁদের উদর পূর্ণ করতে করতে জমি জমা সব বিক্রি করে দেয়।কারাগারে এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে দূর্নীতি নাই। এমনি সাক্ষাৎ কক্ষেও টাকা না দিলে আসামীদের আত্মীয়দের সাথেও ভালভাবে দেখা সাক্ষাৎ ও কথা বলতে দেওয়া হয় না। ইন্টাররুম বা অফিস কলে নামে হাতিয়ে নেয় হাজার হাজার টাকা। আজ এই পার্থ গোপালদের এত শান শওকত ,বাড়িগাড়ি সবই গড়ে উঠেছে হাজারো মাজলুমের রক্ত শোষণ করে।

রাজধানীর পীরেরবাগ আলীম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণির ছাত্রী সানজিদা আক্তার হৃদি সাদা হিজাব, নীল বোরকা ও সাদা জুতা (ইউনিফর্ম রঙ অনুযায়ী) স্কুলে ঢোকার পর স্কুল এর একজন শিক্ষক তাকে বেত দিয়ে আঘাত করে এবং তাকে বিভিন্ন রকমের কথা বলে স্কুল থেকে বের করে দেয়। হিজাব বোরকা পরে নাকি স্কুলে যাওয়া যাবেনা। তারপর সানজিদা আক্তার বাসায় এসে ঘটনাটি তাঁর মাকে জানায়। সানজিদার মা প্রধান শিক্ষক (রমেশ কান্তি ঘোষ) এর সাথে কথা বলতে স্কুলে যায় কেন তাঁর মেয়েকে বোরকা পড়ার কারণে বের করে দেওয়া হয়েছে!

কিন্তু প্রধান শিক্ষক (রমেশ কান্তি ঘোষ) কোন কথা ঠিকভাবে না শুনে তাঁর সাথে উগ্র মেজাজে কথা বলে এবং তাঁর সাথে খারাপ ব্যবহার করে,। প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে সানজিদার মাকে উক্ত রুমে উপস্থিত থাকা ম্যাডাম এর মাধ্যমে বের করে দেয়া হয়। এরপর হতাশ হয়ে সানজিদার মা বাইরে অনেক্ষণ অপেক্ষা করে আবারও কথা বলার উদ্দেশ্যে কিন্তু অনেক সময় পার হওয়ার পরও প্রধান শিক্ষক (রমেশ কান্তি ঘোষ) এর সাথে কথা বলা সম্ভব হয়না।

সানজিদার ভাই রাকিবুল হাসান মায়ের কাছে উক্ত কথা শুনতে পায়। পরে রাকিব তার মা ও বোনসহ প্রধান শিক্ষক এর রুমে যায় কথা বলতে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ভেতরে ঢুকলে তখন প্রধান শিক্ষক বলে কি ব্যাপার আপনারা আবার আসছেন কেন? এবং খারাপ ব্যবহার করে কথা বলে তাঁদের সাথে। তখন সেখানে আরো শিক্ষক এবং স্কুলের অফিস কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বার বার কথা বলার চেষ্টা করলে, আলীম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক বলে হিজাব ও বোরকা পরে স্কুলে আসা যাবেনা তার কাছে কারণ জানতে চাওয়ায় এবং তার এই খারাপ ব্যবহারগুলো মোবাইল এ ধারণ করা কালে সে তা দেখে ফেলায় এক পর্যায়ে সে রাকিবের মোবাইল ফোনটি নেয়ার জন্যে স্কুল এর কর্মচারী নাসিরকে বলে এবং সানজিদার মা বাঁধা দেয়ায় (জামান) উক্ত স্কুলের কর্মচারী সানজিদার মা এর দিকে রেগে এগিয়ে আসে এবং তাঁর গায়ে হাত তুলতে চায়। এ সময় সেখানে থাকা কিছু শিক্ষক তাকে কোন রকম ধরে রাখে।

রাকিবের হাতে থাকা মোবাইল এ ধারণ করা ভিডিওটি ডিলিট করার জন্যে এক পর্যায়ে প্রধান শিক্ষক (রমেশ কান্তি ঘোষ) তার রুম এর দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দেয় এবং দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে সে এবং তার স্কুলের কর্মচারী দুজন মিলে রাকিবের উপর হামলা করে এবং তার হাতে থাকা কলম ঢুকিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত করে মোবাইল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাই সম্পূর্ণ ভিডিও করা সম্ভব হয়না। রাকিবের চিল্লানোর শব্দ শুনতে পেয়ে এলাকার কিছু লোক জড়ো হয়। কোন রকমে আহত অবস্থায় সানজিদাসহ মা ও ভাই সেখান থেকে বের হয়ে আসে।

সেখানে উপস্থিত থাকা কিছু মানুষ এবং নাম না জানা সেই প্রতিষ্ঠান এর তৃতীয় শ্রেনীর কর্মকর্তা বলে এর আগেও এ ধরণের ঘটনা এখানে ঘটেছে এবং মামলাও হয়েছিলো।

তথ্যসূত্র-মুফতি রিজওয়ান রফিকীর ফেইসবুক পেইজ থেকে নেয়া।

গত ২৮শে জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে কুন্দুজ ও বাগলান প্রদেশে আফগান মুরতাদ বাহিনীর কয়েকটি ঘাটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, রোজ শনিবার দিবাগত রাত কুন্দুজ প্রদেশের কেল্লাজাল জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর জেলা কেন্দ্রের ২টি প্রতিরক্ষা চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার বীর তালেবান মুজাহিদগণ। ফলে, আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে ১টি চেকপোস্ট বিজয় হয়েছে; এবং সেখানে অবস্থানরত শত্রুসেনাদের ১০ মুরতাদ পুলিশ নিহত হয়েছে। এসময় গ্রেফতার হয়েছে আরো ১ পুলিশ।

মুজাহিদগণ, ১টি ভারী মেশিনগান, ১টি রকেট লাঞ্চার, ৫টি ক্লাশিনকভ ও ১টি হ্যান্ড গ্রেনেডসহ অন্যান্য বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম গণিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

জানা যায়, শত্রুদের অন্য চেকপোস্টটি মুজাহিদ বাহিনীর তীব্র অবরোধের মাঝে রয়েছে।

এদিকে, বলখ প্রদেশের চিমতাল জেলায় রোজ শনিবার দিবাগত রাতে শত্রুদের সামরিক ঘাটিসমূহে হামলা চালিয়েছেন লড়াকু তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে, ৬ সন্ত্রাসী সেনা নিহত ও ২ সেনা আহত হয়েছে। এছাড়াও, রবিবার দিবাগত রাতে মীরকাসেম নামক এলাকায় তালেবান যোদ্ধাদের আরেকটি হামলায় কমান্ডার জালাল ও সহকারী কমান্ডার আলমসহ ৪ সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়।

উক্ত হামলায় মুজাহিদগণ, শত্রুদের থেকে ১টি ভারী মেশিনগান ও ২টি ক্লাশিনকভ জব্দ করেছেন।

অন্যদিকে, বাগলান প্রদেশের জেলা কেন্দ্রে অবস্থিত কয়েকটি এলাকা থেকে ১০ নিরাপত্তা কর্মী নিজেদের কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হয়ে মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে হিন্দুদের বিভিন্ন অপকর্মের নিউজ ঈমানী দায়িত্ব মনে করে শেয়ার করাকে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রবিরোধী উস্কানিমূলক গুজব ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হিসেবে অখ্যায়িত করে মুফতি ছানাউল্লাহ চাঁদপুরী নামের মুন্সিগঞ্জের একটি কওমী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষককে আটক করেছে র্যাব।

শনিবার (২৭ জুলাই) রাতে জেলার লৌহজং থেকে তাকে আটক করা হয়। তিনি সেখানকার দারুল উলুম খিদিরপাড়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক। তার বাড়ি চাঁদপুর জেলার মতলব থানার বাকরা এলাকায়।

র্যাব-১১ ব্যাটালিয়ান অধিনায়ক (সিও) লেফটেনেন্ট কর্নেল কাজী শামসের উদ্দিন রবিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে তার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানায়।

কাজী শামসের আরো জানায়, মুফতি ছানাউল্লাহ চাঁদপুরী দীর্ঘদিন যাবত মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভ্রান্তিমূলক বিভিন্ন ছবি ও তথ্য প্রচার সহ কথিত ধর্মীয় উস্কানিমূলক (!) স্ট্যাটাস দিয়ে গুজব রটিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি নষ্টের চক্রান্ত করে আসছেন।

র‍্যাব আরো জানায়, সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরের মেড্ডা এলাকায় একটি মসজিদে আগুন লাগানোর ঘটনায় অমুসলিমরা জড়িত রয়েছে বলে গত ২৬ জুলাই তার ফেসবুক পেইজ (মুফতি ছানাউল্লাহ চাঁদপুরী) থেকে কথিত ধর্মীয় উস্কানিমূলক গুজব ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টির অপচেষ্টা করেন।

মুফতি ছানাউল্লাহ চাঁদপুরীর কথিত সেই উস্কানিমূলক পোষ্ট যাকে র‍্যাব গুজব বলে আখ্যায়িত করেছেঃ

এছাড়াও গত ১৭ জুলাই ফেসবুকের একই পেইজ থেকে "ভারতে গরুর গোশত থাকার সন্দেহে মাদ্রাসায় আগুন দিয়েছে হিন্দু সন্ত্রাসীরা" শিরোনামে কথিত উস্কানিমূলক বক্তব্য পোস্ট দিয়ে গুজব রটিয়ে জনমনে আতংক সৃষ্টি ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। র্যাবের নজরদারিতে মুফতি ছানাউল্লাহ চাঁদপুরীর ধর্মীয় ও রাষ্ট্রবিরোধী এসব কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট প্রমাণও নাকি পাওয়া গেছে। তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে র্যাব জানিয়েছে।

তবে এ ব্যাপারে ইসলামিক দল মত নির্বিশেষে সমালোচনার ঝড় বইছে অনলাইনে। তবে অনেকে বলছেন, যে এটা র্যাব ১১ এর মধ্যে থাকা হিন্দু ও অমুসলিম অফিসারদের ধর্মীয় বিদ্বেষের কারনেই নিরীহ এই ইমাম কে আটক করা হয়েছে। (এর আগেও হিন্দু অফিসার কর্তৃক এমন বহু ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেছে; এবং হিন্দু মালাউনদের থেকে পবিত্র কোরান অবমাননাকরসহ মুসলিম ধর্মের মৌলিক ইবাদতগুলো নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নোংরা ভাষায় কটুক্তি ও উস্কানিমূলক তথ্য প্রচার করলেও, হিন্দু মালাউন অফিসার তো দূরের কথা! নামধারী মুসলামান অফিসারদের থেকেও এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি।)

র্যাব ১১ এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকাঃ লক্ষীপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও নরসিংদী।

র্যাব ১১এর হিন্দু অফিসার।

১/ ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার, ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-২, এএসপি প্রনব কুমার ফোনঃ +৮৮০১৭৭৭৭১১১২২

২/ কোম্পানী অধিনায়ক ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ এসপি নরেশ চাকমা

ফোনঃ +৮৮০১৭৭৭৭১১১৩৩

২৮শে জুলাই,২০১৯

আজ ২৮শে জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে বাগলান, লওগর, পাক্তিকা, গজনী, বলখ, কাবুল, পারওয়ান ও পাক্তিয়া প্রদেশে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২৬ মুরাতদ সেনাকে হত্যা করেছেন; অপরদিকে, খোস্ত প্রদেশে আরো ২৬জন নিরাপত্তা কর্মী মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, আজ ২৮শে জুলাই, ইমারাতে ইসলামিয়ার বীর তালেবান মুজাহিদগণের বেশ কয়েকটি হামলায় বাগলান প্রদেশে ৩ মুরতাদ সেনা নিহত ও ২ সেনা আহত, পাক্তিয়া প্রদেশে ৩ সেনা নিহত ও ২ পুলিশ আহত, কাবুল প্রদেশে ৫ সেনা নিহত ও ৪ সেনা আহত, পারওয়ান প্রদেশে ৪ মুরতাদ পুলিশ আহত, পাক্তিকা প্রদেশে ২ সেনা নিহত ও ৫ সেনা আহত, লওগর প্রদেশে ১০ সেনা নিহত ও ১০ সেনা আহত এবং গজনী প্রদেশে ১ সন্ত্রাসী নিহত ও ১ সন্ত্রাসী আহত হয়েছে।

ঐ সকল হামলায় মুজাহিদগণ, ২টি ক্লাশিনকভ, ১টি ভারী মেশিনগান ও ১টি রকেট লাঞ্চার গণিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

বিপরীতে, দুশমনদের পাল্টা আক্রমণে ২জন বীর মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন।

এদিকে, খোস্ত প্রদেশের নাদারশাহ জেলা থেকে ২৬জন নিরাপত্তা কর্মী নিজেদের কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হয়ে মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

--

সরকারী প্রতিটি কর্মক্ষেত্র এখন ঘুষের কারখানায় পরিণত হয়েছে। তাইতো ১ হাজার ৫শ টাকার ড্রাগ লাইসেন্স নিতে হয় পয়ত্রিশ হাজার টাকায়!
বৈধভাবে ফার্মেসী ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন ড্রাগ লাইসেন্স। আর সেটি সংগ্রহ করতে হয় ঔষধ তত্বাবধায়ক কার্যালয় থেকে। এ সুযোগে প্রতিটি লাইসেন্সের জন্য গ্রাহকদের থেকে ২০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা করে নিচ্ছে লক্ষ্মীপুর ড্রাগ সুপার (ভারপ্রাপ্ত) মো: ফজলুল হক। নির্দিষ্ট টাকা দিতে কেউ অপরাগতা প্রকাশ করলে, শিকার হন নানা হয়রানির আর বঞ্চিত হন লাইসেন্স থেকে।

স্থানীয়রা বলেন, ড্রাগ সুপারকে ম্যানেজ করে ফার্মেসী মালিকগণ দিচ্ছে সকল রোগের চিকিৎসা। এতে করে অপচিকিৎসার শিকার হচ্ছেন রোগীরা। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে কোন কথা বলতে রাজি নয় জেলা ঔষধ তত্বাবধায়ক কার্যালয়ের এই কর্মকর্তা।

জানা যায়, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ঔষধ প্রশাসনের কাছ থেকে ড্রাগ লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন ফার্মাসীষ্টের অঙ্গীকারপত্র ও ফার্মেসী কাউন্সিল থেকে ৬ মাস মেয়াদি কোর্সের সনদপত্রসহ অন্যানো কাগজপত্র। এছাড়া লাইসেন্সের জন্য সরকারি ফি হচ্ছে, পৌর এলাকার জন্য ২ হাজার ৫শ ও ইউনিয়নগুলোতে ১ হাজার ৫শ টাকা। তাছাড়া প্রতি দুই বছর পর পর নবায়ন করতে হয় লাইসেন্সটি। এর জন্য পৌর এলাকায় ১৮শ এবং ইউনিয়নগুলোর ফার্মেসীর ক্ষেত্রে ৭শ টাকা ফি নির্ধারিত। কিন্তু এসব নিয়মগুলো অনিয়মে পরিনত হয়েছে লক্ষ্মীপুরের ড্রাগ সুপারের অর্থ বাণিজ্যর কারনে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, ফার্মেসী পরিচালকগণ কোন ডিগ্রী না নিয়ে সকল রোগের চিকিৎসা প্রদান ও ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ঔষধ বিক্রি করায় প্রতিনিয়তই ঘটছে দূর্ঘটনা। আর সবগুলোই ড্রাগ সুপারকে ম্যানেজ করেই করছে তারা।

নাম প্রকাশ না করা শর্তে কয়েকজন ফার্মেসী মালিক বলেন, লাইসেন্স করতে ২০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা দিতে হয় ড্রাগ সুপারকে। নির্দিষ্ট এই টাকা না দিলে নানা হয়রানির শিকার হতে হয়, প্রায় সময় বঞ্চিত হতে হয় লাইসেন্স প্রাপ্তি থেকে। তাই লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা করে যাচ্ছে অনেক মালিকগণ।

এদিকে এসব অনিয়মের বিষয়ে কোন কথা বলতে রাজি নয় লক্ষ্মীপুর ঔষধ তত্বাবধায়কের কার্যালয়ের ড্রাগ সুপার (ভারপ্রাপ্ত) মো: ফজলুল হক।

সূত্র: সময়ের কণ্ঠস্বর

২৭শে জুলাই,২০১৯

আল-ফাতাহ্অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ২৫ই জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে তুখার ও বলখ প্রদেশে আফগান মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত তুখার প্রদেশের ইশকামাশ জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিক বেস ও ২টি চেকপোস্টে হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে তীব্র হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ। ফলে, আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে শত্রুদের সামরিক বেস ও চেকপোস্টসমূহ মুজাহিদগণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে

সক্ষম হয়েছে; এবং সেখানে অবস্থানরত শত্রুসেনাদের ৫০ মুরতাদ সেনা হতাহত হয়েছে। এছাড়াও, গ্রেফতার হয়েছে আরো ১ সন্ত্রাসী সেনা।

উক্ত হামলায় মুজাহিদগণ, ১টি রেঞ্জার গাড়ী, ৭টি ভারী মেশিনগান, ৭টি রকেট লাঞ্চার, ২০টি ক্লাশিনকভ, ৮টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ২টি স্নাইপারগান ও ২টি তোপসহ অন্যান্য বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম গণিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

এদিকে, বলখ প্রদেশের জারি জেলায় পুতুলসেনাদের সামরিক বেস ও চেকপোস্টে হামলা চালিয়ে বেস ও চেকপোস্ট দুটোই দখল করে নিয়েছেন লড়াকু তালেবান মুজাহিদগণ।

জানা যায়, বেস ও চেকপোস্টে থাকা সন্ত্রাসী বাহিনীদের মধ্য হতে কমান্ডারসহ ৬ সন্ত্রাসী সেনা নিহত ও ১ সেনা আহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদদের হাতে গ্রেফতার হয়েছে আরো এক সেনা।

এছাড়াও মুজাহিদগণ উক্ত সফল হামলায়, বিভিন্ন প্রকার হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র গণিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

--

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পাকিস্তানে ঘটিত জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (ঞঞচ) এর জানবায মুজাহিদগণ ২৭ই জুলাই সকাল বেলায় পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে বৃদ্ধমান ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের লক্ষ্য করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ৭ নাপাক সেনা নিহত হয়।

মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ১টি গএ-১, ৪টি এ-৩ এবং এক সেট ওয়ার্লেস।

এর আগে গত ২৬ই জুলাই বাজুর ইজেন্সীতে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের স্নাইপার গ্রুপের মুজাহিদদের সফল হামলায় নিহত হয় আরো এক নাপক মুরতাদ সেনা।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন এর পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমে অংশগ্রহনকারী জিহাদী জামাআত "আনসারুদ দ্বীন" এর ৪ জন ইনগিমাসী মুজাহিদ কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত অবস্থায় ২৭ই জুলাই শাহাদাত বরণ করেন।

শহিদ মুজাহিদগণ হলেন-

১- শহিদ আবু হামযা।

২- শহিদ আবু আব্দুল কাদীর আল-হালবী।

৩- শহিদ আবু মুজাহিদ ও

৪- শহিদ আবু মুয়াজ তাকাব্বালাল্লাহুমুল্লাহ।

গত ২৭শে জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে কান্দাহার প্রদেশের শাওলিকোট জেলায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ আফগান মুরতাদ বাহিনীর সামরিক চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা বাজে, শাওলিকোট জেলায় অবস্থিত শত্রুদের একটি সামরিক চেকপোস্টে লেজারগান হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার লড়াকু তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে, চেকপোস্টটি বিজয় হয়েছে; এবং অসংখ্য শত্রুসেনা হতাহত হয়েছে। যার মধ্যে, ১১ সন্ত্রাসীর মৃতদেহ হামলার স্থানেই পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

বিপরীতে, দুশমনদের হামলায় ২জন জানবাজ মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা যেন ভাইদেরকে কবুল করে নেন!

--

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পাকিস্তানে ঘটিত জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (ঞঞচ) এর জানবায মুজাহিদগণ ২৭ই জুলাই সকাল বেলায় পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে বৃদ্ধমান ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের লক্ষ্য করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ৭ নাপাক সেনা নিহত হয়।

মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ১টি গঞ-১, ৪টি এ-৩ এবং এক সেট ওয়ার্লেস।

এর আগে গত ২৬ই জুলাই বাজুর ইজেন্সীতে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের স্নাইপার গ্রুপের মুজাহিদদের সফল হামলায় নিহত হয় আরো এক নাপক মুরতাদ সেনা।

সিরিয়ায় আল-কায়দা সমর্থিত জিহাদী দল "আনসারুত তাওহীদ" এর মুজাহিদগণ আল-হামিমা অঞ্চলের "আল-হাকুরাহ" গ্রাম ও তার আশপাশে অবস্থিত কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ ও শিয়া কুফ্ফার জোট বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে প্রচুর পরিমাণ রকেট ও ভারী মিসাইল হামলা চালিয়েছেন।যার ফলে অনেক কুখ্যাত নুসাইরী ও কুফ্ফার সেনা হতহতের শিকার হয়।

জানা যায় যে উক্ত এলাকাটিতে এঞওচ এর মুজাহিদদের-কে সহায়তার লক্ষ্যে এই অভিযানটি পরিচালনা করেছেন "আনসারুত তাওহীদ"।

--

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পাকিস্তানে ঘটিত জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (এঞএঞচ) এর জানবায মুজাহিদগণ ২৭ই জুলাই সকাল বেলায় পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে বৃদ্ধমান ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের লক্ষ্য করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ৭ নাপাক সেনা নিহত হয়।

মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ১টি গএ-১, ৪টি এ-৩ এবং এক সেট ওয়ার্লেস।

এর আগে গত ২৬ই জুলাই বাজুর ইজেন্সীতে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের স্নাইপার গ্রুপের মুজাহিদদের সফল হামলায় নিহত হয় আরো এক নাপক মুরতাদ সেনা।

--

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ২৭ই জুলাই সোমালিয়ার বালআদ শহরে কুফ্ফার বুরুন্ডিয়ান সেনাদের উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব এর পক্ষহতে জানানো হয় যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে বুরুন্ডিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর ১০ এরও অধিক সেনা নিহত হয় এবং বেশ কিছু অত্যাধুনীক ভারী যুদ্ধাস্ত্রও মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায়।

অন্যদিকে মুজাহিদগণ বেশ কিছু ভারী যুদ্ধাস্ত্রসহ অনেক সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন।

--

সিরিয়ায় আল-কায়দা সমর্থিত "আনসারুত তাওহীদ" এর মুজাহিদগণ পশ্চিম অঞ্চলীয় হামা সিটির "আল-বারাকা" গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে তীব্র কামান হামলা চালিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের ছুড়া ঐসকল কামানের ফলে বেশ কিছু কুফ্ফার সেনা হতাহত হয়।

--

কক্সবাজারের চকরিয়ায় এক ইউনিয়ন ছাত্রলীগ কর্মী ভারী অস্ত্র হাতে ফেসবুকে ছবি পোস্ট করে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এরই মধ্যে ছবিটি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

সময়ের কণ্ঠস্বরচ সূত্রে জানা যায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে অস্ত্র হাতে ছবি পোষ্ট দেয়া যুবকটি ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাইফুল ইসলাম।

গত ২৫শে জুলাই রাত ১০টার দিকে হাতে একটি ভারী অস্ত্র নিয়ে সামনের দিকে তাক করে আছে। সেই ছবি নিজেই ফেসবুকে পোস্ট করেন সাইফুল। সেই ছবির ক্যাপশনে লেখে সাবধান ডাইরেক্ট অ্যাকশন হবে। পরে বির্তকের মুখে পড়ে ফেসবুকে দেওয়া ক্যাপশন বদলে দেয়। এ নিয়ে পুরো চকরিয়া তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে সরকারী পৃষ্টপোষকতায় ছাত্রলীগ কুখ্যাত লীগে পরিণত হয়েছে। তাঁদের প্রধান কাজই যেন হয়ে গেছে জনগণকে ভয় ভীতি দেখিয়ে জিম্মি করে শোষণ করা। সারা দেশেই তাঁদের থেকে চাঁদাবাজি, রাহজানি,খুন, ধর্ষণসহ নানা হয়রানির শিকার হচ্ছেন সারারণ জনগণ।

--

সৌদি আরবের বিশিষ্ট ধর্মীয় স্কলার ও প্রখ্যাত দাঈ ডক্টর সালমান আল আওদাহর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা মামলার রায় আগামীকাল ঘোষণা করা হবে।

রোববার (২৮ এপ্রিল) নতুনভাবে শুনানি শেষে তার মামলার রায় প্রদান করার কথা রয়েছে।

এদিকে শুক্রবার (২৭ জুলাই) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আল ওতান ভয়েজের সূত্রে জানিয়েছে, নতুন এই শুনানিতে সালমান আল আওদাহর বিপক্ষে মৃত্যুদণ্ডের রায় আসতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

আল জাজিরা বলছে,অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দাবি জানিয়েছে, সালমান আল আওদাহর বিপক্ষে রাষ্ট্রপক্ষের আনা অভিযোগগুলো যদি সত্য হয়, তবে কেন তার বিচারকার্য প্রকাশ্যে করা হচ্ছেনা? সংস্থাটির বক্তব্য হলো, অভিযোগগুলো প্রমাণিত নয়-এজন্য দ্রুত শায়েখ সালমানের মুক্তি চাই।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন সৌদির প্রভাবশালী গণমাধ্যম আশ শারকুল আওসাতের গবেষণা বিভাগের পরিচালক লিন মালুফ। তিনি বলেন,আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে, শায়েখ সালমান আল আওদাহর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়া হতে পারে।

উল্লেখ্য, ডক্টর শায়েখ সালমান আল আওদাহসহ সৌদি আরবের প্রায় ২০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বর্তমান ইসলাম বিদ্বেষী সরকারের বিরোধিতা করায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে বন্দি করা হয়। এদের মধ্যে আলেম, দাঈ, বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকসহ উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ ছিলেন।

--

গতকাল ২৬শে জুলাই শুক্রবার ফিলিস্তিনের পূর্বে সুর বাহের গ্রামের "ওয়াদি আল-হোমসের" আশেপাশে দখলদার ইহুদীবাদী সন্ত্রাসী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বাস্তুহারা ফিলিস্তিনী মুসলিমদের। এসময় টিয়ার গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় অনেক মুসলিম শ্বাসরুদ্ধ হয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থা "ফিলিস্তিন অনলাইন" জানায় যে, "ওয়াদি আল-হোমসে জুমুআর সালাত আদায়ের পরে দখলদার সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর সাথে ফিলিস্তিনী মুসলিমদের লড়াই শুরু হয়। এই সময় দখলদার সন্ত্রাসী বাহিনী মুসলিমদের উপর টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে । এতে, শ্বাসরুদ্ধ হন অনেক মুসলিম।

বার্তাসংস্থা পিআইসি (প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন সেন্টার) জানায়, গত সোমবার দখলদার ইহুদী সেনারা ঐ অঞ্চলের ফিলিস্তিনী মুসলিমদের ১১টি বসতবাড়ি ধ্বংস করে দেয়। যার ফলে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন অনেক মুসলিম। তাই, জুমুআর সালাতের পরে বিক্ষোভ করেন তারা। আর, তখনই মুসলিমদের উপর টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে ইহুদী সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনী।

--

গত ২১শে জুলাই রবিবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে করা এক বৈঠকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প আফগান যুদ্ধ বিজয়ের ব্যাপারে এক উদ্ভট মন্তব্য করে। সে মনে করে, আফগানের এক কোটি মানুষকে মেরে সে যুদ্ধ জয় করতে পারতো। কিন্তু, সে তা করেনি। কিন্তু, আফগান যুদ্ধের বাস্তবতা বলে যে, আমেরিকা আফগান জয়ে কোনরূপ চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তারা তাদের মাদার অব অল বোম নামে পরিচিত বোমাসহ ব্যবহারসহ বহু অর্থ খরচ করেছে আফগান যুদ্ধের পেছনে, চালিয়েছে বর্বরোচিত গণহত্যা। আজ যুদ্ধে ১৮ বছর পার হওয়ার পর দেখা যায় যুদ্ধে তালেবান নেতৃত্বে আফগান মুজাহিদ জাতিই বিজয়ী, আর পরাজিত হয়েছে চরম অহংকারী আমেরিকা। কিন্তু, পরাজয় বরণের পরও আমেরিকার সেই ঔদ্ধত্য মনোভাব যায়নি। যা বুঝা যায় তাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে। ট্রাম্পের উক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ একটি বার্তা প্রদান করেছেন। পাঠকদের সুবিধার্থে বার্তাটির অনুবাদ নিচে উল্লেখ করা হলো-

রোববার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সাথে সাক্ষাতের এক পর্যায়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলে, যদি সে চায় তাহলে দশ দিনের ভিতর এক কোটি আফগানীকে হত্যা করে আফগানিস্তান বিজয় করে নিতে পারে এবং এই ধরণের আরো কিছু মন্তব্য সে করেছে।

ট্রাম্পের নীতি চিন্তার বিষয়। তার নীতি হলো, সে আফগানিস্তানে কোন পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে চায় না এবং তার এই যুদ্ধ সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে হওয়ায় এ জাতির সবাইকে হত্যা করা ব্যতীত এই যুদ্ধে বিজয় লাভ তাই সম্ভব হবে না।যাইহোক, এখন তার দাবী, সে দশ মিলিয়ন আফগানীকে হত্যা করে এই যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারে এবং এই ধরণের আরো পদ্ধতির মাধ্যমে যুদ্ধ বিজয় লাভ করতে পারে, তার এই ধরণের দাবী নিছক দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে এবং আমরা কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ করছি।

এই দিবা স্বপ্ন চেঙ্গিস খান, ইংরেজ ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতারাও দেখেছিল। কিন্তু ইতিহাস তাদের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে এবং তাদের ক্ষমতা ভূ-পৃষ্ঠেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আফগান জাতি আজও পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ইংশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবে।

অতীতের ১৮ বছরেও আমেরিকা আফগানীদের উপর কম গণহত্যা চালায়নি! তারা বোমার বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। এমনকি মাদার অব অল বোম (সকল বোমার মা) নামে পরিচিত শক্তিশালী বোমাসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করেনি। কিন্তু ১৮ বছরের শক্তি পরীক্ষায় এ বিষয়টি প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আমেরিকার আগ্রাসন ও জুলুম নিষ্ফল হয়েছে, আর আফগানিস্তানকে যে কেন সাম্রাজ্যবাদের কবরস্তান বলা হয়, অজ্ঞদেরকে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা মনে করি, জনাব ট্রাম্পের দায়িত্বহীনতার পরিচয় বাদ দিয়ে যুদ্ধের আসল সমাধানের প্রতি মনোনিবেশন করা উচিত। নিষ্ফল অবস্থান ও অবাস্তব দাবীর পরিবর্তে পরিস্থিতি সমাধানে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তার। আফগানের মুসলিম জাতি উত্তম আচরণ ও স্থায়ী সম্পর্কের নজীরবিহীন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং ভালো হবে, আলোচনাভিত্তিক নিরাপত্তা ও যৌক্তিক সমাধানের ব্যাপারে চিন্তা করা এবং সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে ইমারাতে ইসলামিয়ার চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত শান্তিপূর্ণ আলোচনা পরিকল্পনা থেকে সুবিধা নেওয়া, তোমাদের নিজেদের থেকেও তো এ বিষয়টি স্বীকৃত।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুখপাত্র

জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ

২০-১১-১৪৪০হিজরী ২২-০-২০১৯ ঈসায়ী

--

আজ ২৭ই জুলাই শনিবার সকালে দক্ষিণ কাশ্মীরের "শোপিয়ান" শহরে গো-পূজারী মুশরিক মালাউন বাহিনীর সাথে এক লড়াইয়ে দুই জন মুক্তিকামী শাহাদাত বরণ করেন।

এক মালাউন পুলিশ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থা "গ্রেটার কাশ্মীর" জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় (মালাউন) সেনাবাহিনী, এসওজি ও সিআরপিএফ কর্মীদের একটি যৌথ দল "বোনাবাজার" এলাকা অবরোধ করে একটি তল্লাশি অভিযান চালায়।
শনিবার সকালে এলাকায় উপস্থিত মুক্তিকামী মুসলিমরা মালাউন বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। মালাউন বাহিনীও পাল্টা আক্রমণ করে। এতে দুজন মুক্তিকামী শাহাদাতবরণ করেন।
পরে বন্দুকযুদ্ধের স্থানে তল্লাশি শুরু করে মালাউন গো-পূজারী বাহিনী।

--

বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায় আকস্মিকভাবে মাথাচারা দিয়ে উঠেছে উঠতি কিশোর গ্যাংয়ের সন্ত্রাসীরা। ফলে হামলার ঘটনা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের একের পর এক অপরাধ কর্মকান্ডে চরম বেকায়দায় পরেছেন সাধারণ জনগণ।। এখনই ওইসব কিশোর সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে দেশব্যাপী আলোচিত বরগুনার রিফাত শরীফের হত্যাকান্ডের মতো ভয়াবহ ঘটনার আশঙ্কা করছেন সচেতন নাগরিকরা।

নয়া দিগন্তের সংবাদ সূত্রে জানা যায়, গত দুইদিনে ১০ জন কিশোর সন্ত্রাসীকে ধারালো অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে।

সূত্রমতে আরো জানা যায়, বরিশালের বাকেরগঞ্জ সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রকাশ কুমার মালাকার গত ২৪ জুলাই ওই এলাকার কিশোর গ্যাং বাবু বাহিনীর হামলায় রক্তাক্ত জখম হয়েছে। বাকেরগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক জসিম উদ্দিন বলেন, কলেজ চলাকালীন বহিরাগত কিশোর গ্যাংয়ের প্রধান আশরাফুজ্জামান বাবু ও তার সহযোগিরা দীর্ঘদিন থেকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে ছাত্রীদের উত্যক্ত করে আসছিল।

২৪ জুলাই বেলা ১১টার দিকে তারা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে ছাত্রীদের উত্যক্ত করায় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী মুনসুর তাদের বের হয়ে যেতে বলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বাবু ও তার সহযোগিরা মুনসুরকে গালিগালাজ করলে সে (মুনসুর) অফিসে এসে বিষয়টি উপাধ্যক্ষ প্রকাশ কুমার মালাকারকে জানায়। উপাধ্যক্ষ ক্লাস চলাকালীন সময়ে বাবু ও তার সহযোগিদের কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ না করার জন্য নিষেধ করে। এসময় বাবু ও তার সহযোগিরা উপাধ্যক্ষর ওপর হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এ খবর কলেজে ছড়িয়ে পরলে শিক্ষার্থীরা ধাওয়া করলে সন্ত্রাসী বাবু ও তার সহযোগিরা পালিয়ে যায়।

পরবর্তীতে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কিশোর গ্যাংয়ের হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবিতে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

ধারালো অস্ত্রসহ নয় কিশোর আটক!
বাকেরগঞ্জ উপজেলার গারুড়িয়া ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচন চলাকালীন ২৫ জুলাই দুপুরে একটি

মসজিদের ভেতর থেকে ধারালো অস্ত্রসহ নয়জন কিশোর সন্ত্রাসীকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতরা হলো- মেহেদী হোসেন, মাইনুল ইসলাম, মাহাদী হাসান সোয়েব, সাকিব হোসেন, আকাশ হাওলাদার, রুবেল খন্দকার, শিপন হাওলাদার, হাসান আকন ও মৃদুল ইসলাম। যাদের বেশিরভাগই বরিশাল সদরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। এর আগে ওইদিন সকালে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ফিরোজ আলম রনির চাচাতো ভাই নজরুল ইসলামকে কুপিয়ে জখম করে কিশোর সন্ত্রাসীরা।
এভাবে আমাদের সমাজের নিষ্পাপ কিশোররা কেন এতো ভয়াবহ হয়ে উঠছে? কেন গড়ে উঠছে নানা কিশোর গ্যাং? এগুলোর পিছনে ইসলামি সমাজ বিশ্লেষকগণ ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন।

--

গত বৃহস্পতিবার ফজরের সময় ফিলিস্তিনের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন চালায় দখলদার ইসরাইলী সন্ত্রাসী বাহিনী। এসময় প্রায় ১৬ জন ফিলিস্তিনী মুসলিমকে অপহরণ করে দখলদার ইজরাইল সন্ত্রাসী সেনারা।

বার্তাসংস্থা "পি আই সি"এর সূত্রে জানা যায়, দখলদার সন্ত্রাসী বাহিনী রাতারাতি ১৬ জনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ইহুদীবাদী দখলদার বাহিনী দাবী করে যে,তারা অপারেশনের সময় মুসলিমদের থেকে হাতে তৈরি বিস্ফোরকসহ আরো কিছু অস্ত্র উদ্ধার করেছে।

--

২৬ শে জুলাই,২০১৯

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের একটি মসজিদে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

মানবজমিন পত্রিকার বরাতে জানা যায়, গত বুধবার মধ্যরাতে শহরের মেড্ডা এলাকার শান্তিবাগ জামে মসজিদে এ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও মসজিদের ভেতরের কার্পেট, পাখা ও খাটিয়া পুড়ে গেছে।

মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মো. সেলিম জানান, বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে কে বা কারা মসজিদে অগ্নিসংযোগ করে। মসজিদের পাশের ঘরেই ইমাম থাকেন। তিনি মসজিদে আগুন জ্বলতে দেখে সবাইকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে এসে তারা আগুন নেভান। অগ্নিকান্ডে মসজিদের ৩টি কার্পেট, ১৬টি পাখা ও খাটিয়া পুড়ে গেছে।

এর আগে গত ২০শে জুলাই রাতে মসজিদের ইমামের ঘরের পাশে দুর্বৃত্তরা আগুন দেয়।
স্থানীয় এক মুসল্লি বলেন,৩মসজিদে আগুন লাগানোর মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা কোথাও দেখা যায় না।

সেদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মসজিদে আগুন দিয়েছে আগামীকাল আপনার মসজিদে আগুন দিবে না এর কি নিশ্চয়তা আছে? তবে এর জন্য আমরা কি প্রস্তুতি গ্রহণ করছি?
মসজিদে অগ্নিসংযোগের ঘটনা থেকে আমরা কি শিক্ষা নিচ্ছি? মসজিদে অগ্নিসংযোগের ঘটনা কি ইঙ্গিত বহন করে এ দেশে মুসলিমরা খুব নিরাপদে আছে? যেখানে মুসলিমদের পবিত্র ধর্মীয় ইবাদত খানার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত। তাই সর্তক হোন সচেতন হোন। আগামী দিনের সঠিক কর্মপন্থা ঠিক করুন।

--

সিরিয়ায় মুসলিমদেরকে বোমা মেরে গণহারে হত্যা করছে রাশিয়ার কুফ্ফার সন্ত্রাসী বাহিনী। রাশিয়ান বোমারু বিমানগুলো ইদলিব, দক্ষিণ আলেপ্পো ও উত্তর হামার এলাকাগুলোতে সাধারণ মুসলিমদের বাড়িঘর, হাট-বাজার, হাসপাতাল ও স্কুলসমূহ লক্ষ্য করে অনবরত বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
বর্বর রাশিয়া ও আসাদ বাহিনী গত এক সপ্তাহেই এতো পরিমাণ শিশু হত্যা করেছে যে, তা গোটা ২০১৮ সালে তাদের হাতে নিহত হওয়া শিশুর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে।

তুরস্কভিত্তিক আনাদুলু সংবাদ সংস্থার সহায়ক সংবাদ মাধ্যম "সওতুল মায়ারিক" এর বরাতে জানা যায় যে, শুধু গত ২৪ই জুলাই সিরিয়ার "আর-রিহান" এলাকাতেই ২৫ বার বিমান হামলা চালিয়েছে রাশিয়ান বোমারু বিমানগুলো। যার ফলে শুধু এই এলাকাটিতেই হতাহত হয় ১৫০০ মুসলিম নারী ও শিশু, যাদের মাঝে অধিকাংশই হচ্ছে শিশু। এভাবেই আরো ৭টি এলাকাতেও বিমান হামলা চালায় রাশিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনী। আর কথিত সভ্য দুনিয়া এই কুফ্ফার ও জালিমদের বর্বরতা নীরবে প্রত্যক্ষ করে চলেছে।

--

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ গত ১৮-২৫ই জুলাই পর্যন্ত পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার মাঝে একটি ইস্তেশহাদী হামলাও রয়েছে। মুজাহিদগণ তাদের উক্ত সফল অভিযানগুলো পরিচালনা করেন বাজুর ইজেন্সী সীমান্তবর্তী কয়েকটি এলাকায়।

মুজাহিদদের পরিচালিত ইস্তেশহাদী অভিযানটি ব্যতিত অন্য অভিযানগুলোতে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৯ সেনা নিহত ও ২ সেনা আহত হয়। অন্যদিকে মুজাহিদদের সফল ইস্তেশহাদী হামলায় ২ নাপাক কমান্ডারসহ আরো ২১ মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

--

আল-কায়দার অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ (অছঅচ) এর মুজাহিদগণ গত মঙ্গলবার ইয়েমেনের বায়দা প্রদেশের "মাসুরাহ" এলাকায় আরব মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর বেশ কিছু সেনা হতাহত হয়। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর তাবুটি পুড়ে যাওয়া সহ একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায় উক্ত হামলায়।

--

চাইলে দশদিনে আফগান যুদ্ধে বিজয় হতে সক্ষম ট্রাম্প প্রশাসন, ট্রাম্পের এমন বার্তার পরপরেই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ঈওঅ ও মার্কিন উচ্চপদস্থ অফিসারদের উপর বেশ কিছু অভিযান চালিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য উপঢৌকন হিসাবে কফিন পাঠাচ্ছেন আফগান তালেবান!

আজ ২৫ই জুলাই আফগানিস্তানের স্থানীয় সময় সকাল ৯:০০ বাজে ন্যাটো ক্রুসেডারদের উচ্চপর্যায়ের অফিসার সমন্বিত একটি কনভয় রাজধানী কাবুলের স্পেচারী এরিয়া অতিক্রমকালে তালেবান মুজাহিদদের শহিদী হামলার শিকার হয়।

ইমারতে ইসলামিয়াহ এর বীর মুজাহিদ মুহাম্মাদ কাবুলী রহি. একটি গাড়িবোমার সাহায্যে উক্ত শহিদী হামলা পরিচালনা করেছেন বলে জানিয়েছেন তালেবান মুখপাত্র। যাতে ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর দুটি ল্যান্ড ক্রুজার ঝটঠং ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতেই উক্ত সফল ও বরকতময়ী শহিদী হামলায় মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর উচ্চপর্যায়ের ০৯ ক্রুসেডার অফিসার নিহত হওয়া নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, একই অঞ্চলের মিল্লি বাস ইন্টারসেকশনে সংঘটিত বোমা হামলার সাথে মুজাহিদীনদের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই বলেও জানিয়েছেন ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ।

--

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ২৪ই জুলাই রাজধানী মোগাদিশু সদর দপ্তর লক্ষ্য করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার ফলে জাতিসংঘ ও ক্রুসেডার আমেরিকার বিশেষ দূত "জেমস আসওয়ান" সহ ১৯ এরও অধিক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হতাহত হয়।

হারাকাতুশ শাবাব ও সোমালিয়ান ভিত্তিক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায় যে, ঐদিন সরকারি সদর দপ্তরে জাতিসংঘ ও ক্রুসেডার আমেরিকার বিশেষ দূত "জেমস আসওয়ান" এর সাথে জরুরি এক বৈঠকে উপস্থিত হয় দেশটির উচ্চপদস্থ মন্ত্রী, প্রশাসন ও সরকারি সিনিয়র কর্মকর্তারা। আর এমন একটি উত্তম সময়কেই হামলার জন্য বেচেঁ নিয়েছিল হারাকাতুশ শাবাব যুদ্ধারা।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ বৈঠক শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সদর দপ্তর লক্ষ্য করে সফলভাবে হামলা চালানো শুরু করেন।

আলহামদুলিল্লাহ, দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর তথ্যমতে মুজাহিদদের উক্ত হামলায় ৯ এরও অধিক সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিহত হয়। যাদের মাঝে রাজধানী মোগাদিশুর মেয়রও রয়েছে।

নিহতরা হলঃ

১- রাজধানী মোগাদিশুর মেয়র আব্দুর রহমান ইউরিসু।
২- সাবাহ আবদুল্লাহ আসাদ: রাজধানীর মোগাদিশুতে "আব্দুল আজিজ" শহরের মন্ত্রি ।
৩ - মাহদী আলমী: রাজধানীর মুপাদিশুর ওয়াবারী অঞ্চলের মন্ত্রি।
৪ - জহরা মার্কেজি: রাজধানী মুগাদিশুর "শেনগনি" অঞ্চলের মন্ত্রি।
৫ - আবদেল ফাত্তাহ ওমর হেলনি: রাজধানী মোগাদিশু পরিচ্ছন্নতা বিভাগের পরিচালক।
৬ - আব্দুল্লাহ ডিরিঃ সরকারি শ্রমিক সমিতির পরিচালক।
৭ - আইনজীবী হাসান মোহাম্মদ সাবরিঃ মোগাদিশুর মেয়র উপদেষ্টা।
৮ - প্রকৌশলী শুরীঃ রাজধানীতে পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান।

এছাড়াও মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে আহত হয় আরো ১০ এরও অধিক সরকারি কর্মকর্তা এবং জাতিসংঘ ও ক্রুসেডার আমেরিকার বিশেষ দূত "জেমস আসওয়ান"।
হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদ এই হমলায় হাতাহতদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে বলেও মন্তব্য করছেন সাংবাদিকরা।

২৫ শে জুলাই,২০১৯

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন "ঔঘওগ" এর মুজাহিদগণ গত ২৩শে জুলাই মালির পূর্বাঞ্চলীয় "গাউ" শহরে ক্রুসেডার ফরাসি (ফ্রান্স) সৈন্যদের একটি ঘাঁটিকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, ঔঘওগ এর জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ৩ এরও অধিক ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

--

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন "ঔঘওগ" এর মুজাহিদগণ গত ২৩শে জুলাই মালির পূর্বাঞ্চলীয় "গাউ" শহরে ক্রুসেডার ফরাসি (ফ্রান্স) সৈন্যদের একটি ঘাঁটিকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, ঔঘওগ এর জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ৩ এরও অধিক ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

--

"আমেরিকা সব দেখছে বা শুনছে, কারণ তাদের আছে শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা ঈওঅ!" এমন কথা শোনা যায় লোকমুখে! তবে, এ তথ্যকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়েই এবার সেই গোয়েন্দা সংস্থার কর্মীদের উপর আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে ইস্তেশহাদী হামলা চালালেন তালেবান মুজাহিদিন।

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে গত ২৪শে জুলাই সকাল ৮:৩০ টার সময় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ঈওঅ এর অফিসারদের ১৫ তম ব্যাটালিয়নকে টার্গেট করে একটি শক্তিশালী গাড়ি বোমা হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার একজন আল্লাহ্ ভীরু জানবায তালেবান মুজাহিদ। শহিদ মোল্লা আহমদ গজনভী নামক একজন তালেবান মুজাহিদ ঐ ইস্তেশহাদী হামলাটি চালিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ্, শহিদ মোল্লা আহমদ গজনভী রহিমাহুল্লাহ এর উক্ত সফল ও বরকতময়ী ইস্তেশহাদী হামলার ফলে ক্রুসেডার আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এর ২টি ল্যান্ড ক্রুজার গাড়ি ধ্বংস হয় এবং বিপুল সংখ্যক আমেরিকান গোয়েন্দা কর্মকর্তা হতাহত হয়।

অপারেশন শেষে মার্কিনীদের পাঁ চাটা আফগান মুরতাদ বাহিনী ঐ এলাকার সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয় এবং এলাকাটি ঘিরে রাখে। এলাকাটি পরিদর্শনের জন্য কোন সাংবাদিককেও সেখানে যেতে দেওয়া হয়নি। যার ফলে বাহির হতে হতাহতের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা জানা যায়নি। এসময়ের মধ্যে খুব সতর্কতার সাথেই কুফফার বাহিনী তাদের হতাহত সদস্যদের দেহগুলো স্থানান্তর করে ফেলে।

--

দখলদার ইসরাইলের এক সন্ত্রাসী ইহুদী পুলিশের গুলিতে ফিলিস্তিনী এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ফিলিস্তিনে অবস্থিত "আল-খিজরা" নামক ইহুদি উপনিবেশে ।
আরবানি ওয়েবসাইটের ভাষ্যমতে , দখলদার সন্ত্রাসী ইয়াহুদী সৈন্য ২১ বছর বয়সী ফিলিস্তিনীকে গুলি করে আহত করে। আহত হওয়া ফিলিস্তিনীর পরিচয় এখনো জানা যায় নি।
দখলদার সন্ত্রাসী পুলিশ আহত মুসলিম যুবককে এক চেক পয়েন্টে থামিয়ে তল্লাশির নামে হয়রানি করতে চায় বিধায় মুসলিম যুবক সন্ত্রাসী সৈন্যদের উপর ছুরিকাঘাত করার চেষ্টা করে। ঐসময় তাকে গুলি করে সন্ত্রাসী ইয়াহুদী সেনা, ফলে গুরুতর আহত হয় মুসলিম যুবক।

--

গাইবান্ধা জেলা প্রশাসনের হিসাবে, উজানের ঢল আর বৃষ্টিতে গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি ও সাঘাটা উপজেলার ৫১টি ইউনিয়নের চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। অন্তত ৪২৪টি গ্রাম পানির নিচে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ছয় লাখ মানুষ। ১৫ দিন ধরে ফসলি জমিতে পানি। এবারে বন্যার কারণে অন্তত ১৪ হাজার হেক্টর আবাদি জমি পানির নিচে তলিয়ে গেছে। এর মধ্যে রোপা-আউশ ধানের তিন হাজার, পাটের সাড়ে ছয় হাজার, সবজি পৌনে দুই হাজার ও পৌনে তিন হাজার হেক্টর আমনের বীজতলা ডুবেছে। এতে জেলার কৃষকদের অন্তত ৩০০ কোটি টাকার ওপরে ক্ষতি হয়েছে।
গাইবান্ধা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ঘাঘট নদ। প্রায় সাত কিলোমিটার পূর্বে তিস্তা নদী। তিস্তার পূর্ব পাশ

দিয়ে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র। গাইবান্ধার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঘাঘট কিংবা তিস্তার বাঁধ না ভাঙলে গাইবান্ধা সদর, ফুলছড়িতে (বেশির ভাগ ইউনয়ন) বন্যা হওয়ার কথা নয়। স্থানীয় ব্যক্তিদের দাবি, গত ১০০ বছরের গাইবান্ধায় এত বড় বন্যা হয়নি।
কিন্তু এবার গাইবান্ধায় বাঁধ ভেঙে কৃষিনির্ভর এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এসব এলাকায় পানি নামতে বা শুকাতে কয়েক মাস লাগবে। এই বন্যা কৃষিতে বড় রকমের সংকট সৃষ্টি করবে।
কৃষিজমি, ঘরবাড়ি সব পানির নিচে। কারও বাড়িতে একবুক পানি। কারও আঙিনা দিয়ে এখনো স্রোত বইছে। কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবনেই হাঁটুপানি। কেতকিহাটের চারপাশের গ্রাম এখনো পানির মধ্যে। একই ইউনিয়নের বালাসীঘাট এলাকার বসতবাড়িগুলোতেও পানি। মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সড়কের ওপর।
ফুলছড়ির উদাখালী ইউনিয়নের ইনছার আলী বলেন, হঠাৎ বন্যায় সব ভেসে গেছে। বন্যাটা এমন ছিল যে জীবন বাঁচানোটাই দায় হয়ে পড়েছিল। ধান-চাল সব ঘরের মধ্যে, ঘরে বুকসমান পানি। সব পচে শেষ। পানি পুরোপুরি নামতে কয়েক মাস লাগতে পারে বলে ধারণা করছেন তিনি।

মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করছিলেন প্রান্তিক কৃষক আয়নাল হক। তিনি বলেন,‍বিছনের (বীজ) কাচলাগুলো সব নষ্ট হয়্যা গেল বাহে। বন্যা পানিত খ্যায়া গেছে। ওয়া (আমন) গাড়মু (রোপণ করা) ক্যাংকা করিয়া। আমন ধান এবার আর গাড়বার পারি না। ট্যাকা-পয়সাও নাই যে বিছন কিনিয়া আনিয়া ওয়া গাড়মু।

ফুলছড়ির উড়িয়া ইউনিয়নের রতনপুরের অধিকাংশ মানুষ আশ্রয় নিয়েছে ওয়াপদা বাঁধে। রতনপুর চরের কৃষক ফেরদৌস আলী বলেন, বন্যার পানিতে তাঁর পাট ও ভুট্টার খেত ডুবে গেছে। এখন পানি কমলেও ফসল সব পচে গেছে। তাঁরা সরকারি সহায়তা কামনা করেন।

অথচ কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছে, এই মুহূর্তে বন্যায় তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। গত সোমবার সচিবালয়ে চাল রপ্তানিকারকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সে এ কথা বলেছে।(ইনসাফ টোয়েন্টিফোর ডটকম)

অথচ প্রথম আলোর প্রতিবেদনে জানা যায়, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অতিবর্ষণে যমুনা নদীর পানি এখন বিপৎসীমার ১০০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। যমুনার ঢলে তলিয়ে গেছে অন্তত ১০ হাজার হেক্টর জমির পাটসহ আবাদি ফসল।

উপজেলার ভান্ডারবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতিকুল করিম বলেছে, প্রতিদিনই যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে চরাঞ্চলে খেতের ফসল তলিয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি অবনতি ঘটেছে সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার নদীতীরবর্তী নিম্নাঞ্চল এবং দুর্গম চরে। দুর্ভোগে পড়েছে চর এলাকার হাজার হাজার মানুষ। পানিতে তলিয়ে গেছে বসতবাড়ি। তলিয়ে গেছে পাট, ধানসহ বহু ফসল।

বগুড়া জেলা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সূত্রে জানা গেছে, আজ পর্যন্ত জেলার সোনাতলা, সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের ৯৯ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এতে দুর্গত এলাকার ১৭ হাজার ৫০০ পরিবারের ৬৮

হাজার ৫০০ মানুষ দুর্ভোগে পড়েছে। বন্যায় প্রায় ৪০০ বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পানি যত বাড়ছে, পানিবন্দী মানুষের দুর্ভোগ তত বাড়ছে। তলিয়ে গেছে পাট, ধানসহ বহু ফসল।

আগামী দুই-এক দিনের মধ্যে দেশের ২০ জেলায় বন্যা ছড়িয়ে পড়তে পারে। দেশের চারটি নদী অববাহিকায় একযোগে পানি বাড়তে পারে। এতে আগামী এক সপ্তাহ টানা বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।
রোববার দেশের ১৬টি জেলায় বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে। বেশির ভাগ নদ-নদীর পানি বেড়েছে। দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর ৯৩টি পয়েন্টের মধ্যে ৭৩টি পয়েন্টে পানি বাড়ছে, এর মধ্যে ২৫টি পয়েন্টে পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে। এসব নদীর পানি প্রতিদিন তিন থেকে চার ইঞ্চি বাড়ছে। মানুষের বসবাসের ঘরের ভেতর বুকপানি। পানিতে থইথই করছে উঠান, বারান্দা। আঙিনায় বইছে স্রোত। পানিতে ভিজে গেছে চাল-ডাল, বিছানা-বালিশ।
এমনিভাবে, হাটবাড়িচরের চারদিকে যমুনা নদী। অনেকটা দ্বীপের মতো এই চর। পূর্বে জামালপুর জেলা। উত্তরে গাইবান্ধা। বগুড়া জেলা শহর থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দুরে যমুনা নদীবেষ্টিত এই চরে বসবাস প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষের। ৪০০ পরিবারের বেশির ভাগ মানুষের জীবিকা চলে যমুনায় মাছ ধরে। অন্তত দুই বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই চরের অধিকাংশ বসতঘর এখন যমুনার পানিতে তলিয়ে গেছে বুকসমান পানির নিচে। মানুষ আশ্রয় নিয়েছে নৌকায়, টিনের চাল আর বাঁশের উঁচু মাচায়। চরের কোথাও শুকনো জায়গা নেই। নারীরা ছোট ছোট শিশুকে নিয়ে নৌকায়, মাচায় আশ্রয় নিয়েছেন। বাড়িতে রান্না করার মতো অবস্থা নেই, ভাত রান্না করার অভাবে খাওয়া হচ্ছে না। খাওয়ার পানিও নেই।
তলিয়ে গেছে নলকূপ। নদীর পানি খেয়ে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে বানভাসিরা।(প্রথম আলো)

গাইবান্ধায় বাগুড়িয়া বাঁধ ভেঙে ৫০ হাজার মানুষ পানিবন্দি, ডুবে গেছে ৩০০ হেক্টর জমির ফসল। বন্যার প্রভাবে কুড়িগামে ২ লাখ মানুষ পানিবন্দি, কুড়িগ্রামের উলিপুরে ৫০ হাজার মানুষ পানিবন্দি আর ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাঁধ হুমকির মুখে পড়েছে। চিলমারীতে ব্রহ্মপুত্রের পানি বৃদ্ধির কারণে ৬০ হাজার মানুষ পানিবন্দি, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে ২০টি গ্রাম প্লাবিত, ভাঙন ধরেছে ধলাই প্রতিরক্ষা বাঁধে। টানা বর্ষণে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে পানিবন্দি হাজারো মানুষ। (ইত্তেফাক)
বর্তমানে বন্যায় বিভিন্ন জেলায় জনগণ তাঁদের সহায় সম্ভল হারিয়ে পানি বন্দী ত্রাণহীর মানবেতর জীবন যাপন করছে। কৃষকরা তাঁদের কষ্টের সম্ভল আবাদী ফসল হারিয়ে পেরেশান। এ অবস্থায় মন্ত্রীর এমন মন্তব্য যেন, কৃষকদের কাঁটা গায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মত হয়েছে।

মানবতা! একটি গুণ, একটি অনুভূতি, বর্তমানে যা মানবসভ্যতা থেকে বিলুপ্ত প্রায়, আছে কেবল একটি শব্দরূপে! তবে, আজ শব্দটির রূপ পাল্টেছে, পাল্টে গেছে এর ব্যবহার। মানবসভ্যতার উপর হামলাকারীরা

পেয়েছে মানবতাবাদীর খেতাব, আর নিজ ধর্ম ও ভূমি রক্ষার প্রচেষ্টাকারী জাতি আখ্যায়িত হয়েছে জঙ্গীবাদী, সন্ত্রাসবাদীসহ আরো অনেক উপাধীতে!

এখন সিরিয়ার কথা বলি। কী বলবো? আজ যে তা এক বিরানভূমিতে পরিণত হতে চলেছে! সেখানে আছে একটি রক্তাক্ত ভূখণ্ড, যা তার অধিবাসীদের রক্তমেখে রঙ্গিন হয়েছে। সেখানে আছে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন বাজারের চিহ্ন, আছে বিধ্বস্ত কিছু বাড়িঘর যার ভেতর থেকে আসা চাপা কান্নার আওয়াজ চারদিক ভারী করে তুলেছে!

সেখানে হয়তো পর্দাবৃত কোন মা-বোন ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে খাবার খুঁজছে রাস্তার পাশের কোন নর্দমায়। আবার, হতে পারে স্বজন হারিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়া কোন মানবকে আপনি খুঁজে পাবেন সিরিয়ার কোন রাস্তায়, কোন হাসপাতালের বারান্দায়! কিন্তু, হাসপাতালগুলোও তো রেহাই পায়না, রেহাই নেই মুসলিম নামক জাতির সেবাকারী কোন মানবেরই! তবুও, আপনাকে মেনে নিতে হবে যে, এগুলোই হলো মানবতা! এসকল কর্ম সম্পাদনকারী গোষ্ঠীরাই হলো মানবতাবাদী! আর, যারা এটা মানবে না বা মানছে না, তারাই হলো সন্ত্রাসী, জঙ্গীবাদী,উগ্রবাদী ইত্যাদি।

এই নীতির উপর ভিত্তি করেই কথিত মানবতাবাদীরা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের মানবতার সন্ত্রাসী কার্যক্রম।

তাদের এরূপ মানবতার বলি হচ্ছে সারাবিশ্বের অসংখ্য মানব। আর, সিরিয়া হচ্ছে সেরকমই একটি ধ্বংসস্তুপের নাম, সেখানে এখন এরূপ মানবতাবাদী সন্ত্রাসীদের মিলনমেলা! সবাই একজোট হয়ে নিরীহ শত্রু মুসলিমদের উপর হামলা করছে!

সিরিয়ার এরকম মানবতাবাদী সন্ত্রাসীরা কেবল গত ২২শে জুলাইয়ে কমপক্ষে ৫৭ মানবকে হত্যা করেছে বলে জানায় *সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস* নামক একটি সংস্থা।[১] নিহতদের মধ্যে ১৩ শিশু এবং ৭জন নারীও রয়েছে। এদের মধ্যে সিরিয়ার ইদলিবের মাআরাত আল-নুমান শহরের এক ব্যস্ততম জনপ্রিয় মার্কেটে বিমান হামলা চালিয়ে ২৫ এর অধিক মুসলিমকে হত্যা করেছে রাশিয়া, ঐ ঘটনায় আহত হয়েছে ৪০জনের বেশি। এভাবে, ২২শে জুলাইয়ে রাশিয়ার হাতে নিহত হওয়া মুসলিমের সংখ্যা ৩২জন বলে জানায় *সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস* নামক সংস্থাটি। একইদিনে, সিরিয়ার আসাদ সরকারী বাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছে ১৫জন এবং অন্যান্য কয়েকটি দলের হামলায় নিহত হয়েছে আরো ১০জন সাধারণ মুসলিম। এটা কিন্তু কেবলই একদিনের খবর। এভাবে প্রতিদিনই চলছে হামলা, হত্যাকাণ্ড, গণহত্যা।

সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটস নামক সংস্থাটির তথ্যমতে, ২০১৯সালের ২৬শে এপ্রিল থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত রাশিয়া, সিরিয়ান সরকারী বাহিনী এবং তাদের মিত্রদের হাতে নিহত হওয়া মুসলিমের সংখ্যা ৭৪৭জন, যাদের মাঝে রয়েছে ১৯২ শিশু ও ১৩১জন নারী! এসময়ের মধ্যে, মুসলিমদের উপর চালানো হয়েছে ৩২টি গণহত্যা এবং ৩১৬টি হামলা।[২]

বলতে বলতে সিরিয়ার কথা অনেক বলা হয়ে গেল!(?) তবে, আপনারা বিরক্ত না হলে মনে চাচ্ছে আরেকটি কথা বলি! তবে ভাবছি, কথাটি কি সহ্য করতে পারবেন? যাইহোক, বলেই ফেলি!

সিরিয়ার ইদলিব অঞ্চল এখন ইসলামের দুশমনদের আঘাতে বিধ্বস্ত, পূর্বের কথাগুলো থেকে তো বুঝতেই পারছেন সেখানে রাশিয়ান বিমানগুলো মুসলিমদের উপর বোমা ফেলছে! কিন্তু, দুঃখের বিষয় হলো- মুসলিমদের একটি বড় অংশ যাকে উম্মাহর এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা মনে করে, সেই এরদোগানের দেশ তুরস্কে আশ্রয় নেওয়া সিরিয়ান শরণার্থীদের এক বিশাল অংশকে সিরিয়ার ইদলিবে জোরপূর্বক স্থানান্তরিত করছে কর্তৃপক্ষ। সংবাদসংস্থা *মিডল ইস্ট আই* এর তথ্যমতে, গত এক সপ্তাহে তুরস্ক মোটামুটি ১ হাজার সিরিয়ান শরণার্থীকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইদলিবে পাঠিয়ে দিয়েছে! [৩]

জীবন বাঁচানোর তাগিদে তুরস্কে আশ্রয় নেওয়া এসকল শরণার্থী মুসলিমকে কেবলই অবৈধভাবে (!?) তুরস্কে প্রবেশ করা কিংবা রেজিস্টার্ড হলেও কেবলই সাথে শরণার্থী কাগজপত্র না থাকার অপরাধে (!) পুনরায় জোরপূর্বক সিরিয়ার যুদ্ধাঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়েছে এরদোগান সরকারের কর্তৃপক্ষ। বার্তা সংস্থা *মিডল ইস্ট আই* জানিয়েছে, এ সময়ের মধ্যে দেশটির ইস্তাম্বুল থেকে আরো অন্তত ৫০০০ শরণার্থী সিরিয়ান মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে তুরস্ক কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানানো ব্যক্তিদের মধ্যে ৮৭% মানুষই তুরস্কের এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানাননি। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে এমন কোনো অজুহাতেই শরণার্থীদের জোরপূর্বক স্থানান্তরের বিষয়টি মেনে নেওয়া যায়না। অবশ্য, এরদোগানের পক্ষ থেকে এর আগেই সিরিয়া ইস্যুতে যেরূপ নীতি প্রকাশ পেয়েছে, তাতে আশা করা যায় না। গত বছর রাশিয়ার সাথে সুচি চুক্তির ব্যাপারে এরদোগানের প্রশংসা বাক্যের কথা মনে আছে নিশ্চয়?

ইয়া আল্লাহ! ইয়া মাওলা! এই উম্মাহর দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দিন, হারানো সেই গৌরব ফিরিয়ে দিন, আমীন ইয়া রাব্বি।

তথ্যসূত্র:

[১] https://bit.ly/32PbiN6

[২] https://bit.ly/32PaqIk

[৩] https://bit.ly/32H09xP

লেখক: খালিদ মুন্তাসির, *সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ*।

আজ ২৪শে জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে ফারাহ প্রদেশের সদর মাকাম ফারাহ শহরে শত্রুদের সামরিক চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, আজ বুধবার দিবাগত রাত স্থানীয় সময় আনুমানিক ১১টা বাজে, সুলতান মিরাগা এলাকায় অবস্থিত শত্রুদের একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন লড়াকু তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে, চেকপোস্ট বিজয়, ৯ সন্ত্রাসী সেনা নিহত ও ১ সেনা আহত হয়।

এছাড়াও, মুজাহিদগণ ৩টি ক্লাশিনকভ ও ২টি বন্দুকসহ বিভিন্ন প্রকার সামরিক সরঞ্জাম গণিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

বিপরীতে, দুশমনদের গুলিতে ১জন জানবাজ মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন।

এদিকে, বাগ এলাকায় গোয়েন্দা কর্মকর্তা আহমাদ বিন হাজি মুহাম্মদ ইসাকে গাড়ী ও পিস্তলসহ গ্রেফতার করে শরয়ী আদালতের কাছে হস্তানতর করেছেন তালেবান যোদ্ধারা।

--

২৪শে জুলাই, ২০১৯

আজ ২৪শে জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে কান্দাহার প্রদেশের সদর মাকাম কান্দাহার শহরসহ মারুফ ও শাওলিকোট জেলায় দুশমনদের উপর হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, আজ বুধবার দিবাগত রাত স্থানীয় সময় আনুমানিক ১১টা বাজে, শাওলিকোট জেলার আরদুবালাগ এলাকায় শত্রুদের একটি চেকপোস্টে লেজারগান হামলা চালিয়েছেন আল্লাহ্ভীরু সাহসী তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে, চেকপোস্টটি বিজয় হয়েছে; এবং ৭ আফগান সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়েছে।

এসময় মুজাহিদগণ, ২টি ভারী মেশিনগান, ২টি রকেট লাঞ্চার ও ২টি বন্দুকসহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম গণিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

এদিকে, প্রাদেশিক রাজধানী কান্দাহার শহর থেকে খবর পাওয়া যায়, বুধবার সকাল বেলা স্থানীয় সময় আনুমানিক ৮টা বাজে, বীর তালেবান মুজাহিদদের একটি হামলায় উর্ধতন অফিসার (দাদাল্লাহ) নিহত হয়।

অন্যদিকে, মারুফ জেলা থেকে খবর আসে, বুধবার সকাল ৮টার সময় সালসুন এলাকায় তালেবান মুজাহিদদের বোমা বিস্ফোরণ হামলায় ২ সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি বলেছে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক ও জঙ্গিবাদমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে। চাহিদা সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মাদ্রাসায়ও বাদ্যযন্ত্রসহ সাংস্কৃতিক উপকরণ বিতরণ করা হবে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে গোপালগঞ্জ জেলার মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সে এসব কথা বলেছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
কে এম খালিদ এমপি বলেছে, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক চর্চা বিস্তৃত করার মাধ্যমে সারাদেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সৃষ্টি করা হবে। এর মাধ্যমে সারাদেশে স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ড ও অপতৎপরতা হ্রাস পাবে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের এ ব্যতিক্রমী উদ্যোগের জন্য শিল্পকলা একাডেমি ধন্যবাদ ও সাধুবাদ প্রাপ্য। এ ধরনের উদ্যোগে দারুন অনুপ্রাণিত বোধ করছি। আমার নির্বাচনি এলাকাসহ সারাদেশে এ কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি মাদ্রাসার প্রত্যেকটিকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দেয়।
সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

--

গত ১৫ জুলাই হতে ২০ জুলাই পর্যন্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪টি সফল অভিযান চালিয়েছেন হিজবুল আহরার এর জানবায মুজাহিদগণ।

হিজবুল আহরার এর প্রচারিত সংবাদ মতে জানা যায় যে, গত কয়েকদিনে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে মুজাহিদদের পরিচালিত ৪টি সফল হামলায় ৯ এরও অধিক পাকিস্তানী মুরতাদ সেনা নিহত হয় এবং আহত হয় আরো ৭ এরও অধিক মুরতাদ সেনা কর্মকর্তা।

--

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গতকাল ২৩শে জুলাই কুফ্ফার ইথিউপিয়ান ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর উপর বেশ কিছু সফল অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়দা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদীন।

সোমালিয়ার জিযু প্রদেশে কুফ্ফার ইথিউপিয়ার সন্ত্রাসী বাহিনী ও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের মাঝে তীব্র এক লড়াই সংঘটিত হয়। হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের উক্ত লড়াইয়ে কমপক্ষে ১০ ইথিউপিয়ান কুফ্ফার সেনা হতাহত হয়।

অন্যদিকে দেশটির হাইরান প্রদেশে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলার শিকার হয় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর সেনা সদস্যরা। যার ফলে ৩ সেনা নিহত ও আহত হয়।

এসময় মুজাহিদগণ ১টি মোটরসাইকেল ও ১টি ক্লাশিনকোভসহ বেশ কিছু অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

--

আল-কায়দার পূর্ব আফ্রিকান শক্তিশালী শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন গত ২২শে জুলাই সোমালিয়ার রাজধানীতে একটি সফল ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, ঐ দিন রাজধানী মোগাদিশুতে হারাকাতুশ শাবাবের একজন জানবায ফিদায়ী মুজাহিদের সফল ইস্তেশহাদী হামলায় ৩ উচ্চপদস্থ কমান্ডারসহ কমপক্ষে ১৫ সেনা নিহত হয় এবং আহত হয় আরো ২০ এরও অধিক মুরতাদ সেনা।

--

ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গত রবিবার সকাল বেলায় আফগানিস্তানের ফারাহ প্রদেশের প্রাদেশিক জেলা শহরে আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যেই অভিযানটি প্রায় ১৪ ঘন্টা যাবত স্থায়ী হয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ, তালেবান মুজাহিদগণ মুহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়ায় দীর্ঘ ১৪ ঘন্টার উক্ত লড়াইয়ে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১৩টি ট্যাংক ও সামরিকযান ধ্বংস করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডারসহ ৩০ সেনাকেও হত্যা করেন তালেবান মুজাহিদগণ।

মুজাহিদগণ গনিমত হিসাবে লাভ করেন ১টি ট্যাংক, ১টি বোমা নিষ্কাশন করার গাড়ি, বোমা ভর্তি ১টি ক্যান্টিনারসহ অনেক মেশিনগান ও ক্লাশিনকোভ।

--

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত রবিবার আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশের "কারাহবাগ" জেলায় ক্রুসেডার মার্কিনীদের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী "ব্ল্যাক ওয়াটার" বাহিনীর সাথে তীব্র যুদ্ধ হয় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের।

আলহামদুলিল্লাহ্, ইমারতে ইসলামিয়ার সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায় যে, তালেবান মুজাহিদদের উক্ত অভিযানে ক্রুসেডার আমেরিকার ভাড়াটিয়া ব্ল্যাক ওয়াটার বাহিনীর ৩ সদস্য নিহত ও আরো ২ সদস্য আহত হয়।

ঢাবি শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ডাকসুর এজিএস সাদ্দাম হোসেন ২০১১-১২ সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হয়। প্রথম বর্ষ পার হতে সে তিন বছর সময় নেয়। ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালের প্রথম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য হয়। পরে চতুর্থবারের প্রচেষ্টায় ২০১৫ সালে সে প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সেটাও নকল করে পাস করেছে।
এরপর ২০১৬ সালের দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা পাস করতে পারেনি সাদ্দাম হোসেন। পরে ২০১৭ সালের ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২০১৮ সালে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করে। সেই তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা চলতি বছরের ১৪ জানুয়ারি শুরু হয়। সেই পরীক্ষায়ও অকৃতকার্য হয়েছে সাদ্দাম। সর্বোপরি এই ছাত্রনেতা গত সাত বছরে পাঁচবার ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করে।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো-তৃতীয় বর্ষে ফেল করেও তাকে চতুর্থ বর্ষে পড়ালেখার সুযোগ দিয়েছে ঢাবি কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী, সাধারণত কোনো শিক্ষার্থী সেমিস্টার বা বার্ষিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে ফলাফলের খাতায় নাম আসে না। তবে যারা একটি বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হন তাদের নাম ফলাফলের তালিকায় থাকে। এবং তারা পরবর্তী সেমিস্টার বা বর্ষে ভর্তি হতে পারে। তবে ফলাফলের তালিকায় যাদের নাম আসে না তাদের আগের সেমিস্টার বা বর্ষে পুনরায় পড়াশোনা করে উত্তীর্ণ হতে হয়।

এদিকে সাদ্দাম কয়েকটি বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হওয়ায় ফলাফলের খাতায় তাঁর নাম না এলেও সে পরবর্তী বর্ষে পদোন্নতি পেয়েছে। কয়েকটি বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী বর্ষে পদোন্নতি পাওয়ার নজির নেই আইন বিভাগে। কিন্তু কোনো নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে শুধু ছাত্রলীগের নেতা হওয়ার কারণে সাদ্দামকে অন্যায়ভাবে চতুর্থ বর্ষে পড়ার সুযোগ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এরপর শুধু এখানেই শেষ হয়, ছাত্রলীগের এই নেতাকে সুবিধা দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো আইনও পরিবর্তন করেছে ঢাবি কর্তৃপক্ষ।

আইন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, পদোন্নতি পাওয়ার পর চতুর্থ বর্ষের প্রথম পর্বের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে । এর মধ্যে দুটি পরীক্ষা শেষও হয়েছে। এই পরীক্ষায় অংশ নেওয়া জন্য তাঁর ক্লাসে উপস্থিতি রয়েছে ২০ দশমিক ৪৭ শতাংশ। যদিও কারো ২০ শতাংশ উপস্থিতি থাকার শর্তে এর আগে কাউকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। তাই এবার নিয়ম করা হয়েছে, যাদের ২০ শতাংশের বেশি উপস্থিতি আছে তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এর কম উপস্থিতি আছে এমন অনেকের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, একমাত্র সাদ্দামের জন্যই নিয়ম পরিবর্তন করা হয়। রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে একের পর এক সুবিধা নিচ্ছে।

এদিকে চতুর্থ বর্ষের পাবলিক ইন্টারন্যাশনাল ল (৪০৪) কোর্সেও ১৮টি ক্লাসের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি দেখানো হয়েছে ১২টি। যদিও চতুর্থ বর্ষের একাধিক শিক্ষার্থী জানান, সাদ্দাম কোনো কোর্সেই নিয়মিত ক্লাস করে না। তাঁকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্যই তাঁর উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের এমন কর্মকাণ্ডে প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করছে আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, ঢাবি কর্তৃপক্ষ এখন ফেল করা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের জন্য বিশেষ কোটা সৃষ্টি করেছে। ছাত্রলীগ নেতাদের এখন আর পড়ালেখা করতে হবে না। দলীয় কোটাতেই তারা পার পেয়ে যাবে।
গত দুই বছর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম বলেছিল, বিসিএসে ছাত্রলীগকে পরীক্ষায় পাস করার দরকার নেই। শরীরের ক্ষত চিহ্নই তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা শুধু পরীক্ষায় অংশ নিলেই চলবে। আর এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. নাইমা হক বলেছে, তৃতীয় বর্ষে ফেল করা ছাত্রলীগ সেক্রেটারিকে মানবিক বিবেচনায় চতুর্থ বর্ষে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাহলে এখন থেকে ছাত্রলীগ নেতাদেরকে আর পড়ালেখা করতে হবে না। ফেল করলেও মানবিক বিবেচনা নামের বিশেষ কোটায় তাদেরকে পরের বর্ষে পড়ার সুযোগ দেয়া হবে।
সূত্র: এনালাইসিস বিডি

---

২৩ শে জুলাই,২০১৯

গতকাল দখলদার ইয়াহুদী সন্ত্রাসী বাহিনী ফিলিস্তিনের আল-ইসেভিত নামক একটি স্থানে ফিলিস্তিনি অধিবাসীদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। হামলায় আহতদেরকে হাসপাতালে নিতেও বাধা দিয়েছে তারা। ফিলিস্তিনী চিকিৎসা সহায়তা সংস্থা হালাল আহমার কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিবৃতি অনুসারে, দখলদার সৈন্যরা আল-ইসেভিতে ফিলিস্তিনীদের ঘরে টিয়ারশেল গ্যাস নিক্ষেপের পাশাপাশি বুলেটও নিক্ষেপ করেছে।

যার ফলে কয়েকজন ফিলিস্তিনী আহত হয়। আহতদের মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসী ইয়াহুদী বাহিনী এম্বুলেন্সের উপর ফায়ারিং করে এবং টিয়ারশেল গ্যাস নিক্ষেপ করে।

নিউজ এজেন্সি '*ওয়াফা*' অনুসারে, দখলদার বাহিনী আলসেভিয়াতে ফিলিস্তিনিদের উপর নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন চালায় ।এতে, ৩২ বছর বয়সী আলাদিন ওসমান ওবায়দ ও তার ভাই ৩০ বছর বয়সী রামি আহত হয়। আহত অবস্থায় তাদেরকে কারাগারে নিয়ে যায় দখলদার বাহিনী। পরে তাদের দুইজনকেই অজ্ঞাত স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়।

শতাধিক ইজরায়েলি সৈন্য বুলডোজার, গোলাবারুদ এবং আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে সোমবার দখলকৃত গ্রাম ওসুর বাহেরচ এ অবস্থানরত ফিলিস্তিনী মুসলমানদের ঘড়-বাড়ি ভাঙতে শুরু করেছে।

ফিলিস্তিনের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায় যে, ফিলিস্তিনী মুসলিমদের বিক্ষোভ ও আন্তর্জাতিকভাবে ইজরায়েলী কর্মকাণ্ডের নিন্দা সত্ত্বেও, সোমবার মধ্যরাত থেকে ইজরায়েলী ইহুদীবাদী সৈন্যরা তাদের এই অভিযান শুরু করে। তারা এই অভিযানে ১৬টি আবাসিক ভবন ভাঙ্গতে শুরু করে, যাতে একশতেরও বেশী রুম ছিলো। ফিলিস্তিনের সংগঠন পিএলও এর এক টুইটে বলেছে যে, বাড়িতে বসবাসরত ব্যক্তিদের বেশীরভাগই নির্দোষ নারী ও শিশু ছিলো। তাদেরকে মধ্যরাতে জাগিয়ে তুলে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, তারা ফিলিস্তিন প্রশাসন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই বাড়িঘর নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু ইজরায়েলের নির্মিত প্রাচীরের পাশ ঘেষে তৈরী হওয়া সে সব ভবনকে ইজরায়েলী দখলদার ইহুদীরা নিজেদের জন্য আশঙ্কাজনক মনে করে এই অভিযান পরিচালনা করেছে।

যশোরের মনিরামপুরে গত শনিবার ২০শে জুলাই "ফাজায়েলে আমাল" আর "দুনিয়াবিমুখ শত মনীষী" বইসহ আরো কয়েকটি ইসলামী বইকে উগ্রবাদী বই ট্যাগ দিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই সংবাদ প্রচার হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন পোস্টের কমেন্টগুলো আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করছিলাম।

অনেকের কমেন্টই এমন ছিলো যে, জ্বীন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাসের মত বইগুলোকে কীভাবে উগ্রবাদী বই হিসাবে র্যাব বলতে পারে? যদি জিহাদি কোনো বই হতো তাহলে হয়তো কিছুটা মেনে নেওয়া যেতো!

এই যে জিহাদ সংক্রান্ত বই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ছাড় দেওয়ার মানসিকতাটা সৃষ্টি হয়েছে, এটা কীভাবে হয়েছে বলতে পারেন? আপনারা হয়তো উক্ত নিউজ পড়ে হাসতেছেন যে ফাজায়েলে আমলকেও উগ্রবাদী বই বলা হচ্ছে। এটা কিন্তু ভাবছেননা যে যেকোনো বইকে উগ্রবাদী বই বলার কারণে জিহাদ সংক্রান্ত বইগুলোকে উগ্রবাদী বলে স্বীকার করানোটা সহজ হয়ে যায়।

এই জায়গাটাতেও তারা সাক্সসেস বা সফল। মুসলিমদের যেকোনো বইকে উগ্রবাদী বই নামে ট্যাগ দেওয়ার ফায়দাটা তারা পুরোপুরি লুফে নিচ্ছে। এখন আমি আপনি যে কেহই জিহাদি বইকে, উগ্রবাদী বই হিসাবে যেভাবেই হোক মেনে নিচ্ছি। এখন এমনভাবেই ইসলামিস্টদের মাঝেও জিহাদি বইকে জঙ্গী বই হিসাবে মেনে নেওয়ার মেন্টালিটি পয়দা করছে এই বাহিনী এবং তাদের অনুচর মিডিয়া।

খুব সূক্ষ্মভাবে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা উচিত।ইসলাম ধর্মের যেকোনো বইকে উগ্রবাদ ট্যাগ দিয়ে দেওয়ার কারণ হলো যেন মুসলিমরা নিজ থেকেই জিহাদ সংশ্লিষ্ট বইগুলোকে উগ্র বই হিসাবে মেনে নেয়। আর আমরা এই ফাঁদেই পড়েছি!

মুরব্বীরা কি এর কোন প্রতিবাদ করবেন! মুখ বুঝে বসে থাকতে থাকতে একসময় বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদসহ পবিত্র কোরআনুল কারীমকেই উগ্রবাদী বই বলে চালিয়ে দেওয়া হবে! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

মাওলা, অনিচ্ছা সত্যেও তোমার বিধানের অস্বীকারকারী বানিয়ে কবরে নিওনা।

লেখক: মুহাম্মদ বিন কাসিম।

--

ছেলেধরা গুজবে ঢাকার বাড্ডায় গত শনিবার সকালে গণপিটুনিতে মারা গেছেন তাসলিমা বেগম রেনু। তার শিশু কন্যা তুবার কান্না থামছেই না।

কাঁদছে চার বছরের শিশু তুবা। কিন্তু তার চোখের পানি মুছিয়ে দেয়ার কেউ নেই। সে জানে না তার মা আর ফিরে আসবে না। সে জানে না খোদ রাজধানীতেই কয়েকজন বিবেকহীন মানুষের গুজবের বলি হয়েছেন তার মা।

মা আসার অপেক্ষায় রয়েছে তুবা। তার মাকে কি এনে দিতে পারবে সমাজ? ছোট্ট তুবা বলছে- মা নিচে গেছে জামা আনতে, এখনো আসছে না কেন?

কিন্তু সে জানে না যে, তার মা আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। মায়ের আসার দেরি দেখে ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠছে ছোট্ট ওই শিশুটি। কিন্তু তার চোখের জল মুছিয়ে দেবে কে?

শনিবার সকালে ঢাকার উত্তর পূর্ব বাড্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে তাসলিমা বেগম রেনুকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। মেয়েকে ভর্তির জন্য ওই স্কুলে খোঁজ নিতে গিয়ে কথাবার্তায় সন্দেহ হলে মুহূর্তের মধ্যে লোকজন জড়ো হয়ে পিটুনি দিলে তার মৃত্যু হয়।

রোববার রাত ৮টার দিকে উপজেলার উত্তর সোনাপুর গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে বাবার কবরের পাশে তার লাশ দাফন করা হয়।

রোববার সন্ধ্যায় রেনুর লাশ বাড়িতে আনা হলে বৃদ্ধা মা ছবুরা খাতুনসহ স্বজনদের মাতম আর আহাজারিতে আকাশ-বাতাশ ভারি হয়ে উঠে। এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

নিহতের ভগ্নিপতি বদিউজ্জামান বলেন, অভিভাবকরা সন্তান ভর্তি করার জন্য স্কুলে যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে গুজব ছড়িয়ে একজন নারীকে এভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করতে হবে। এ সভ্য(!) সমাজে এটা মেনে নেয়া যায় না।

বর্তমানে ছেলে ধরা গুজব এমন একটি কথায় স্থানীয় জনমনে রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এর ডালপালাও বিশাল আকার ধারণ করেছে। কিছুদিন ধরে দেশে ছেলে ধরা সন্দেহের বশে গণপিটুনি দিয়ে হত্যার প্রবণতা বেড়েছে। এ সন্দেহের জেরে অনেক নির্দোষ ব্যক্তিই এ ঘটনার শিকার হচ্ছেন। গণপিটুনিতে অনেকে হারিয়েছেন পরিবারের সদস্যকে
সি বয়েস টুয়েন্টি ফোরের সূত্রে জানা যায়, কেরানীগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ, গাজীপুর, নেত্রকোনা, পটুয়াখালীত, বরিশাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, বাড্ডা, বান্দরবান এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় ছেলে ধরা সন্দেহে গত ১৫ দিনে গণপিটুনিতে প্রায় ১২ জন নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছেন অন্তত ৭০ জন।
প্রসঙ্গত, ছেলে ধরা সন্দেহে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নে গত ১৬ জুলাই তিন ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা। তারা হলেন- কক্সবাজার জেলার লোহাগড়া থানার আব্দুল মালেক (৬০), নুর কবির (২৮) ও নুর ইসলাম (৬০)। এরপর চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার বাহারছড়া এলাকায়ও গত ২২ জুলাই ছেলেধরা সন্দেহে তিনজনকে গণপিটুনি দিয়েছে স্থানীয়রা।

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সতর্কবাণী হয়তো আমাদের এই সময়ের জন্যই। হযরত আবু হুরায়রা রাযি: থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে। যখন হত্যাকারী জানবে না কোন অপরাধে সে হত্যা করছে, আর নিহত ব্যক্তি জানবে না কোন অপরাধে সে নিহত হয়েছে।
(সহীহ মুসলিম-৬৯৪৯)

--

আজ ২২শে জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে ফারাহ প্রদশের সদর মাকাম ফারাহ শহরে দুশমনদের উপর হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, সোমবার দিবাগত রাত স্থানীয় সময় আনুমানিক ১২টা বাজে, ফারাহ শহরের কয়েকটি এলাকায় শত্রুদের চেকপোস্ট, মুরতাদ পুলিশ ও আফগান পুতুল সেনাদের উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল্লাহ্‌ভীরু লড়াকু তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে, ১টি চেকপোস্ট বিজয় হয়েছে; এবং সেখানে অবস্থানরত শত্রুসেনাদের ১০ মুরতাদ সন্ত্রাসী সেনা নিহত ও ৩ সন্ত্রাসী আহত হয়েছে। এছাড়াও, ৬ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছেন তালেবান যোদ্ধারা।

বিপরীতে, দুশমনদের গুলিতে ১জন জানবাজ মুজাহিদ সামান্য আহত হয়েছেন।

উক্ত হামলায় মুজাহিদগণ- ১টি ভারী মেশিনগান, ২টি রকেট লাঞ্চার এবং ১১টি ক্লাশিকভসহ বিভিন্ন প্রকার সামরিক সরঞ্জাম গণিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

--

২২ শে জুলাই,২০১৯

মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ বিবাদের জের ধরে রুবেল গ্রুপের হামলায় জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক সুমাইয়া আক্তারসহ পাঁচ জন আহত হয়।
কালের কণ্ঠ পত্রিকার বরাতে জানা যায়, আজ সোমবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে।

অপর আহতরা হল জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অপরাজিতা অধিকারী, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সাফিউল্লাহ, একাদশ শ্রেণির ছাত্র মোকিম উদ্দিন এবং মাসুদ রানা।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানান, কয়েকদিন ধরে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি কুদরত ই খুদা রুবেল ও জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক সুমাইয়া আক্তার গ্রুপের সাথে দ্বন্দ চলে আসছে। সেই দ্বন্দ্বের জের ধরে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

এদিকে সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি কুদরত ই খোদা রুবেল জানান, কয়েকদিন পূর্বে জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক সুমাইয়া একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রকে ডাকাডাকি করে। সে সময় ওই ছাত্র তার ডাকে সাড়া না দিলে তাকে শারীরিলভাবে লভঞ্চিত করার পাল্টা অভিযোগ তোলে।

নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলায় স্কুলছাত্রের ব্যাগ তল্লাশি করে একটি চাপাতি, একটি ধারালো ছোরা ও অস্ত্র ধারালো করার র‌্যাত উদ্ধার করা হয়েছে। অস্ত্রগুলো বহন ও হামলা চেষ্টার অভিযোগে এ সময় ছয় শিক্ষার্থীসহ সাত জনকে আটক করা হয়েছে।
বাংলা ট্রিবিউনের সংবাদ সূত্রে জানা যায়, সোমবার (২২ জুলাই)এ ঘটনার অভিযোগে আটক শিক্ষার্থীরা একই উপজেলার মাধববাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর রহমতুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়, হাটগোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও বনপাড়া ডিগ্রি কলেজের ছাত্র।

মাধববাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান গাজী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মাধববাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে পছন্দ করতো একই বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী আজিম। বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হলে আজিমকে এ পথে না এগোনোর কথা বলে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী রবিউল ইসলাম। এ নিয়ে রবিউলের সঙ্গে আজিমের বাকবিতণ্ডা হয়।

বিষয়টি জানতে পেরে প্রধান শিক্ষক হাসান গাজী উভয়কে ডেকে মীমাংসা করে দেয়। কিন্তু ক্ষোভ ভুলতে না পেরে আজিম সোমবার রবিউলকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। বিষয়টি রবিউল প্রধান শিক্ষককে জানানোর পর সকাল থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সতর্ক অবস্থানে ছিলেন।

পরে দুপুর ১টার দিকে বিদ্যালয় সংলগ্ন মোড়ে একটি ভ্যানে বহিরাগত ছয় শিক্ষার্থীকে দেখতে পেয়ে সন্দেহ হলে তাদের চ্যালেঞ্জ করে স্থানীয় বাসিন্দা নাজমুল। পরে তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে অস্ত্র পাওয়া যায়। পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, রবিউলের ওপর হামলা চালানোর জন্যই আজিম বহিরাগত ওই ছয় শিক্ষার্থীকে নিয়ে আসে।

অবৈধ প্রেম, ভালবাসা, পরকিয়ার জের ধরে এ ধরণের ঘটনা এখন প্রায়ই সংঘটিত হচ্ছে। এ ঘটনাগুলোর মূলে রয়েছে পশ্চিমা সমাজব্যবস্থায় প্রভাবে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা। ফলে একই নারীর প্রতি একাধিক পুরুষ আকৃষ্ট হয়ে একে অন্যকে খুন, গুমসহ নানা অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করতে চাইলে নারীদের অবাধ মেলামেশার পরিবেশ বন্ধ করে পর্দার ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামী শরীয়াহ কায়েম করতে হবে। এমনটাই মনে করেন ইসলামী চিন্তাবিদগণ।

--

২১ শে জুলাই,২০১৯

গত ২০ই জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে হিরাত প্রদেশের ইদরিসকান জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, শনিবার রাতের বেলায় ইদরিসকান জেলার শাহ বাইত এলাকায় অবস্থিত শত্রুদের একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন আল্লাহ্‌ভীরু লড়াকু তালেবান মুজাহিদিগণ। যার ফলে, চেকপোস্টটি সম্পূর্ণভাবে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

জানা যায়, হামলা চলাকালীন সময়ে শত্রুদের একটি বাহন ধ্বংস হয়, ২ মুরতাদ সেনা নিহত হয় এবং ৬ সন্ত্রাসী সেনা মুজাহিদদের হাতে গ্রেফতার হয়। এসময় অন্যান্য কুফফাররা কোনোরকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এছাড়াও, মুজাহিদগণ ১টি ভারী মেশিনগান, ২টি বন্দুক এবং ১টি ক্লাশিনকভসহ বিভিন্ন প্রকার সামরিক সরঞ্জাম গণিমত হিসাবে লাভ করেন।

--

বাড়িতে ২ কিলোওয়াটের বিদ্যুতের লাইন। অথচ বিল এসেছে ১২৮ কোটি ৪৫ লাখ ৯৫ হাজার ৪৪৪ রুপি। এমন বিল দেখে ভারতের উত্তর প্রদেশের হাপুর এলাকার বাসিন্দা শামীম হতভম্ব।

তিনি এ বিল নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বার বার যাচ্ছেন। কিন্তু কোনো প্রতিকার পাচ্ছেন না। তাকে বলা হচ্ছে, আগে বিল পরিশোধ করতে হবে। তারপরই তার বিদ্যুতের লাইন সংযোগ দেয়া হবে।

ভারতের হাপুরের চামরি গ্রামে বসবাস করেন শামীম ও তার স্ত্রী। এ বিষয়ে তিনি বার্তা সংস্থা এএনআইকে বলেন, ভৌতিক এই বিল নিয়ে তিনি বিদ্যুত বিভাগে গিয়েছেন তাদের ভুল সংশোধন করানোর জন্য। কিন্তু তাকে পাত্তাই দেয়া হয় নি। বলা হয়েছে বিল পরিশোধ করতে।

--

প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি এটা এখন আর কোন অপরাধই মনে করা হয় না। ব্যস্ততম রাস্তার প্রায় প্রতিটিতেই গাড়ি থামিয়ে চলতে থাকে প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি।

জাগো নিউজ২৪ অনলাইন নিউজ পোর্টালের বরাতে জানা যায়, সোনারগাঁ উপজেলায় মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় চলছে যানবাহন থেকে রশিদ দিয়ে অবৈধভাবে চাঁদা আদায়। টোকেন দিয়ে এ চাঁদা আদায় করছে স্থানীয় একটি চক্র। প্রতিটি সিএনজি থেকে ১০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের যানবাহন থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা আদায় করছে চক্রটি।

যানবাহনের চালকরা জানান, চাঁদার রশিদ ধরিয়ে দেয়া হয় গাড়ি থামিয়ে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে মারধর করে গাড়ি আটকে রাখাসহ নানা হয়রানি করা হয়। অনেক সময় গাড়ি ভাঙচুর ও চাকার হাওয়া ছেড়ে দেয়া হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সিএনজিচালক বলেন, রশিদের মাধ্যমে প্রতিদিন দুবার করে আমাদের কাছ থেকে একটি সংগঠনের নাম ব্যবহার চাঁদা আদায় করা হয়। আমাদের কল্যাণে এ টাকা ব্যয় করার কথা থাকলেও কোথায় যায় এ টাকা আমরা জানি না। যারা রাস্তায় চাঁদাবাজি করে তারা পুলিশকে টাকা দিয়ে প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি করছে।

তিনি আরও বলেন, সোনারগাঁয়ে তিন থেকে চারটি লাইন রয়েছে। সেখানে প্রায় সহশ্রাধিক সিএনজি চলাচল করে। এ লাইনগুলো থেকে ১০-১২ জন লোক টাকা উত্তোলন করে। ২০ টাকা করে হলেও প্রতি মাসে ৬ লক্ষাধিক টাকা চাঁদাবাজি করা হয় মোগরাপাড়া চৌরাস্তায়।

চাঁদা উত্তোলনের একটি রশিদে দেখা যায়, বাংলাদেশ অটোরিকশা শ্রমিক লীগ (অটোরিকশা ও অটো টেম্পু চালকদের সমন্বয়ে গঠিত)। এই নাম ব্যবহার করে চাঁদা তোলা হয়। এখানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও আদায়কারীর স্বাক্ষরের স্থান থাকলেও কারও স্বাক্ষর নেই। নেই কারও নাম-ঠিকানা।

তবে চাঁদা আদায়ের বিবরণে লেখা রয়েছে, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল দুই টাকা, আঞ্চলিক কমিটি পরিচালনা খরচ তিন টাকা, আদায়কারী তিন টাকা, যানজট নিরসনের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের বেতন দুই টাকা ইত্যাদি। মোট ১০ টাকা চাঁদা আদায় করা হয়। তবে পরিবহন শ্রমিকরা দাবি করেছেন ১০ টাকার বদলে ২০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়।

--

দখলদার হিন্দুত্ববাদী মালাউন ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী, মুসলিমদের ভূমি কাশ্মীরকে দখল করে রেখেছে ৭০ বছরের অধিক সময় ধরে। নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাচ্ছে কাশ্মীরী মুসলিমদের উপর। অনবরত চলছে এই নির্যাতন। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি কাশ্মীরের শ্রীনগরে এক মুসলিম যুবকের উপর হামলা চালিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সন্ত্রাসী দখলদার বাহিনী। আর হামলাটির একাংশের ভিডিও শেয়ার করেছে ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিমস নামক বার্তাসংস্থা। দেখুন ভিডিওটি-

যঃঃঢ়ং://িিি.ভধপবনড়ড়শ.পড়স/অষভরৎফধিংঃ/ারফবড়ং/২৯০৯৮৭১৩১২৫৭১২৫৪/

--

২০০৩ সালের পর এই প্রথমবার সৌদি আরবে সেনা পাঠাচ্ছে যুগের হুবাল মুসলিমদের প্রধানতম শত্রু আমেরিকা! সৌদি আরবের তথাকথিত রাজা সালমানের সম্মতিতে এই সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছে তারা।

রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা গত শুক্রবারে জানায়, অঞ্চলটিতে নিরাপত্তা ও সক্ষমতা বাড়াতে সালমান এই পদক্ষেপের অনুমতি প্রদান করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে বলেছে, সৌদি আরবে প্রায় ৫০০ সেনা নিয়োগ দেওয়া হবে। এর আগে গতমাসে পেন্টাগন থেকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনা বাড়ানোর যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, সৌদি আরবে মার্কিন সেনা পাঠানো সেই ঘোষণা বাস্তবায়নেরই একটি অংশ বলে উল্লেখ করেছে ঐ কর্মকর্তা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছে, সৌদি আরবকে সে মধ্যপ্রাচ্যে তার এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী মনে করে।

--

২০ শে জুলাই,২০১৯

সাংবাদিকরা যখন আসল চিত্র তোলে ধরেন তখন সুন্দর চেহারার আড়ালে থাকা অনেকের কুৎচিত চেহারাটা গণমাধ্যমে ভেসে উঠে। তাই ক্ষমতাশীল অপরাধিরা বারবার সাংবাদিকদের হুমকি দেয় এমনকি তাঁদের উপর হামলাও চালায়।
কালের কণ্ঠ পত্রিকার সংবাদ সূত্রে জানা যায়, এবার কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) কর্মরত সাংবাদিকদের গুলি করে হত্যার হুমকি ও লাঞ্ছিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ নেতা শোয়েব হাসান হিমেল এবং মোঃ রাইহান ওরফে জিসান। শুক্রবার রাত দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় সংঘর্ষ হচ্ছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে তারা এ হুমকির দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সাংবাদিকরা জানান, এসময় অভিযুক্তরা উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে ।

প্রত্যক্ষদর্শীসূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত পৌনে দশটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম হল এবং শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হলের ছাত্রলীগের জুনিয়র কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এসময় ক্যাম্পাসে কর্মরত সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মার্কেটিং বিভাগের ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী শোয়েব হাসান হিমেল সাংবাদিকদের উদ্যেশ্য করে অশ্রাব্য ভাষায় গালমন্দ শুরু করে এবং সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে কেন এসেছে বলে চিৎকার করতে থাকে এবং সেখান থেকে সরে যেতে বলে। এসময় উপস্থিত সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও যুগান্তর প্রতিনিধি তানভীর সাবিক প্রতিবাদ করলে হিমেল পুনরায় সাংবাদিকদের উদ্যেশ্য করে বলে,৾গুলি করবো। বুলেট সাংবাদিক চিনে না, সাংবাদিক পাইলেই গুলি করে মারবো। চ
ক্ষমতাশীলদের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠা ছাত্রলীগ, এই অঙ্গ সংগঠনটি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময়ও শিক্ষার্থীদের উপর উপর চালানো অত্যাচারের আসল চিত্র লুকাতে সাংবাদিকদের উপর দা, রড, হাতুড়ি দিয়ে হামলা চালিয়ে ছিল। তাই জনতা তাঁদেরকে হাতুড়ি লীগ নাম দিয়েছিল।

--

নেশার টাকা না পেয়ে বৃদ্ধ বাবা-মাকে মারপিট করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মাদকাসক্ত ছেলে। অসহায় বাবা-মা বাড়ি ছাড়া হয়ে এখন মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। কালের কণ্ঠ পত্রিকার বরাতে জানা যায়, ঘটনাটি ঘটেছে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার গোহাইল ইউনিয়নের কাবাষট্টি গ্রামে।

জানা গেছে, শাজাহানপুর উপজেলার কাবাষট্টি গ্রামের আব্দুল কাদেরের (৬৫) ছেলে জাকারিয়া (২৬) দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। নেশার টাকার জন্য প্রায়ই বাবা-মাকে মারধর করত। গত বুধবার নেশার টাকা না দেওয়ায় বাবা আব্দুল কাদের ও মা কহিনুর বেগমকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। অসহায় বাবা-মা বাড়ি ছাড়া হয়ে বর্তমানে বগুড়ার নন্দিগ্রাম উপজেলার রিধইল গ্রামে জামাই আশরাফুল ইসলামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

বাবা আব্দুল কাদের জানান, তার মাদকাসক্ত ছেলে জাকারিয়া প্রায়ই মদ-গাঁজা খেয়ে বাড়িতে এসে মাতলামি করত। নেশার জন্য টাকা চাইত। টাকা না দিলে ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করত এবং মেরে ফেলার হুমকি দিত। একপর্যায়ে বুধবার তাদেরকে মারপিট করে বাড়ি থেকে বের দেয়।
ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে উলামায়ে কেরামের মতামত হল, সন্তান জন্ম হওয়ার পর থেকে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার কিছু হক্ব রয়েছে, যেমন তার সুন্দর নাম রাখা, ফরজ পরিমাণ দ্বীনি এলম শিক্ষা মাধ্যমে তাকে আদব আখলাক ওয়ালা হিসেবে গড়ে তোলা। এমনিভাবে, পিতা মাতার প্রতিও সন্তানের কিছু হক্ব রয়েছে। সেগুলোর মাঝে অন্যতম হল, পিতা মাতারসাথে ভাল ব্যবহার করা। শরিয়তের গণ্ডির ভিতরে থেকে তাঁদের মনে কোন ধরণের কষ্ট না দেওয়া। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পিতা মাতারা সন্তানদের হক্ব পুরাপুরি ভাবে আদায় করেন না। ফলে সন্তান বড় হয়ে বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমনকি পিতা মাতাকে কষ্ট দিতেও কোন ভ্রুক্ষেপ করে না।

সূত্র: কালেরে কণ্ঠ

--

শুধু খোরাসানেই নয় আফ্রিকাতেও আল্লাহর জানবায সেনাদের কাছে দলে দলে আত্মসমর্পণ করছে শত্রুশিবিরে থাকা সেনারা।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণের কাছে গত ১৮ জুলাই সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা প্রদেশ হতে ৩০ সোমালিয় সেনা নিজেদের সকল যুদ্ধাস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছেন।

একইদিনে সোমালিয়ার অন্য আরেকটি প্রদেশ জালাজদুদ হতেও আরো ৪ সেনা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

==

আল-কায়দা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্‌ এর মুজাহিদগণ ইয়েমেনের আবয়ান প্রদেশের লাহমার এলাকায় গতকাল ১৯শে জুলাই সৌদি সমর্থিত মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আল-কায়দা আরব উপদ্বীপের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৫ সেনা সদস্য নিহত হয়। এছাড়াও একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়।

অন্যদিকে মুজাহিদগণ ৪টি ক্লাশিনকোভ, রাইফেল ও বেশ কিছু অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

//

১৯শে জুলাই,২০১৯

১৯

ক্রুসেডার আমেরিকার মদদপুষ্ট আফগান মুরতাদ বাহিনীর পুলিশ সদরদপ্তরে হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ। তালেবানদের উক্ত সফল হামলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর অন্তত ১০০ সদস্য হতাহত হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের রাজধানী শহর কান্দাহারের পুলিশ সদরদপ্তর টার্গেট করে এই হামলা চালানো হয় বলে জানিয়েছেন তালেবান মুখপাত্র।

তালেবান মুখপাত্র ক্বারী ইউসুফ আহমাদি হাফিজাহুল্লাহ বলেন, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:৩০টার সময় আফগানিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কান্দাহারের পুলিশ সদরদপ্তর টার্গেট করে গাড়ি বোমা হামলা (ইস্তেশহাদী) ও ইনগিমাসী হামলা চালান তালেবান মুজাহিদগণ। এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন মাত্র ৪জন জানবায তালেবান মুজাহিদ।

প্রথমে একজন তালেবান মুজাহিদ ইস্তেশহাদী বোমা হামলা চালিয়ে বাহিরে অপেক্ষারত বাকি মুজাহিদদের ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দেন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর অনেক সদস্য নিহত ও আহত হয়। এরপরে বাকি ৩জন তালেবান মুজাহিদ সদরদপ্তরের ভেতরে ঢুকে তীব্র হামলা চালানো শুরু করেন। এ সময়ের মধ্যে বাহির থেকে আফগান মুরতাদ বাহিনী পুরো সদরদপ্তরকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। এভাবেই চলতে থাকে ৩ জনের বিপরীতে শত শত মুরতাদ সদস্যের লড়াই। অভিযান যখন এক ঘন্টা পেরিয়ে দ্বিতীয় ঘন্টা শুরু, তখন আরেকজন জানবায মুজাহিদ সদরদপ্তরের মূল ভবন লক্ষ্য করে ইস্তেশহাদী হামলা চালান। যার ফলে ভবনের দেয়াল ধসে পড়ে। বাকি থাকেন ২ জন মুজাহিদ প্রায় ৮ ঘন্টা যাবত সদরদপ্তরের ভিতরে তারা লড়াই চালিয়ে যান, এরপর শাহাদাত বরণ করেন আরো একজন তালেবান মুজাহিদ। এখানেই যুদ্ধ শেষ না, রাত তখন ১২টা

বাজে! বেচেঁ আছেন মাত্র একজন মুজাহিদ! একাই লড়াই করতে থাকেন সদরদপ্তরের সকল মুরতাদ সদস্যদের বিরুদ্ধে।
অবশেষে ভোর ৫টায় অভিযান সমাপ্ত হওয়ার ঘোষণা করেন তালেবান মুখপাত্র। আল্লাহ তায়ালার করুণায় প্রায় ১২ ঘন্টা যাবত ৪জন মুজাহিদ শত শত আফগান মুরতাদ সেনা ও পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন, আল্লাহু আকবার।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের এই বীরত্বপূর্ণ অভিযানে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১০০ এরও অধিক সদস্য নিহত ও আহত হয়। যাদের মাঝে ৪ উচ্চপদস্থ কমান্ডারও রয়েছে। তাদেরকে এখানে আনা হয়েছিল মুরতাদ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য।

মুজাহিদদের হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর প্রাদেশিক সদরদপ্তরের ভবনগুলো ধসে পড়ার পাশাপাশি পণ্য বহনকারী কয়েকটি গাড়ি, ট্যাংক ও অনেক সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে এবং পুড়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

--

আফগানিস্তানের বদখশান প্রদেশে গত কয়েক মাস যাবত শত্রুদের ৩টি প্রধান অবস্থান অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, বদখশান প্রদেশের কারওয়ান ও মানজান জেলার সংলগ্ন এলাকায় শত্রুদের ৩টি প্রধান অবস্থান গত কয়েক মাস যাবত অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে, আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে গত ১৬ই জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে স্থানগুলো মুজাহিদগণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর সেখানে অবস্থানরত ডেপুটি কমান্ডারসহ মুরতাদ বাহিনীর ৩৭ সন্ত্রাসী সেনা গ্রেফতার করেছেন তালেবান যোদ্ধারা।

এছাড়াও মুজাহিদগণ, শত্রুদের থেকে অসংখ্য বাহনসহ বিপুল পরিমাণ হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র গণিমত হিসাবে লাভ করেছেন।

--

১৮ই জুলাই,২০১৯

১৮

গত ১৬ই জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে আগ্রাসী আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান পুতুলসেনারা লওগর, দাঈকুন্ডি ও মিদান প্রদেশসমূহে নিরীহ সাধারণ মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, রোজ সোমবার সন্ধ্যায় আমেরিকান এয়ার ফোর্স, লওগর প্রদেশের সদর মাকাম পুল আলম শহরের কামালখীল এলাকায় একটি মসজিদের উপর তুমুল বোমা বর্ষণ চালায়। যার ফলে, মসজিদটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়; এবং ঐ সময় মসজিদে চলমান তাফসির মাহফিল শ্রবণকারী ২৪ জন নিরপরাধ মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন ও ১০ জন গুরুতর আহত হন।

এদিকে, রবিবার দিবাগত রাতে দাঈকুন্ডি প্রদেশের গিজাব জেলায় সন্ত্রাসী ক্রুসেডার বাহিনীর নৃশংস হামলায় একই গোত্রের ৩৫ জন নিরীহ সদস্য শাহাদাত বরণ করেছেন। যাদের অধিকাংশই ছিলো নারী ও শিশু।

এমনিভাবে, মিদান প্রদেশের জগতো জেলার চোওপান এলাকায় সন্ত্রাসী ক্রুসেডার ও তাদের ভাড়াটে খুনি আফগান পুতুলসেনাদের বর্বরোচিত হামলায় সহোদর ৪ ভাই সহ ১৬ জন মুসলিম শাহাদাত বরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন...

--

আল-কায়দা বর্তমান সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ কুফ্ফার রাশিয়া ও নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাচ্ছেন।

অপারেশন রুম হতে জানানো হয়েছে যে, বর্তমানে মুজাহিদগণ উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির "বাহসাহ্" নামক গ্রামে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান টার্গেট করে রকেট ও মিসাইল হামলা চালাচ্ছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের রকেট ও মিসাইলগুলো কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে অবস্থানে সফলভাবে আঘাত হানছে। যার ফলে অনেক সেনা হতাহতের শিকার হয়েছে।

--

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহাদীন ১৭ জুলাই সোমালিয়ার শাবেলি সুফলা প্রদেশে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

হারাকাতুশ শাবাবের তথ্যমতে মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ৫ এরও অধিক মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে।

--

পাকিস্তানের চাতরাল জেলায় ১৭ জুলাই সকাল বেলায় দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি ইউনিটকে টার্গেট করে হামলা চালান হিজবুল আহরার এর জানবায মুজাহিদগণ।

মুজাহিদদের উক্ত হামলার ফল নাপক বাহিনীর ৪ সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো বেশ কিছু সেনা।

--

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের গজনি প্রদেশের "কারাহবাগ" জেলায় দখলদার ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক অসাধারণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ, আফগানিস্তানের কারাহবাগ জেলায় তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ৪ মার্কিন ক্রুসেডারসহ আরো ২ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয়। এবং আহত হয় আরো ৩ মার্কিন ক্রুসেডার সন্ত্রাসী সেনা।

-

১৭ই জুলাই,২০১৯

১৭

নিউজিল্যান্ডের মসজিদে হামলা করেছিলো এক উগ্র শ্বেতাঙ্গ খ্রিষ্টান ক্রুসেডার। হামলার পেছনে ছিল ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং নিজেদের আধিপত্য কায়েম করা।

নিউজিল্যান্ড! সে তো অনেক দূর! আমার এত চিন্তা কীসে!?- এরকম ভাবার কোন সুযোগ নেই। কেননা, আপনি নিরাপদ নন, নিরাপদ নয় আপনার মসজিদও! আগামী শুক্রবার যে আপনার মসজিদে এরকম হামলা হবে না, সে নিশ্চয়তা আপনি দিতে পারবেন না! কেন জানেন? নিউজিল্যান্ডের মসজিদে হামলাকারী উগ্র সন্ত্রাসী শ্বেতাঙ্গ খ্রিষ্টান যে চেতনার ধারকবাহক, একই চেতনাধারী এক শ্রেণি আপনার পাশেই বাস করে, আপনার প্রতিবেশী! তারা হলো উপমহাদেশে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকারী উগ্র মুশরিক হিন্দুত্ববাদীরা!

হ্যাঁ, আমি আপনাকে ভয় দেখাচ্ছি, সতর্ক করছি। যেন আপনি সচেতন হোন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তবে, কেবল ধারণার উপর ভিত্তি করেই আমার এই সতর্ক করা নয়। বরং, এ এক বাস্তবতা এবং চরম সত্য। উপমহাদেশের হিন্দুত্ববাদীদের সাথে ঐ উগ্র শ্বেতাঙ্গদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্বন্ধে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরাতে ২০১৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। [১] সেখানে বলা হয়, শ্বেতাঙ্গবাদী, নব্য নাৎসি এবং হিন্দুত্ববাদীরা মিলে এমন একটি মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে যা বর্ণবাদ, বিদেশী বিদ্বেষ, বিভেদসৃষ্টিকরণের জন্ম দিবে!

নতুন এই জোড়াতালি দেওয়া দলটিকে সাধারণত ꞉অল্টারনেটিভ-রাইট বা অল্টার-রাইটꞈ বলে সম্বোধন করা হয়। এই দলটি তাদের মতবাদকে ভারতের সমাজব্যবস্থায় বাস্তবায়নের আশা ব্যক্ত করেছে। তাদের সকলের মনোযোগ এখন ভারতের উপর! এরই লক্ষ্যে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ভারতে কাজ করে যাচ্ছে!

এছাড়াও, আল-জাজিরার ঐ রিপোর্টটিতে হিন্দুত্ববাদীদের সাথে বহির্বিশ্বের অন্যান্য ইসলামবিদ্বেষী, বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ দলগুলোর সখ্যতার বিষয়ে আরো অনেক প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মূল লক্ষ্য হলো, ট্রাম্প বা শ্বেতাঙ্গরা যেরূপ সারাবিশ্বে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে চায়, ঠিক সেভাবেই হিন্দুত্ববাদীরাও উপমহাদেশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে চায়! ভারতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে, যেখানে থাকবে না কোন মুসলিমের নাম-গন্ধ! *[আল-জাজিরার রিপোর্টটির উপর ভিত্তি করে বাংলায় রচিত শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই সিরিজ পড়ুন এই লিংকে- যঃঃঢ়ং://ঃবষবমৎধ.ঢ়য/ডধৎ-ঙভ-ঝঁঢ়বৎরড়ৎরঃু-ঝবৎরবং-০৭-১৬]*

আজ এটা কেবল খাতা-কলম আর তাদের পরিকল্পনাই নয়, বরং বাস্তবে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা। উগ্র শ্বেতাঙ্গ খ্রিষ্টান ক্রুসেডার যখন নিউজিল্যান্ডের মসজিদে হামলা করে অর্ধশত মুসলিমকে

নির্মমভাবে হত্যা করে, তখন উপমহাদেশের হিন্দুত্ববাদীদের আনন্দ-উল্লাস ছিল চোখে পড়ার মত! এমনকি তাদের কতক তখন হিন্দুদের প্রতি এই আহ্বান জানিয়েছিল যে, ভারতেও যেন মুসলিমদের মসজিদে এরূপ হামলা করা হয়।

ভারতে মুসলিমদের উপর চলমান বর্বরতম আগ্রাসন সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শুরুর ধাপ। গত ১৭ই জুন ২০১৯ ঈসায়ী, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি মসজিদে সালাত আদায়রত মুসল্লিদের উপর বোমা হামলার ঘটনা তাদের উক্ত নিকৃষ্ট পরিকল্পনা ও চেতনারই অংশ। [২] মুসলিমদেরকে জয়শ্রীরাম বলতে বাধ্য করা, গো-রক্ষার নামে মুসলিমদেরকে হত্যা করা, মুসলিমদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উগ্র ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলা, মুসলিম নারীদেরকে গণধর্ষণ করার হুমকি দেওয়া এবং বাংলাদেশ দখল করার হুমকি দেওয়াসহ ইসলামবিদ্বেষী নানা কার্যক্রম উপমহাদেশে তাদের রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনারই অংশ।

কিন্তু, ভারতে ইসলামবিদ্বেষী এসকল কার্যক্রম মুসলিমদের গভীর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়নি, সেক্যুলারিজমের ফাঁদে আটকা পড়া এ জাতি নিজ ধর্ম-ভূমি প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আদায়ের প্রতি মনোযোগী হতে পারেনি। সে সুযোগে হিন্দুত্ববাদী জাতি একের পর এক আঘাত হেনে চলেছে, প্রকাশ্যে লিপ্ত হয়েছে ইসলামবিদ্বেষী কর্মকাণ্ডে। উপমহাদেশে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুলে অবুঝ শিশুদের মাঝে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রসাদ বিতরণ করেছে হিন্দুরা। এর মধ্যে ইসকন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দির নামে একটি ফেসবুক পেজে প্রকাশিত গত ৭/৮ই জুলাই (ভিডিওটি তাদের পেজ থেকে সরিয়ে দেওয়ায়, সঠিক তারিখটা দিতে পারছি না) এক লাইভ ভিডিওতে দেখা যায়, চট্টগ্রামের বাকলিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবুঝ বাচ্চাদের মাঝে খাদ্যবিতরণের সময় তাদেরকে হরে রাম, হরে কৃষ্ণ বলাচ্ছে হিন্দুরা![৩]

চট্টগ্রামে এর আগেও হিন্দুত্ববাদীদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম লক্ষ্য করা গিয়েছে। ২০১৬ সালে কুরবানীর ঈদে চট্টগ্রামের হালিশহরে উগ্র হিন্দুরা গরু কোরবানিতে বাধা দেয় এবং গরু জবাই করলে মুসলিমদের গর্দান ফেলে দেয়ার হুমকি দিয়েছিলো সেখানকার উগ্র হিন্দুরা।[4] এছাড়া, বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী মুশরিক হিন্দু সেনাদের কার্যক্রম সম্পর্কেও রয়েছে বিভিন্ন তথ্য।

এসব কিছুই উপমহাদেশে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ। কিন্তু উগ্র হিন্দুদের এসকল কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মুসলিমদের নিরবতা বড়ই দুঃখজনক। আরো আফসোসের বিষয় হলো হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেওয়া সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া। এ শ্রেণির লোকদের জেনে রাখা উচিত, গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী হাদিসে যদি নাও থাকতো, তবুও বর্তমান পরিস্থিতিই আমাদেরকে এক বিশাল যুদ্ধের ইঙ্গিত দিচ্ছে!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে ইসলামী শরীয়ার আলোকে বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে করণীয় নির্ধারণ করার এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

তথ্যসূত্র:

[১] যঃঃঢ়ং://ïïï.ধষলধুববৎধ.পড়স/রহফবঢ়ঃয/ড়ঢ়রহরড়হ/যিরঃব-ংঁঢ়ৎবসধপরংঃং-যরহফঁ-হধঃরড়হধষরংঃং-ধষরশব-১৮১২১২১৪৪৬১৮২৮৩.যঃসষ

[২] যঃঃঢ়ং://ïïï.ুড়ঁঃঁনব.পড়স/ধিঃপয?া=ৗঋঙুফথঠ২জরছ

[৩] যঃঃঢ়ং://ধৎপযরাব.ড়ৎম/ফবঃধরষং/ৎরফবড়থ২০১৯০৭১৭

[৪] যঃঃঢ়ং://ুড়ঁঃ.নব/ীএঃষঊঝল৪ফঙট

লেখক: খালিদ মুন্তাসির, সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ ।

স্কুল শিশুদের হরে কৃষ্ণ, হরে রাম্ বলানোর ভিডিও দেখুন-

--

১৬ই জুলাই,২০১৯

পূর্ব আফ্রিকায় আল-কায়দার শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ১৬ই জুলাই সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের পরিচালিত ঐসকল অভিযানে উচ্চপদস্থ ২ কমান্ডারসহ মোট ৬ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

--

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারবাহিকতায় আফগানিস্তানের বাদগিশ প্রদেশে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক সফল ও বরকতময়ী অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মাদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ জানান যে, তালেবান মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ৪০ এরও অধিক আফগান মুরতাদ সেনা ও দখলদার মার্কিন ক্রুসেডার নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো ১৬ মুরতাদ ও কুফ্ফার সেনা।

বিপরীতে ক্রুসেডার ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ইনশাআল্লাহ শাহাদাতবরণ করেছেন ৩ জন জানবায তালেবান মুজাহিদ।

--

আফগানিস্তানের বাদগিশ প্রদেশের আব-কামরী জেলায় গতকাল আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বড় ধরণের অভিযান শুরু করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবান মুজাহিদদের বক্তব্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত এই অভিযানে ইমারতে ইসলামিয়ার যোদ্ধাদের সফল হামলায় ৩৭ সেনা নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক। অন্যদিকে আফগান সরকারী মিডিয়ার দাবি হচ্ছে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ইতিমধ্যে তাদের ২৬ সেনা নিহত হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ্, তালেবান মুজাহিদগণ আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি ও ২টি চেকপোস্টও দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। যুদ্ধ এখনো চলছে অবিরাম গতিতে।

--

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ দেশটির ফারয়াব প্রদেশের দুটি শহরে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ তাদের পরিচালিত আল-ফাতাহ অপারেশনের মাধ্যমে ফারয়াব প্রদেশের "কলাত" শহরে আফগান মুরতাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত ২৮টি নিরাপত্তা চৌকি বিজয় করে নিয়েছেন।

অন্যদিকে একই প্রদেশের "সাজো" শহরে সফল অভিযান চালিয়ে আরো ১৩টি নিরাপত্তা চৌকি বিজয় করে নিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

উভয় স্থানে মুজাহিদদের সফল হামলায় অনেক সেনা নিহত ও আহত হয়, আর মুজাহিদগণ লাভ করেন বিপুল পরিমাণ গনিমত।

--

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ১৫ জুলাই মধ্য সোমালিয়ার হাইরান প্রদেশের "হালজান" শহরে কুফ্ফার ইথিউপিয়ান সন্ত্রাসী সেনাদের বিরুদ্ধে একটি সফল ও বরকতময়ী অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ইথিউপিয়ার কুফ্ফার বাহিনীর ২০ সেনা নিহত ও আহত হয়। এছাড়াও এই অভিযানে মুজাহিদদের বোমা হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর একটি সামরিক ট্রাকও ধ্বংস হয়ে যায়।

--

গত ১৪ জুলাই পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানের "দাতাহ-খাইল" এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর কাফেলাকে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন "হিজবুল আহরার" এর জানবায মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, হিজবুল আহরার মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে নাপাক মুরতাদ বাহিনীর "দুস্ত আলী খান, শামশাদ" নামক ২ সেনা নিহত হয়। এসময় মুজাহিদদের উক্ত হামলায় আহত হয় আরো ২ সেনা। বাকি সেনারা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে।

--

ভারতের উত্তর প্রদেশের গরুর গোশত থাকার অজুহাত দেখিয়ে একটি মাদরাসায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।
গত মঙ্গলবার বিজেপি শাসিত ফতেপুর জেলায় এমন ঘটনা ঘটে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, গত সোমবার ওই মাদরাসার পেছনের একটি জায়গায় গবাদি পশুর দেহাবশেষ পাওয়া যায়।

এতে কিছু উগ্র হিন্দু মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে । পরে উগ্রপন্থিরা মাদরাসায় ভাঙচুর চালিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।
তবে ওই ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করেছেন এলাকাবাসী।

সূত্র: পার্সটুডে

--

ওমর ইবনে মুখতার ইবনে ওমর আল মানফী (রহ.) ১৮৫৮ ঈসায়ী সারকারচঅন্তর্বতী জাবালে আখাদ্বারেচ অবস্থিত বুত্বনান এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরিপূর্ণ ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেন । তিনি ছিলেন খুবই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি এবং কোরআন সুন্নাহর আদর্শে আদর্শবান।

শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। হজ্জের সফরে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর শাইখ হুসাইন আল গারইয়ানীর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন তিনি। নিজ মেধা ও বিচক্ষণতায় শৈশবেই সবার কাছে পরিচিত

ছিলেন। তাঁর মেধার কারণে জাগবুব কলেজের শিক্ষক মণ্ডলী তাকে বেশ গুরুত্ব দিতেন। তিনি জাগবুব কলেজে আট বছর পড়াশোনা করে উস্তাদদের কাছ থেকে শরিয়তের বিভিন্ন ইলম অর্জনে নিজেকে সিক্ত ও পরিতৃপ্ত করেন।

তিনি ছিলেন মাঝারী উচ্চতা ও ঘন দাড়ি বিশিষ্ট। তাঁর ঠোঁটে সর্বদা মুচকি হাঁসি লেগে থাকতো। চেহারায় ছিল গাম্ভীর্যের ছাপ। তাঁর কথা ছিল খুবই ভারসাম্যপূর্ণ-আবেগময় যা শুনতে মানুষ কখনো বিরক্তিবোধ করতো না। তাঁর কথায় আঞ্চলিক টান ছিল। আওয়াজ ছিল খুব উঁচু ও স্পষ্ট।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১১ ঈসায়ী ইতালি লিবিয়া দখল করতে তাদের নৌবাহিনী প্রেরণ করে। শহীদ ওমর মুখতার (রহ.) তাদের প্রতিরোধ করতে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেন। একের পর এক গেরিলা হামলা চালিয়ে তাদেরকে নাজেহাল করে ছাড়েন। ফলে তিনি ইতালির মানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। তাদের পত্রিকাগুলোতে জোরেশোরে তাঁকে নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। ইতিমধ্যে ওমর মুখতার ও তাঁর সহযোদ্ধাদের হাতে ধারাবাহিক পরাজয়ের ফলে চারজন ইতালীয় শাসকের ক্ষমতার পালাবদল হয়। ফলে ওমর মুখতার (রহ.) ইতালিয়ানদের দুঃস্বপ্নে পরিণত হন।

এদিকে ওমর মুখতারের একের পর এক বিজয়ে ইউরোপে ইতালীয়দের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। তাই, ওমর মুখতার ও তাঁর সঙ্গীদের রুখতে ফ্যাসিস্ট মসোলিনী নিজেই এগিয়ে আসে।

সে যুদ্ধাপরাধী গ্রাজিয়ানিকে লিবিয়া অভিমুখে প্রেরণ করে। সে সেখানে এমন সব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে যার নজির তৎকালীন বিশ্বে ছিল না। সে মিসর-লিবিয়া সীমান্তে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করে, যেন মিশর থেকে লিবিয়ার মুজাহিদদের কাছে কোন সাহায্য আসতে না পারে। এমন পরিস্থিতিতে শহীদ ওমর মুখতার (রহ.) বাকী মুজাহিদগণকে নিয়ে লিবিয়ার উত্তপ্ত মরুভূমিতে ঘাঁটি স্থাপন করেন । তাঁদেরকে ধাওয়া করতে আসা আগ্রাসী বাহিনীর জন্য মরুভূমিকে মরণ ফাঁদে পরিণত করা হয়। ফলে লিবিয়া ভূখণ্ড ইতালীয়দের জন্য অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করে।

শহীদ ওমর মুখতার (রহ.) নিজের জীবনের সময়টাকে দুইভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি দিনের বেলা জিহাদ করতেন আর রাতের বেলা ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের দিনগুলোতেও প্রতি সপ্তাহে তিনি একবার কোরআন শরীফ খতম করতেন। সাধারণত দৈনিক মাত্র দুই বা তিন ঘন্টা ঘুমাতেন।

একদিন হযরত ওমর মুখতার ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমিতে পথ চলছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর উপর আক্রমণ করা হয়। তাঁর ঘোড়া আহত হয়। তিনি মরুভূমির উত্তপ্ত বালির উপর ছিটকে পড়েন এবং গুরুতরভাবে আহত হন। হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এবং এক জনবসতিতে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ঈসায়ী, শহীদ ওমর মুখতার (রহ.) লিবিয়ার উপকূলে একটি এলাকায় অবস্থা করছিলেন। সে সময় ইতালীয়রা তাঁকে অবরোধ করে ফেলে এবং বন্দী করে।

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ঈসায়ী, সন্ধ্যা পাঁচটার সময় মিথ্যা অভিযোগের উপর ভিত্তি করে তড়িঘড়ি করে তাঁর ফাঁসির রায় ঘোষণা করা হয়। রায়ের পূর্বেই ইতালীয় সৈন্যরা ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে রেখেছিল। রায় ঘোষণার পরের দিন ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ঈসায়ী, বুধবার সকালের মধ্যে ফাঁসির রায় কার্যকর করার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই লক্ষ্যে সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর সকল সদস্য এবং দেশের সকল কয়েদি ও হাজতির পাশাপাশি আরো বিশ হাজার অধিবাসীকে ফাঁসির মঞ্চের চারপাশে জড়ো করা হয়।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ঈসায়ী, সকাল ৯টার সময় হাতে বেড়ি পড়া অবস্থায় ওমর ইবনে মুখতারকে জল্লাদের হাতে সোপর্দ করা হয়। ফাঁসির মঞ্চে উঠানোর পর আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে জঙ্গি বিমান মহড়া দিতে থাকে। শহীদ ওমর মুখতার (রহ.) এর কাছাকাছি যারা ছিলেন তাদের অনেকে বলেছেন,

ফাঁসির মঞ্চে উঠানোর পর তিনি মৃদু আওয়াজে নামাজের আযানের মতো আযান দিচ্ছিলেন।চআবার অনেকে বলেছেন, তিনি বিড়বিড় করে কোরআনের সূরা ফজরের শেষ আয়াতগুলো পড়তেছিলেন-

يا أليتها النفس المطلمئنة. ارجعى الى ربك راضية مرضية. فادخلى في عبادى. وادخلى جنتى.

চহে পবিত্র আত্মা! তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে। (সূরা আল ফজর)

সর্বশেষ , কালিমা শাহাদাত পড়তে পড়তে শাহাদাত বরণ করেন।

اشهد أن لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

তাঁর জীবনের কিছু দিক

শহীদ ওমর মুখতার (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে- তিনি এক কাফেলার সাথে বনের মধ্য দিয়ে সুদান যাচ্ছিলেন। কাফেলার একজন কাছাকাছি একটি ক্ষুধার্ত সিংহ থাকার বিষয় নিশ্চিত করে। কাফেলার লোকজন

প্রস্তাব করল যে, এটির হামলা থেকে বাঁচতে এর সামনে একটি উট ছেড়ে দেয়া হোক। এতেই সিংহ সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। ওমর মুখতার তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন- দুর্বলের পক্ষ থেকে সবলকে ঘোষ দেয়ার প্রথা মানবসমাজে বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং একটি হিংস্র প্রাণীর ক্ষেত্রে এটি কী করে বৈধ হতে পারে!!

ওমর মুখতার বললেন, আল্লাহর কসম! এতে লাঞ্চনা ও অপমানের গন্ধ রয়েছে। আল্লাহর কসম! এটি যদি আমাদের উপর আক্রমণ করতে আসে, তাহলে তলোয়ারের আঘাতে একে দ্বিখণ্ডিত করা হবে। এর সামান্য পর আচমকা সিংহটি সামনে এসে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। ওমর বিন মুখতারও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সুকৌশলে তিনি এটিকে হত্যা করলেন। অন্যান্য কাফেলাকে দেখানোর জন্য এর চামড়া উঁচুতে ঝুলিয়ে তারপর আবার যাত্রা শুরু করলেন।

পরবর্তীতে যখনই এ ঘটনাটি তাকে বলা হতো, তখন তিনি বলতেন-

وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى...

যখন তুমি নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলে, তখন কিন্তু তুমি নিক্ষেপ করনি। বরং আল্লাহ তাআলাই নিক্ষেপ করেছেন। (সূরা আনফাল)

তাঁর উপাধী:

শহীদ ওমর মুখতারের উপাধী ছিল-

শাইখুল মুজাহিদীন ,শাইখুশ শুহাদা এবং

আসাদুস সাহরা বা মরুর সিংহ।

--

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ১৩ই জুলাই দেশটির রাজধানী মোগাদিশুর "আলিশা" এলাকায় সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর বিষেশ ফোর্সের উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ৬ সেনা নিহত এবং ২ সেনা আহত হয়। এসময় মুচাহিদদের বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ট্যাংকও ধ্বংস হয়ে যায়।

--

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের বিশেষ ফোর্সের জানবায মুজাহিদগণ ১৩ জুলাই পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "শাউয়াল" নামক এলাকায় নাপাক সেনাদের একটি কাফেলাকে টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালান।

আলহামদুলিল্লাহ, তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল বোমা হামলায় ৩ পাকি সেনা নিহত এবং আরো বেশ কিছু সেনা আহত হয়।

এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ২টি রাইফেল ও অনেক গুলি গনিমত লাভ করেন।

--

আফগানিস্তানের মায়দান-ওয়ার্দাক প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় ৫ মার্কিন সেনা নিহত ও আহত হয়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ১৩ জুলাই আফগানিস্তানের মায়দান-ওয়ার্দাক প্রদেশের "সায়দাবাদ" শহরে ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি ট্যাংক লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ, তালেবান মুজাহিদদের উক্ত সফল বোমা হামলায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর একটি ট্যাংক সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং ২ মার্কিন ক্রুসেডার নিহত ও আরো ৩ ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়।

--

১৫ই জুলাই,২০১৯

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের চালিয়াতলী এলাকায় এক চাকরিজীবি তরুণী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ১৩/১৪ একদল যুবক গত ৭ জুলাই পাহাড়ে ওই তরুণীকে তুলে নিয়ে এই ঘটনা ঘটায়।
এরই মধ্যে ধর্ষিতার পরিবার অভিযোগ নিয়ে দুইবার থানায় গেলেও স্থানীয় দুই ইউপি মেম্বারের বাধার কারণে থানায় অভিযোগ দিতে পারেনি। অভিযোগ উঠেছে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে একটি প্রভাবশালী মহল। এমনকি তাকে এক জায়গায় আটকে রাখারও অভিযোগ উঠেছে।

ধর্ষিতার বরাত দিয়ে মাতারবাড়ী সিএনজি লাইনম্যান রশিদ জানায়, ধর্ষণের শিকার মেয়েটি গত ৭ জুলাই সকাল ১০টার দিকে চালিয়াতলী স্টেশনের এসে নামে।

মেয়েটির দাবি, ভাড়া নিয়ে তার সাথে কথা কাটাকাটি এক পর্যায়ে সেখানে জড়ো হন আমির সালাম, এনিয়া ও সিএনজি চালক আদালত খাঁ (পরে চিহ্নিত)। ভাড়ার সমস্যা মিটে গেলে অন্যান্য লোকজন চলে যায়। কিন্তু সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে ওই তিনজন মিলে মেয়েটিকে চালিয়াতলী বালুর ডেইল পাহাড়ি ঝিরি দিয়ে নিয়ে যায়। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

সিএনজি চালক ওসমানসহ আরো ১১জন যোগ দেয়। পরদিন ৮ জুলাই ভোরের শেষ মুহূর্তে মাতারবাড়ি-চালিয়াতলী সড়কের দরগাহঘোনা স্থানে মেয়েটিকে দেখতে পান স্থানীয় সুজন নামে এক মৎস্য ঘের ব্যবসায়ী। তখন মেয়েটি ছিলো অনেকটা ভীত-সন্ত্রস্ত এবং পোশাক ছিলো অস্বাভাবিক। এই অবস্থায় মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে তার কারণ জানতে চান মৎস্য ঘের ব্যবসায়ী সুজন।

মেয়েটি তাকে জানান, পাহাড়ে আটকে রেখে ১৪জন মিলে তাকে রাতভর ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণের পর তার বোরকা, হাতব্যাগ, ঘড়ি কেড়ে নেয় ধর্ষকেরা। অভিযোগ উঠেছে, রশিদের মাধ্যমে ম্যানেজ হয়ে মেম্বার লিয়াকত আলী ও মহিলার মেম্বার শামীমা ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করছে।

ঘটনা মীমাংসার জন্য শালিসের ব্যবস্থা করে দুই মেম্বার। দুই দফা শালিস বসান এবং মেয়েটিকে জিম্মায় নেয় শামীমা। সর্বশেষ গত ১০ জুলাই বিকালে চূড়ান্ত শালিসের বৈঠক মেম্বার লিয়াকত আলীর অফিসে। এসময় গনধর্ষণের শালিসের রায়ে কয়েকজন ধর্ষণকারীকে লাঠিপেটা ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে, সাধারণ মানুষের চাপের মুখে ভয়ে রয়েছে ঘটনার ধামাচাপার চেষ্টাকারীরা। তারা ঘটনাটি পুরোদমে মিটিয়ে ফেলতে নানাভাবে চেষ্টা-তদবির অব্যাহত রেখেছে। এর অংশ হিসেবে ধর্ষিতাকে মাতারবাড়ির মহিলা মেম্বার শামীমার বাড়িতে হেফাজতর নামে আটকে রাখা হয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাই চাপে ও ভয়ে আইনী আশ্রয় নিতে পারছে না ধর্ষিতার পরিবার।

ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর মেয়েটি মাতারবাড়ির মহিলা মেম্বার শামীমার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শামীমাকে মা ডেকে বিষয়টি তাকে জানান। পরে মেম্বার শামীমা মেয়েটিকে নিয়ে চালিয়াতলীর মেম্বার লিয়াকত আলীর কাছে যান। তখন লিয়াকত আলী টাকার বিনিময়ে ঘটনাটি মীমাংসার প্রস্তাব দিলে তা মেনে নেন মেম্বার শামীমা। তবে টাকার অংক নিয়ে তাদের মধ্যে বনিবনা হয়নি।

জানতে চাইলে চালিয়াতলী এলাকার মেম্বার লিয়াকত আলী বলেন,ধর্ষণের ঘটনাটি সত্য। এটি একটি ন্যাক্কাজনক ঘটনা। কিছু সিএনজি চালকসহ কয়েকজন নষ্ট ছেলে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ঘটনার মুলহোতা মাতারবাড়ী সিএনজি লাইনম্যান রশিদ।

সামাজিক আবহমান ঘটনা বিশ্লেষকগণ বলছেন, দেশে এখন কেউ নিরাপদ নয়। দেশে ধর্ষণ, হত্যা বিশেষ করে শিশু ধর্ষণ ও হত্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে সমগ্র জাতি উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। অবস্থা দৃষ্টে মনে

হচ্ছে ধর্ষণ-হত্যা জাতীয় সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। দেশে ধর্ষণ-খুন যেন মহামারি আকার ধারণ করেছে। শুধু তাই নয় ধর্ষণ-যৌন নিপীড়ন ও উত্যক্তের ঘটনার প্রতিবাদ করায় হামলারও শিকার হতে হচ্ছে।

তারা আরো বলেছেন, সমাজে খুন-ধর্ষণ ও নিপীড়ন বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে এবং এতে তারা সাহসী হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে বেপরোয়া অপরাধ করছে। আমরা মনে করি, এ পরিস্থিতি থেকে বের হতে হলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ইসলামি বিধান মোতাবেক পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং অপরাধীকে যথাযথ সাজা দেয়ার বিকল্প নেই।

--

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ গত ১২ জুলাই শুক্রবার সিরিয়ার আলেপ্পো সিটির "হারিশাহ্" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে এক অসাধারণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আল-কায়দার জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ৫ নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী সেনা এবং ১ কমান্ডার নিহত হয়।

--

টানা বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের কারণে পানিবন্দী হয়ে হাজার হাজার মানুষ ত্রাণ না পাওয়ায় হাহাকার করছে।

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশুদ্ধ পানি ও খাবার সংকট দেখা দিয়েছে পানিবন্ধী পরিবারগুলোতে।

পানিবন্দী হওয়ায় মানুষজন বাড়ি থেকে বের হতেও পারছে না। বন্যা কবলিত গ্রামগুলোতে অবস্থানকারী মানুষজন ত্রাণের জন্য অপেক্ষায় আছে। ত্রাণ না পাওয়ায় হাহাকার বিরাজ করছে।

কথা হয় তাহিরপুর উপজেলা সদরে সরকারি সহযোগিতা নিতে আসা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ রতনশ্রী গ্রামের বাসীন্দা ফিরোজা বেগমের সাথে। তিনি জানান, বসতভিটা ঢেউয়ের কবলে ভেঙ্গে পড়ায় তারা সবাই প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়দের ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। ২ সপ্তাহ ধরে স্বামীর বাড়ি বন্যায় পানিতে ডুবে যাওয়ায় তিনিও এখন বাবার বাড়িতে উঠেছেন। কিন্তু কোন সরকারি সহযোগিতা পাচ্ছেন না। ছেলে মেয়ে নিয়ে বড় অসহায় অবস্থায় আছেন।

গবিন্দশ্রী গ্রামের কালা মিয়া(৭৮) জানান,তার বাড়ি পানিতে পুরোপুরি ডুবে গেছে। কিন্তু কোন সহযোগিতা পাইনি। উপজেলার ভূমি অফিসে ত্রাণ দিচে শুনে আইয়া লাইনে দাঁড়াইছি পরে প্যাকেট দেওয়া বন্ধ করে দিছে।

একই কথা জানালেন উপজেলার শুবলাগাঁও গ্রামের বিধবা নারী সমলা বেগম(৬৬)। তিনি জানান, স্বামী ছেলে কেউ নাই। মেয়ে ছিল তাদের বিয়ে দিয়েছি তারা এখন স্বামীর বাড়িতে। বন্যায় বাড়ি পানির নিছে। কিন্তু কোন সহযোগিতা পাচ্ছি না।

উপজেলার হাওড়পাড়ের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা যায়, হাওড়ের প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে তাদের বসত বাড়ি ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হবার পথে। পরিবার পরিজন নিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় ত্রাণ পাচ্ছেন না।
তাহিরপুরের মানুষ বারবার ফসল হারিয়ে দিশেহারা এবং সাম্প্রতিক বন্যায় মানুষের বসতভিটা, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সকলেই দিশেহারা। ত্রাণের পরিমান বাড়ানো খুবই প্রয়োজন।

তাহিরপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন জানায়, তার ইউনিয়নে দুইশতাধিক পরিবার এখনও পানিবন্ধী রয়েছে।

সূত্র: নয়া দিগন্ত

--

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুম গত ৬ শাওয়াল থেকে ১১ যিলক্বদ পর্যন্ত তাদের পরিচালিত অভিযানগুলোর একটি ইনফোগ্রাফি প্রকাশ করেছেন।

মুজাহিদদের পক্ষ হতে প্রকাশিত উক্ত ইনফোগ্রাফি হতে জানা যায় যে, "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুম এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এই অভিযানগুলোর ১০টিই পরিচালিত হয় সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটিতে, বাকি ৩টি অভিযানের মধ্যে ২টি পরিচালিত হয় লাতাকিয়াতে এবং ১টি আলেপ্পো সিটিতে।

মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল অভিযানগুলোতে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর ৩২৩ এরও অধিক সেনা নিহত ও আহত হয়। বন্দী হয় ৪ সেনা। ধ্বংস করা হয় কুফফার বাহিনীর ২টি ট্যাংক ও একটি ড্রোন।

--

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গত ১৪ জুলাই সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল অভিযানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- রাজধানী মোগাদিশুর হিডেন জেলা এবং ওয়ালাওয়ীন শহর পরিচালিত পৃথক দুটি অভিযান। আলহামদুলিল্লাহ, উভয় স্থানে মুজাহিদদের পৃথক

অভিযানের ফলে (৪+৪) ৮ সেনা নিহত ও আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়।

--

গত ১৩ জুলাই আফগানিস্তানের ফারইয়াব প্রদেশে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় নিহত হয় দখলদার ও ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর জেনারেল এবং ১০তম স্পেশাল ফোর্সের নিয়োজিত "মেজর জেমস সার্টার"।

নিহত হওয়ার সময় তার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। ২০০২ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর আফগানিস্তানে যুদ্ধের জন্য আসে। ২০০২ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭ বার ছুটি কাটিয়েছে সে। এসময়ের মধ্যে সে ইরাক যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করে।

অবশেষে গত ১৩ জুলাই আফগানিস্তানের ফারইয়াব প্রদেশে খোরাসান বিজয়ী তালেবান মুজাহিদদের হাতে জাহান্নামের টিকেট ক্রয় করে এই মার্কিন ক্রুসেডার সন্ত্রাসী সেনা।

..

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ১৫ জুলাই আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ৮৫ এরও অধিক আফগান সেনা নিহত ও আহত হয়।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদগণ ১৫ জুলাই আফগানিস্তানের ফারইয়াব প্রদেশের "মুসা-খাইল" অঞ্চলে পৃথক দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল অভিযানের ফলে "শামারযাদ" এলাকায় নিয়োজিত আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২৮ সদস্য নিহত এবং আরো ৩০ সদস্য আহত হয়।

অন্যদিকে হামচান এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় নিহত হয় আরো ২৭ সেনা ও পুলিশ সদস্য। আলহামদুলিল্লাহ্ উভয় স্থানে মুরতাদ বাহিনী হতে ৪টি পোস্ট বিজয় করতে সক্ষম হয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

--

১৪ই জুলাই,২০১৯

বর্তমানে দেশের সর্বত্রই চলে বেপরোয়া চাঁদাবাজি। যার শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

প্রথম আলোর বরাতে জানা যায়, মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ঘাট এলাকায় ট্রাফিক পুলিশ ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থার (বিআইডব্লিউটিসি) কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে বেপরোয়া চাঁদাবাজির শিকার হচ্ছেন পণ্যবাহী ট্রাকচালক ও তাঁদের সহকারীরা। যার প্রভাব পড়ছে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস পারাপার ও ঘাটের সার্বিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে।

গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথ দিয়ে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার মানুষ যাতায়াত করে। বিআইডব্লিউটিসির হিসাবে, প্রতিদিন পাটুরিয়া ঘাট দিয়ে আড়াই হাজারের বেশি যানবাহন পার হয়। এর মধ্যে ছোট আকারের যানবাহনের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। পণ্যবাহী ট্রাকের সংখ্যা গড়ে সাড়ে আট শ।ঘাট এলাকায় দুই দিনের অনুসন্ধানের সময় অন্তত ৭০ জন ট্রাকচালক ও সহকারীর সঙ্গে কথা বলেন প্রথম আলোর দুই প্রতিবেদক। তাঁরা বলছেন, পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিসির কাউন্টারে চাঁদা না দিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি গাড়ির চাপ বেশি থাকলে কখনো কখনো এক থেকে দেড় দিন পর্যন্ত টার্মিনালে অপেক্ষা করতে হয়। নিয়ম হচ্ছে পণ্যবাহী প্রতিটি ট্রাক প্রথমে ঘাটের উত্তর পাশে স্থাপিত ওজন স্কেলে উঠে ওজন পরিমাপের পর বাঁ পাশের টার্মিনালে ঢুকবে। এরপর টার্মিনালের ভেতরে স্থাপিত কাউন্টারে টাকা জমা দিয়ে ক্রমিক নম্বরে স্লিপ নিয়ে সেখানেই অপেক্ষা করবে। টার্মিনাল থেকে নির্ধারিত ঘাটে যাওয়ার জন্য আলাদা পথ আছে। তাই এই অংশে ট্রাক কখনো মূল সড়কে উঠবে না। তবে বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত টার্মিনালের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থেকে দেখা যায়, অন্তত ১০টি ট্রাক ওজন স্কেল থেকে নেমে টার্মিনালে না ঢুকে সরাসরি মূল সড়কে উঠে যায়। আবার প্রবেশপথ দিয়ে টার্মিনালের ভেতরে থাকা ১৫ টির মতো ট্রাক নির্ধারিত সারিতে না গিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। প্রবেশপথের সামনেই তখন বেরিয়ে আসা ট্রাকচালকদের সঙ্গে চাঁদার পরিমাণ নিয়ে দর-কষাকষি করছিল সহকারী শহর উপপরিদর্শক (এটিএসআই) আবদুর রশিদ ও ট্রাফিক কনস্টেবল মো. জাকারিয়া। পরে সমঝোতার ভিত্তিতে একটি একটি করে ট্রাক ছেড়ে দিচ্ছিল।

ঘাট এলাকায় চাঁদাবাজিতে পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে দালাল চক্র। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরাই ট্রাকচালকদের সঙ্গে পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। গত বৃহস্পতিবার সকালে ট্রাকচালক ও তাঁদের সহযোগীদের সঙ্গে কথা বলার সময় সেখানে মতিন নামের এক ব্যক্তি তাঁদের শাসাতে থাকে। পরে জানা যায়, সে ঘাট এলাকার দালাল। সক্রিয় দালালদের মধ্যে আরও আছে সুকুমার, সোহরাব, জনি, মজনু, বাবুল, রফিক, মতিন প্রমুখ। এ ছাড়া ওই গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বিআইডব্লিউটিসির পাঁচজন কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিআইডব্লিউটিএর একজন পরিদর্শক এবং ট্রাফিক পুলিশের কয়েকজন পরিদর্শকের নামও আছে।

গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথ দিয়ে ২১টি জেলার মানুষ যাতায়াত করে। প্রতিদিন পাটুরিয়া ঘাট দিয়ে আড়াই হাজারের বেশি যানবাহন পার হয়। ছোট আকারের যানবাহনের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি । পণ্যবাহী ট্রাকের সংখ্যা গড়ে সাড়ে আট শ । পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিসির কাউন্টারে চাঁদা না দিলে টার্মিনালে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। পাটুরিয়া ঘাটে দৈনিক চার লাখ টাকা চাঁদাবাজি হয়।

সূত্রমতে, দৈনিক এই ঘাট থেকে আদায় করা চাঁদার পরিমাণ চার লাখ টাকার বেশি। যার ভাগ ট্রাফিক পুলিশের সদস্য থেকে শুরু করে বিআইডব্লিউটিসির কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও দালাল সবাই পায়। আর এসবই করা হয় ঘাট এলাকায় স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ রেখে।

সূত্র: প্রথম আলো

--

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে গেস্টরুমে প্রথম বর্ষের ২৫ জন শিক্ষার্থীকে মারধর করেছে ছাত্রলীগ। এতে মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন মনিরুল ইসলাম নামে এক শিক্ষার্থী।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরই রাত দেড়টার দিকে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিয়াউর রহমান আসেন।

শিক্ষার্থীদের মারধরের বিষয়ে তিনি বলেন, এমন একটা ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি।

মারধরকারীরা হল সংসদের এজিএস আবির হোসেনের অনুসারী।

জানা গেছে, বুধবার দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রলীগের এক কর্মসূচিতে না যাওয়ায় ওইসব ছাত্রকে গেস্টরুম (ম্যানার শেখানোর নামে মানসিকভাবে হেনস্তা করার আসর) ডাকে ইমিডিয়েট সিনিয়র পলিটিক্যাল ভাইয়েরা। এ সময় যারা প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিল না তাদের রাতে রুমে ঘুমাতে নিষেধ করা হয় এবং তাদের রুমমেটদেরও বলে দেওয়া হয়, তারা যাতে রুমে ঢুকতে না পারে। কিন্তু বড় ভাইদের নিষেধ অমান্য করে ওই শিক্ষার্থীদের রুমে ঘুমাতে দেয় তাদের রুমমেটরা।

নেতাদের নির্দেশ অমান্য করা এবং প্রোগ্রামে উপস্থিত না থাকায় ক্ষিপ্ত হয়ে শনিবার রাতে হলের ২১২ নম্বর রুমে গেস্টরুম করে প্রায় ২৫ জন প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীকে মারধর করা হয়।

আহত শিক্ষার্থীরা সবাই বিভিন্ন বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী এবং জিয়াউর রহমান হলের বাসিন্দা। এর মধ্যে গুরুতর আহত মুনিরকে আজ রবিবার ঢাবি চিকিৎসাকেন্দ্রে নেওয়া হয়।

এভাবেই ক্ষমতাশীল দল আওয়ামী লীগের এই অংশটি দেশের প্রতিটা স্থানে ক্ষমতার অপব্যাবহার করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

আর বর্তমানে এই ছাত্রলীগ দেশের জনগণের কাছে একটি সন্ত্রাসী দল হিসাবে আতঙ্ক হয়ে উঠেছে।

সূত্র: জাগোনিউজ২৪.কম

--

ওমর ইবনে মুখতার ইবনে ওমর আল মানফী (রহ.) ১৮৫৮ ঈসায়ী ›বারকারচঅন্তর্বতী জাবালে আখাদ্বারেচ অবস্থিত বুত্বনান এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরিপূর্ণ ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেন । তিনি ছিলেন খুবই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি এবং কোরআন সুন্নাহর আদর্শে আদর্শবান।

শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। হজ্জের সফরে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর শাইখ হুসাইন আল গারইয়ানীর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন তিনি। নিজ মেধা ও বিচক্ষণতায় শৈশবেই সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মেধার কারণে জাগবুব কলেজের শিক্ষক মণ্ডলী তাকে বেশ গুরুত্ব দিতেন। তিনি জাগবুব কলেজে আট বছর পড়াশোনা করে উস্তাদদের কাছ থেকে শরিয়তের বিভিন্ন ইলম অর্জনে নিজেকে সিক্ত ও পরিতৃপ্ত করেন।

তিনি ছিলেন মাঝারী উচ্চতা ও ঘন দাড়ি বিশিষ্ট। তাঁর ঠোটে সর্বদা মুচকি হাঁসি লেগে থাকতো। চেহারায় ছিল গাম্ভীর্যের ছাপ। তাঁর কথা ছিল খুবই ভারসাম্যপূর্ণ-আবেগময় যা শুনতে মানুষ কখনো বিরক্তিবোধ করতো না। তাঁর কথায় আঞ্চলিক টান ছিল। আওয়াজ ছিল খুব উঁচু ও স্পষ্ট।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১১ ঈসায়ী ইতালি লিবিয়া দখল করতে তাদের নৌবাহিনী প্রেরণ করে। শহীদ ওমর মুখতার (রহ.) তাদের প্রতিরোধ করতে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেন। একের পর এক গেরিলা হামলা চালিয়ে তাদেরকে নাজেহাল করে ছাড়েন। ফলে তিনি ইতালির মানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। তাদের পত্রিকাগুলোতে জোরেশোরে তাঁকে নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। ইতিমধ্যে ওমর মুখতার ও তাঁর সহযোদ্ধাদের হাতে ধারাবাহিক পরাজয়ের ফলে চারজন ইতালীয় শাসকের ক্ষমতার পালাবদল হয়। ফলে ওমর মুখতার (রহ.) ইতালিয়ানদের দুঃস্বপ্নে পরিণত হন।

এদিকে ওমর মুখতারের একের পর এক বিজয়ে ইউরোপে ইতালীয়দের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। তাই, ওমর মুখতার ও তাঁর সঙ্গীদের রুখতে ফ্যাসিস্ট মসোলিনী নিজেই এগিয়ে আসে।

সে যুদ্ধাপরাধী গ্রাজিয়ানিকে লিবিয়া অভিমুখে প্রেরণ করে। সে সেখানে এমন সব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে যার নজির তৎকালীন বিশ্বে ছিল না। সে মিসর-লিবিয়া সীমান্তে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করে, যেন মিশর থেকে লিবিয়ার মুজাহিদদের কাছে কোন সাহায্য আসতে না পারে। এমন পরিস্থিতিতে শহীদ ওমর মুখতার (রহ.) বাকী মুজাহিদগণকে নিয়ে লিবিয়ার উত্তপ্ত মরুভূমিতে ঘাঁটি স্থাপন

করেন । তাঁদেরকে ধাওয়া করতে আসা আগ্রাসী বাহিনীর জন্য মরুভূমিকে মরণ ফাঁদে পরিণত করা হয়। ফলে লিবিয়া ভূখণ্ড ইতালীয়দের জন্য অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করে।

শহীদ ওমর মুখতার (রহ.) নিজের জীবনের সময়টাকে দুইভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি দিনের বেলা জিহাদ করতেন আর রাতের বেলা ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের দিনগুলোতেও প্রতি সপ্তাহে তিনি একবার কোরআন শরীফ খতম করতেন। সাধারণত দৈনিক মাত্র দুই বা তিন ঘন্টা ঘুমাতেন।

একদিন হযরত ওমর মুখতার ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমিতে পথ চলছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর উপর আক্রমণ করা হয়। তাঁর ঘোড়া আহত হয়। তিনি মরুভূমির উত্তপ্ত বালির উপর ছিটকে পড়েন এবং গুরুতরভাবে আহত হন। হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এবং এক জনবসতিতে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ঈসায়ী, শহীদ ওমর মুখতার (রহ.) লিবিয়ার উপকূলে একটি এলাকায় অবস্থা করছিলেন। সে সময় ইতালীয়রা তাঁকে অবরোধ করে ফেলে এবং বন্দী করে।

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ঈসায়ী, সন্ধ্যা পাঁচটার সময় মিথ্যা অভিযোগের উপর ভিত্তি করে তড়িঘড়ি করে তাঁর ফাঁসির রায় ঘোষণা করা হয়। রায়ের পূর্বেই ইতালীয় সৈন্যরা ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে রেখেছিল। রায় ঘোষণার পরের দিন ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ঈসায়ী, বুধবার সকালের মধ্যে ফাঁসির রায় কার্যকর করার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই লক্ষ্যে সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর সকল সদস্য এবং দেশের সকল কয়েদি ও হাজতির পাশাপাশি আরো বিশ হাজার অধিবাসীকে ফাঁসির মঞ্চের চারপাশে জড়ো করা হয়।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ঈসায়ী, সকাল ৯টার সময় হাতে বেড়ি পড়া অবস্থায় ওমর ইবনে মুখতারকে জল্লাদের হাতে সোপর্দ করা হয়। ফাঁসির মঞ্চে উঠানোর পর আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে জঙ্গি বিমান মহড়া দিতে থাকে। শহীদ ওমর মুখতার (রহ.) এর কাছাকাছি যারা ছিলেন তাদের অনেকে বলেছেন,

ফাঁসির মঞ্চে উঠানোর পর তিনি মৃদু আওয়াজে নামাজের আযানের মতো আযান দিচ্ছিলেন।চআবার অনেকে বলেছেন, তিনি বিড়বিড় করে কোরআনের সূরা ফজরের শেষ আয়াতগুলো পড়তেছিলেন-

يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعى الى ربك راضية مرضية. فادخلى في عبادى. وادخلى جنتى.

:হে পবিত্র আত্মা! তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে। (সূরা আল ফজর)

সর্বশেষ , কালিমা শাহাদাত পড়তে পড়তে শাহাদাত বরণ করেন।

اشهد أن لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

তাঁর জীবনের কিছু দিক

শহীদ ওমর মুখতার (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে- তিনি এক কাফেলার সাথে বনের মধ্য দিয়ে সুদান যাচ্ছিলেন। কাফেলার একজন কাছাকাছি একটি ক্ষুধার্ত সিংহ থাকার বিষয় নিশ্চিত করে। কাফেলার লোকজন প্রস্তাব করল যে, এটির হামলা থেকে বাঁচতে এর সামনে একটি উট ছেড়ে দেয়া হোক। এতেই সিংহ সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। ওমর মুখতার তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন- দুর্বলের পক্ষ থেকে সবলকে ঘোষ দেয়ার প্রথা মানবসমাজে বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং একটি হিংস্র প্রাণীর ক্ষেত্রে এটি কী করে বৈধ হতে পারে!!

ওমর মুখতার বললেন, আল্লাহর কসম! এতে লাঞ্চনা ও অপমানের গন্ধ রয়েছে। আল্লাহর কসম! এটি যদি আমাদের উপর আক্রমণ করতে আসে, তাহলে তলোয়ারের আঘাতে একে দ্বিখণ্ডিত করা হবে। এর সামান্য পর আচমকা সিংহটি সামনে এসে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। ওমর বিন মুখতারও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সুকৌশলে তিনি এটিকে হত্যা করলেন। অন্যান্য কাফেলাকে দেখানোর জন্য এর চামড়া উঁচুতে ঝুলিয়ে তারপর আবার যাত্রা শুরু করলেন।

পরবর্তীতে যখনই এ ঘটনাটি তাকে বলা হতো, তখন তিনি বলতেন-

...وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى

যখন তুমি নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলে, তখন কিন্তু তুমি নিক্ষেপ করনি। বরং আল্লাহ তাআলাই নিক্ষেপ করেছেন। (সূরা আনফাল)

তাঁর উপাধী:

শহীদ ওমর মুখতারের উপাধী ছিল-

শাইখুল মুজাহিদীন ,শাইখুশ শুহাদা এবং

আসাদুস সাহরা বা মরুর সিংহ।

--

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ১৩ই জুলাই দেশটির রাজধানী মোগাদিশুর "আলিশা" এলাকায় সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর বিষেশ ফোর্সের উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর ৬ সেনা নিহত এবং ২ সেনা আহত হয়। এসময় মুচাহিদদের বোমা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ট্যাংকও ধ্বংস হয়ে যায়।

--

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ গত ১২ জুলাই শুক্রবার সিরিয়ার আলেপ্পো সিটির "হারিশাহ্" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে এক অসাধারণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আল-কায়দার জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ৫ নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী সেনা এবং ১ কমান্ডার নিহত হয়।

--

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের চালিয়াতলী এলাকায় এক চাকরিজীবি তরুণী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ১৩/১৪ একদল যুবক গত ৭ জুলাই পাহাড়ে ওই তরুণীকে তুলে নিয়ে এই ঘটনা ঘটায়।
এরই মধ্যে ধর্ষিতার পরিবার অভিযোগ নিয়ে দুইবার থানায় গেলেও স্থানীয় দুই ইউপি মেম্বারের বাধার কারণে থানায় অভিযোগ দিতে পারেনি। অভিযোগ উঠেছে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে একটি প্রভাবশালী মহল। এমনকি তাকে এক জায়গায় আটকে রাখারও অভিযোগ উঠেছে।

ধর্ষিতার বরাত দিয়ে মাতারবাড়ী সিএনজি লাইনম্যান রশিদ জানায়, ধর্ষণের শিকার মেয়েটি গত ৭ জুলাই সকাল ১০টার দিকে চালিয়াতলী স্টেশনের এসে নামে।

মেয়েটির দাবি, ভাড়া নিয়ে তার সাথে কথা কাটাকাটি এক পর্যায়ে সেখানে জড়ো হন আমির সালাম, এনিয়া ও সিএনজি চালক আদালত খাঁ (পরে চিহ্নিত)। ভাড়ার সমস্যা মিটে গেলে অন্যান্য লোকজন চলে যায়। কিন্তু সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে ওই তিনজন মিলে মেয়েটিকে চালিয়াতলী বালুর ডেইল পাহাড়ি ঝিরি দিয়ে নিয়ে যায়। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

সিএনজি চালক ওসমানসহ আরো ১১জন যোগ দেয়। পরদিন ৮ জুলাই ভোরের শেষ মুহূর্তে মাতারবাড়ি-চালিয়াতলী সড়কের দরগাহঘোনা স্থানে মেয়েটিকে দেখতে পান স্থানীয় সুজন নামে এক মৎস্য ঘের ব্যবসায়ী। তখন মেয়েটি ছিলো অনেকটা ভীত-সন্ত্রস্ত এবং পোশাক ছিলো অস্বাভাবিক। এই অবস্থায় মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে তার কারণ জানতে চান মৎস্য ঘের ব্যবসায়ী সুজন।

মেয়েটি তাকে জানান, পাহাড়ে আটকে রেখে ১৪জন মিলে তাকে রাতভর ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণের পর তার বোরকা, হাতব্যাগ, ঘড়ি কেড়ে নেয় ধর্ষকেরা। অভিযোগ উঠেছে, রশিদের মাধ্যমে ম্যানেজ হয়ে মেম্বার লিয়াকত আলী ও মহিলার মেম্বার শামীমা ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করছে।

ঘটনা মীমাংসার জন্য শালিসের ব্যবস্থা করে দুই মেম্বার। দুই দফা শালিস বসান এবং মেয়েটিকে জিম্মায় নেয় শামীমা। সর্বশেষ গত ১০ জুলাই বিকালে চূড়ান্ত শালিসের বৈঠক মেম্বার লিয়াকত আলীর অফিসে। এসময় গনধর্ষণের শালিসের রায়ে কয়েকজন ধর্ষণকারীকে লাঠিপেটা ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে, সাধারণ মানুষের চাপের মুখে ভয়ে রয়েছে ঘটনার ধামাচাপার চেষ্টাকারীরা। তারা ঘটনাটি পুরোদমে মিটিয়ে ফেলতে নানাভাবে চেষ্টা-তদবির অব্যাহত রেখেছে। এর অংশ হিসেবে ধর্ষিতাকে মাতারবাড়ির মহিলা মেম্বার শামীমার বাড়িতে হেফাজতর নামে আটকে রাখা হয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাই চাপে ও ভয়ে আইনী আশ্রয় নিতে পারছে না ধর্ষিতার পরিবার।

ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর মেয়েটি মাতারবাড়ির মহিলা মেম্বার শামীমার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শামীমাকে মা ডেকে বিষয়টি তাকে জানান। পরে মেম্বার শামীমা মেয়েটিকে নিয়ে চালিয়াতলীর মেম্বার লিয়াকত আলীর কাছে যান। তখন লিয়াকত আলী টাকার বিনিময়ে ঘটনাটি মীমাংসার প্রস্তাব দিলে তা মেনে নেন মেম্বার শামীমা। তবে টাকার অংক নিয়ে তাদের মধ্যে বনিবনা হয়নি।

জানতে চাইলে চালিয়াতলী এলাকার মেম্বার লিয়াকত আলী বলেন,ধর্ষণের ঘটনাটি সত্য। এটি একটি ন্যাক্কাজনক ঘটনা। কিছু সিএনজি চালকসহ কয়েকজন নষ্ট ছেলে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ঘটনার মুলহোতা মাতারবাড়ী সিএনজি লাইনম্যান রশিদ।

সামাজিক আবহমান ঘটনা বিশ্লেষকগণ বলছেন, দেশে এখন কেউ নিরাপদ নয়। দেশে ধর্ষণ, হত্যা বিশেষ করে শিশু ধর্ষণ ও হত্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে সমগ্র জাতি উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে ধর্ষণ-হত্যা জাতীয় সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। দেশে ধর্ষণ-খুন যেন মহামারি আকার ধারণ করেছে। শুধু তাই নয় ধর্ষণ-যৌন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তের ঘটনার প্রতিবাদ করায় হামলারও শিকার হতে হচ্ছে।

তারা আরো বলেছেন, সমাজে খুন-ধর্ষণ ও নিপীড়ন বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে এবং এতে তারা সাহসী হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে বেপরোয়া অপরাধ করছে। আমরা মনে করি, এ পরিস্থিতি থেকে বের হতে হলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ইসলামি বিধান মোতাবেক পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং অপরাধীকে যথাযথ সাজা দেয়ার বিকল্প নেই।

--

আফগানিস্তানের মায়দান-ওয়ার্দাক প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় ৫ মার্কিন সেনা নিহত ও আহত হয়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় ১৩ জুলাই আফগানিস্তানের মায়দান-ওয়ার্দাক প্রদেশের "সায়দাবাদ" শহরে ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি ট্যাংক লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ, তালেবান মুজাহিদদের উক্ত সফল বোমা হামলায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর একটি ট্যাংক সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং ২ মার্কিন ক্রুসেডার নিহত ও আরো ৩ ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়।

--

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের বিশেষ ফোর্সের জানবায মুজাহিদগণ ১৩ জুলাই পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "শাউয়াল" নামক এলাকায় নাপাক সেনাদের একটি কাফেলাকে টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালান।

আলহামদুলিল্লাহ, তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল বোমা হামলায় ৩ পাকি সেনা নিহত এবং আরো বেশ কিছু সেনা আহত হয়।

এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ২টি রাইফেল ও অনেক গুলি গনিমত লাভ করেন।

--

১৩ই জুলাই,২০১৯

১৩..

আল্লাহু আকবার কাবীরা।
গত ১২ই জুলাই সোমালিয়ায় আল-কায়দা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের ৪ জন জানবায মুজাহিদের এক অসাধারণ হামলায় ১৩ ক্রুসেডারসহ ১০০ এরও অধিক কুফফার ও মুরতাদ সেনা হতাহত হয়।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, গত ১২ জুলাই দক্ষিণ সোমালিয়ার কাসমায়ু শহরে অবস্থিত "আসয়াসী" নামক একটি সামরিক হোটেলকে অবরুদ্ধ করে সন্ধ্যা বেলা হতে অভিযান শুরু করেন মুজাহিদগণ। হোটেলটিতে এসময় ক্রুসেডার আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, চীন, কেনিয়া, তানজেনিয়া এবং সোমালিয়ার অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার ও সেনা কর্মকর্তারা অবস্থান করছিল, আর এমন উত্তম একটি সময়কেই হামলার জন্য বেছে নিয়েছিলেন হারাকাতুশ শাবাবের ইনগিমাসী মুজাহিদগণ।

ঐদিন সন্ধ্যা হতে শুরু হওয়া উক্ত অভিযান ১৬ ঘন্টা পার হওয়ার পর সমাপ্ত ঘোষণা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। আর এই ১৬ ঘন্টার অসাধারণ ও সফল অভিযানে কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন মাত্র ৪ জন আল-কায়দার জানবায ইনগিমাসী মুজাহিদ।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল ও বরকতময়ী অভিযানের ফলে ৪০ এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ নিহত হয়। নিহতদের মাঝে সরকারী অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, গোয়েন্দা, সেনাকর্মকর্তা এবং ১২ ক্রুসেডার নিহত হয়। নিহত ১২ ক্রুসেডারদের মধ্যে ব্রিটেনের ২, আমেরিকার ২, কানাডার ১, চীনের ২, কেনিয়ার ৩ এবং তানজেনিয়ার ৩ নাগরিক রয়েছে, তবে এই সংখ্যা আরো বাড়বে বলেই মন্তব্য করছেন সাংবাদিকরা।

এছাড়াও মুজাহিদদের উক্ত সফল ইনগিমাসী হামলায় আহত হয় ৬০ এরও অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সদস্য।

--

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গতকাল ১২ জুলাই আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশের "মুসা-খাইল" এলাকায় একটি সফল ও বরকতময়ী অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, তালেবান মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ১৬ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত এবং ৩০ আফগান মুরতাদ সেনা গুরুতর আহত হয়।

বিপরীতে মুরতাদ আফগান বাহিনীর হামলায় ইনশাআল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন ১জন তালেবান মুজাহিদ এবং আহত হন আরো ৩জন জানবায মুজাহিদ।

--

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের (ঞঞচ) স্নাইপার গ্রুপের মুজাহিদগণ গতকাল ১২ জুলাই দেশটির বাজুর এজেন্সীতে মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে একটি সফল স্নাইপার হামলা চালান।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল স্নাইপার হামলায় এক নাপাক সেনা নিহত হয়।

--

সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটিতে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া জোট বাহিনী ও মুজাহিদদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে ২৭০ এরও বেশি কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী নিহত ও আহত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সম্মিলিত হামলায় নিহত হয় ১২০ এবং আহত হয় আরো ১৫০ কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনীর সদস্য। মুজাহিদদের এই সম্মিলিত অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছেন তাহরিরুশ শাম, তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি, তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন (সাথে তাদের জোটের মুজাহিদগণ)সহ বেশ কিছু মুজাহিদ ও বিদ্রোহী গ্রুপ। আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সদস্যরা প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে হামা সিটির বেশ কিছু এলাকা ইতিমধ্যে নুসাইরী বাহিনী হতে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আল-হামিমা এলাকা। এছাড়াও বর্তমানে মুজাহিদগণ কার্নায বিজয়ের জন্য তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

এর আগে গত ৯ জুলাই হুররাসুদ-দ্বীনের এক অসাধারণ হামলায় নিহত ও আহত হয় ২০০ এরও অধিক কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনী।

--

গাজীপুরের শ্রীপুরে নোমান শিল্প গ্রুপের জারবা টেক্সটাইল মিলের কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে আটজন দগ্ধ হয়েছেন। গুরুতর আহত চারজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের মাওনা উত্তর পাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ দুর্ঘটনায় পাঁচজন দগ্ধ ও তিনজন আহত হয়েছেন। দগ্ধরা হলেন- রংপুরের গঙ্গাচরা উপজেলার বাদশা মিয়ার ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৫), মিজান (২৭), সাইফুল (২৬), সজীব (২৮) ও হাফিজ (৩০)। এ ছাড়া আহত হয়েছেন আরও তিনজন। তারা হলেন- কারখানার রক্ষণাবেক্ষণ অফিসার বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার আব্দুর রউফ হাওলাদারের ছেলে রিপন মিয়া (৩০), রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার শফিকুল ইসলামের ছেলে কারখানার সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার খলিল মিয়া (২৪) ও বরগুনার আমতলী উপজেলার ইসমাইল গাজীর ছেলে কারখানার ফায়ার অফিসার সিদ্দিকুর রহমান (৩৮)।

আল-ফাতাহ অপারেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই দলে দলে আফগান সামরিক বাহিনীর সদস্যদের আত্মসমর্পণ ও তালেবানদের সাথে যোগ দেওয়ার মাত্রা আগের যেকোন বছরের তুলানায়ই কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তালেবানদের গত জুন মাসের এক রিপোর্টের পরিসংখ্যান হতে জানা যায় যে, শুধু গত জুন মাসেই তালেবানদের সাথে যোগ দিয়েছে ৯৭৭ আফগান সেনা ও পুলিশ সদস্য। এছাড়াও তালেবানদের হাতে বন্দী ও আত্মসমর্পণ করা সেনার সংখ্যাও কম নয় বলে প্রতিবেদনটি হতে জানা যায়।

--

বগুড়ার ধুনটে পাওনা ৬০ হাজার টাকা চাওয়ায় কোহিনুর খাতুন (৪২) নামে এক ক্ষুদ্র নারী ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে আহত করেছে এএসআই শাহানুর রহমান।

চিকিৎসাধীন কোহিনুর খাতুন জানান, এএসআই শাহানুর কৌশলে তার কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন টাকা ফেরত না দেয়ায় তাকে উকিল নোটিশ দিয়েছিলাম। নোটিশ পেয়ে শাহানুর টাকা দেয়ার কথা বলে শুক্রবার আমাকে থানায় নিয়ে মারধর করে।

জানা যায়, বগুড়া শহরের নাটাইপাড়া বৌবাজার এলাকায় জাবেদ আলীর মেয়ে স্বামী পরিত্যক্তা কোহিনুর খাতুন জজকোর্টের সামনে ভাত বিক্রি করেন। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামের হবিবর রহমানের ছেলে এএসআই শাহানুর রহমান ২০১০ সালে বগুড়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে কর্মরত ছিল।

ওই সময় কোহিনুরের সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠে। তিনি কোহিনুরের বাসায়ও যাতায়াত করত। এই সুবাধে শাহানুর তার কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা ধার নেয়। এরই মধ্যে ২০১৬ সালে এএসআই শাহানুর ধুনট থানায় বদলি হয়ে যায় এবং কোহিনুরের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

পাওনা টাকা না পেয়ে কোহিনুর কয়েকদিন আগে এএসআই শাহানুরকে উকিল নোটিশ দেয়। নোটিশ পেয়ে টাকা ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কোহিনুরকে শুক্রবার ধুনট থানায় যেতে বলে। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে কোহিনুর ধুনট থানায় যায়। টাকা চাইলে শাহানুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে।

কোহিনুরের সঙ্গে তার বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে কোহিনুরকে পিটিয়ে আহত করে। পরে কোহিনুর ধুনট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে গেলে সেখানেও তাকে মারধর করা হয়। খবর পেয়ে স্থানীয়রা এগিয়ে আসে এবং পরে সেখানেই তাকে ভর্তি করা হয়।

ধুনট থানার ওসি ইসমাইল হোসেন জানান, পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে ওই নারী শুক্রবার থানার পাশে মহিলা কলেজের সামনে এসেছিল। এক পর্যায়ে এএসআই শাহানুর তাকে চড়থাপ্পড় দেয়।

--

নির্যাতিত উম্মাহর কান্নার আওয়াজ, উম্মাহর রাহবারদের দিকনির্দেশনা, উম্মাহর বীর সন্তানদের বিজয়ের সংবাদ বাংলার মুসলিম সমাজে পৌঁছে দিচ্ছেন সত্যানুসারী মুজাহিদিন মিডিয়াগুলো ।

মুজাহিদিন মিডিয়ার এসকল কর্মকাণ্ড পছন্দ নয় তাগুতদের। তারা চায় মুসলিমদের উপর হওয়া নির্যাতনের খবরগুলো চাপা পড়ে যাক, খেলাফত পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে উম্মাহর কল্যাণে নিজেদের জীবন বিপন্নকারী মুজাহিদগণের সুখ-দুঃখের সংবাদগুলো উম্মাহর কানে না পৌঁছাক। সর্বোপরি তারা হলুদ মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে মুজাহিদগণকে উম্মাহর কাছে জঙ্গী-সন্ত্রাসী প্রমাণ করার যে হীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে অনেকটা বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন মুজাহিদিন মিডিয়াগুলো। তাই, এসকল তাগুতগোষ্ঠীর দেহ-মনে আগুন লেগে গেছে, তাদের ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদসংস্থা আনন্দবাজার এর একটি রিপোর্ট থেকে এমনই বুঝা যায়।

গত ১২ই জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় জঙ্গিদের জন্য বাংলা ভাষায় আল কায়েদার আচরণবিধি! শিরোনামে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে তারা মুজাহিদগণের মিডিয়াগুলোর ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করেছে। তারা আল-ফিরদাউস মিডিয়া ফাউন্ডেশন থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি প্রকাশনার বিষয়টি উল্লেখ করে বাংলা ভাষায়

আল-কায়েদার প্রচারণার বিষয়টি সামনে এনেছে। তবে, চরম হাস্যকর বিষয় হলো- সারাজীবন মিথ্যাচার করে আসা এসকল মিডিয়াগুলোর বুঝ ক্ষমতাও অতি সংকীর্ণ এবং নিজেদেরকে জ্ঞানী জাহির করে অহংকার প্রদর্শন করা এসকল হলুদ মিডিয়াগুলো মুজাহিদিনের ব্যাপারে চরমমাত্রায় অজ্ঞ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আনন্দবাজারের রিপোর্টটিতে বলা হয়, ভারতীয় উপমহাদেশের জিহাদি মুজাহিদিনদের জন্য আদর্শ আচরণবিধি প্রকাশ করল আল কায়েদা। বাংলা ভাষায় ওই আচরণবিধি একটি অডিও বার্তার মাধ্যমে প্রকাশ করল আল কায়েদা।

অথচ, বাস্তবতা হলো- এই আচরণবিধি আল-কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশ কর্তৃক আরো প্রায় ২ বছর আগেই বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৭ সালের জুন মাসে আল-কায়েদা উপমহাদেশের বাংলাদেশ শাখার অফিসিয়াল ফোরাম দাওয়াহ ইলাল্লাহতে আচরণবিধিটি পোস্ট করা হয়। এখন কেবল আচরণবিধি রেকর্ড করে অডিও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

তারপর রিপোর্টটিতে আরো বলা হয়, আফগানিস্তানে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের এক জিহাদি আল কায়েদার হয়ে লড়াই করতে গিয়ে শহিদ হয়। তার নামে গজল তৈরি করে প্রচার করা হচ্ছে।

অথচ, যে গজলটির কথা তারা বলছে, সেটি মুজাহিদ ভাই সাদ্দাম রহিমাহুল্লাহ এর নামে তৈরি করা হয়নি, বরং তিনি নিজেই গজলটি গেয়েছিলেন।

এছাড়াও, সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া আল-কায়েদার সম্মানিত আমীর হাকিমুল উম্মাহ শায়খ আইমান আল-জাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ এর কাশ্মীর বিষয়ে একটি ভিডিও বার্তার ব্যাপারেও মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে হলুদ মিডিয়াগুলো। ভিডিও বার্তাটি প্রকাশ করেছিল আল-কায়েদার অফিসিয়াল প্রচারমাধ্যম আস-সাহাব মিডিয়া। ভিডিওতে সুস্পষ্টভাবেই আস-সাহাব মিডিয়া এর নাম উল্লেখ করা ছিল। কিন্তু, হাস্যকর বিষয় হচ্ছে হলুদ মিডিয়াগুলো আস-সাহাব মিডিয়া এর স্থানে আল-শাবাব মুজাহিদিন এর নাম প্রচার করে বলেছে, আল-শাবাব মুজাহিদিন (উল্লেখ্য, হারকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকান শাখা) নাকি ভিডিও বার্তাটি সামনে এনেছে।

এভাবেই কেবল ধারণার উপর ভিত্তি করে হলুদ মিডিয়াগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুজাহিদিনের ব্যাপারে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে আসছে, যেন মুজাহিদগণের প্রতি জনমনে খারাপ ধারণা জন্মায়। আর, যেহেতু মুজাহিদগণের মিডিয়াগুলো তাদের সেসকল মিথ্যা প্রচারণার বিরোধীতা করেন এবং সত্য খবর প্রচার করেন, তাই তারা মুজাহিদগণের প্রচারণা বন্ধেরও সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরও মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও অনুগ্রহে মুজাহিদগণ উম্মাহর কাছে সত্য বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যথাসাধ্য আঞ্জাম দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ফলে, তাগুত বাহিনীর ঘুমও হারাম হয়ে গেছে, যা বুঝা যায় আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশিত রিপোর্টে।

লেখক: খালিদ মুন্তাসির, সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ ।

--

ভারি বর্ষণ ও ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে তিস্তা নদীর পানি বিপৎসীমার ২০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানির চাপ কমাতে তিস্তা ব্যারাজের ৪৪টি গেট খুলে দেয়া হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার (১২জুলাই) সকাল ৯টায় থেকেই দোয়ানি পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপৎসীমার ২০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এছাড়া সুনামগঞ্জে সুরমা, লালমনিরহাটে তিস্তা ও ধরলা, নেত্রকোণায় সোমেশ্বরী, ফেনীতে মহুয়া কহুয়া, দিনাজপুরে পুনর্ভবা, আত্রাই, ছোট যমুনা, বান্দরবানে সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এসব নদীর পানি লোকালয়ে প্রবেশ করে ব্যাপক বন্যা দেখা দিয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ। কোনো কোনো স্থানে প্রবল বর্ষণে পানিবদ্ধতা দেখা দেয়ায় অনেকটা বন্দী অবস্থায় রয়েছেন সে এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তিস্তার তীরবর্তী নীলফামারীর ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের অন্তত ১৫টি চরগ্রাম ব্যাপকভাবে প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দি হয়েছে হাজার হাজার মানুষ।

এদিকে, বান্দরবান জেলার সঙ্গে সারাদেশের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে অনেক স্থানে সীমিত পরিমাণে ত্রাণ সরবরাহের খবর পাওয়া গেলেও অধিকাংশ মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

নীলফামারীতে টানা বর্ষণ ও উজানের ঢলে তিস্তা নদীর পানি বেড়ে বিপদসীমার ২০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে করে বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছে ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নের প্রায় তিন হাজার পরিবার। ভোররাত থেকে তিস্তা পাড়ের অধিকাংশ বাড়িঘরে পানি ঢুকে পড়ায় অনেকে তিস্তার বামতীর বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে।

ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ড বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পূর্বাভাস সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার ভোর থেকে তিস্তার পানি বাড়তে শুরু করে নীলফামারীর ডালিয়া তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টে।

সকাল ১০টা থেকে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার ২০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যারেজের সবকটি (৪৪টি) কপাট খুলে রাখা হয়েছে।

এদিকে তিস্তা নদীপরিবেষ্টিত ডিমলা এবং জলঢাকা উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নের তিন হাজার পরিবারের বসতবাড়ীতে পানি উঠেছে।

টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ময়নুল ইসলাম জানান, বন্যায় তার ইউনিয়নের প্রায় ২ হাজার পরিবার পানিবন্দী রয়েছে। আমার ইউনিয়নের চরখড়িবাড়ি ও পূর্বখড়িবাড়ি দুই মৌজায় প্লাবিত হয়ে দুই হাজার পরিবার পানিবন্দি হয়েছে।

পানি যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে চরখড়িবাড়ি মৌজায় স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত দুই কিলোমিটারের বালুর বাঁধটি হুমকির মুখে পুড়েছে। যেকোনো সময় বাঁধটি বিধ্বস্ত হয়ে প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।চ

ডিমলা উপজেলার খালিশা চাপনী ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান আতাউর রহমান বলেন, ইউনিয়নের ছোটখাতা ও বাইশপুকুর গ্রামের প্রায় সারে চারশ পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

তিস্তা ব্যারাজের ভাটিতে খালিশাচাপানী ইউনিয়নের বাইশপুকুর গ্রামের স্কুল শিক্ষক বিপুল চন্দ্র সেন বলেন, নদীর পানি বাড়ার গতিতে গ্রামের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছেন।

জলঢাকার গোলমুন্ডা ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান তোজাম্মেল হোসেইন বলেন, বৃহস্পতিবার তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউনিয়নের হলদিবাড়ি ও ভবনচুর গ্রামের প্রায় দুই শতাধিক পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, টানা ভারী বর্ষণ ও উজানে ঢলে তিস্তা পানি বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিপদসীমার ২০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এদিকে, সুনামগঞ্জের তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, দোয়ারাবাজার ও সদর উপজেলার শতাধিক গ্রামের মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সুনামগঞ্জে ১৬৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

একই সঙ্গে বিকেলে ৩টায় সুরমা নদীর সুনামগঞ্জ ষোলঘর পয়েন্টে ৯৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

সুনামগঞ্জ শহরে সুরমা নদীর পানি প্রবেশ করেছে। এছাড়াও শহরের কিছু এলাকায় পানিবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

লালমনিরহাটে তিস্তা ও ধরলা নদীর চরাঞ্চলে বন্যা ও পানিবন্ধতা দেখা দিয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে ৫ হাজার পরিবার। তিস্তা ব্যারাজ দোয়ানী পয়েন্টে পানি বিপদ সীমার ৩ সে. মি. ওপর দিয়ে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই এমই আসছে। খরার মৌসুমে বাংলাদেশের মুখে থাকা টেপাইমুখি, ফারাক্কা, তিস্তাসহ সবগুলো বন্ধ করে রাখা হয়। ফলে বাংলাদেশের নদ নদী শুকিয়ে যায়। বাংলাদেশের কৃষকরা পানির অভাবে চাষাবাদ করতে পারে না। আবার বর্ষা মৌসুমে যখন নদীর পানি বেশি থাকে তখন বাধগুলো খুলে দেয়। ফলে ভারতে তেমন বেশি বন্যা হয় না। কিন্তু বিপুল বন্যায় তলিয়ে যায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল। কৃষকের লাগানো ফসল সব নষ্ট হয়ে যায়। গরিব জনগণের বাড়ি ঘর, গৃহপালিত পশু, সহায় সম্ভল সব শেষ হয়ে যায়। ভারত

এ কাজগুলো করছে এদেশে তাঁদের কিছু ক্ষসতালোভী দালালদের মাধ্যমে। যারা তাঁদের ক্ষমতা আর স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে জনগণের জান মালকে বলি বানাচ্ছে।

--

ভারতের উত্তর প্রদেশে আবারো হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসের শিকার হলেন মাদরাসা ছাত্ররা।

রাজ্যের উন্নাওয়ে মাদরাসা ছাত্রদের মারধর করেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন বজরং দলের নেতা কর্মীরা। শুধু তাই নয়, সে ছাত্রদের জোর করে বলানো হল জয় শ্রী রাম।

উন্নাওয়ে মাদরাসা দারুল উলুম ফৈজ-ই-আমের ১২-১৪ বছর বয়সি কয়কজন ছাত্র জয় শ্রী রাম বলতে না-চাওয়ায় তাদের ওপর হামলা চালায় বজরং দলের সন্ত্রাসীরা।

জানা যায়, মাঠে ক্রিকেট খেলছিল ওই ছাত্ররা। তখনই বজরং দলের কয়েকজন সন্ত্রাসী সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের জয় শ্রী রাম বলতে জোর করে। ছাত্ররা তা বলতে না-চাইলে তাদের ব্যাট ও উইকেট দিয়ে মারধর করে। জখম ছাত্রদের মধ্যে একজনের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে।

সূত্র: ইনসাফ টোয়েন্টিফোর ডটকম

--

আল-কায়দা অন্যতম আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ এর মুজাহিদগণ গত ৭ই জুলাই ইয়েমেনের বায়দা প্রদেশের "শাওকান" গ্রামে এক মুরতাদ/শিয়া হুতী সন্ত্রাসীর মোটরসাইকেল লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালান।

যার ফলে উক্ত শিয়া হুতী সন্ত্রাসীর মোটরসাইকেলটি আগুনে পুড়ে যায় এবং সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ সন্ত্রাসীর কাছে থাকা যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

--

ভারতের তামিল নাডুর নাগাপাট্টিনাম জেলায় মুহাম্মদ ফিসান নামে এক ২৪ বছর বয়সী মুসলিম যুবককে তারই গ্রামের ৪ উগ্র মুশরিক হিন্দু বর্বরোচিতভাবে হামলা করে। গত ১১ই জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার

দিকে কিলভেলোর পুলিশ স্টেশন এলাকায় পুরাভেচারি গ্রামে ঐ মুসলিম যুবককে নির্মমভাবে মারধর করে চার উগ্র হিন্দু। এসকল খবর জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদসংস্থা *দ্যা হিন্দু।*

সংবাদসংস্থাটি জানায়, মুহাম্মদ ফিসান গরুর মাংশ খাওয়ার ফটো তার ফেসবুক একাউন্টে আপলোড দেন। এরপরই, ঐ উগ্র মুশরিক হিন্দু সন্ত্রাসীরা তার উপর গাছের গুঁড়ি এবং লোহার রড নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে আহত হন মুহাম্মদ ফিসান। পরে, তাকে আহতাবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানায় বার্তাসংস্থা *দ্যা হিন্দু* ।

--

রাষ্ট্রের সবদিক আজ সন্ত্রাস আর দুর্বৃত্তায়নের কবলে। দেশের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ক্ষমতাসীনদের সন্ত্রাসী থাবা পড়েনি। এমনকি মানুষ গড়ার কারখানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও আজ সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। সরকারের ব্যর্থতার কারণেই সন্ত্রাস দিন দিন বেড়েই চলছে

সাধারণ শিক্ষার্থীরা আজ গুটি কয়েক গুণ্ডা-পাণ্ডার হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। তার একমাত্র কারণ সরকারের সুষ্ঠ বিচার ব্যবস্থা না থাকা। এ উদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রানের জন্য ছাত্র সমাজকে জ্ঞান ও চরিত্রের হাতিয়ার নিয়ে বলিষ্ঠভাবে মোকাবেলা করতে হবে।

শুক্রবার (১২ জুলাই) বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিসের উদ্যোগে শাখা দায়িত্বশীলদের নিয়ে ৩ দিনব্যাপী স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. আহমদ আব্দুল কাদের এসব কথা বলেছেন।

--

১২ই জুলাই,২০১৯

======

আল্লাহু আকবার কাবিরা, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

কুখ্যাত নুসাইরী সন্ত্রাসী বাহিনীর ২০টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বিজয়সহ ২০০ সেনাকে হতাহত করেছেন আল-কায়দার মুজাহিদগণ। বন্দী করা হয়েছে আরো ৪ সেনাকে।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ গত ৯ই জুলাই সিরিয়ার লাতাকিয়া সিটিতে বড় ধরণের এক অসাধারণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে ঐদিন সকাল ৯:০০টার সময় লাতাকিয়াতে তাদের এই অভিযানটি পরিচালনা শুরু করেন। যা দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যাবত স্থায়ী হয়।

মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও সাহায্যের ফলে মুজাহিদগণ খুব দৃঢ়তার সাথেই কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ শিয়া ও কুফ্ফার রাশিয়ান সেনাদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালিয়ে বড় ধরণের সফলতা লাভ করেন।

মুজাহিদগণ দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার উক্ত লড়াইয়ের মধ্যে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ শিয়া ও কুফ্ফার রাশিয়ান বাহিনী হতে ২০টি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পয়েন্ট দখল করতে সক্ষম হন। এসময় এসকল স্থানে অবস্থানরত ২০০ এরও অধিক কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া,কাফের/মুরতাদ সেনাকে হত্যা ও আহত করেন মুজাহিদগণ। বন্দী করেন আরো ৪ সেনাকে, ধ্বংস করেন কুফ্ফার বাহিনীর ২টিরও অধিক ট্যাংক ও সামরিকযান। এছাড়াও কুফ্ফার সেনাদের থেকে মুক্ত করা এলাকাগুলোর সকল ভারী, মাঝারি ও হালকা ধরণের যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন মুজাহিদগণ।

মুজাহিদদের এই বিজয়ে শোক-মাতম শুরু হয়ে গেছে নুসাইরীদের মধ্যে। দীর্ঘ একবছর যাবত এমন বড় ধরণের পরাজয়, এত অধিক পরিমাণ সেনা, এলাকা ও যুদ্ধাস্ত্র হারায়নি কুখ্যাত নুসাইরী বাহিনী। আল-কায়দার জানবায মুজাহিদগণ মাত্র কয়েক ঘন্টার যুদ্ধের মাধ্যমে নুসাইরী সন্ত্রাসী বাহিনীকে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও অনুগ্রহে এমন পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করাতে পেরেছেন, আলহামদুলিল্লাহ । মুজাহিদগণের এরূপ বিজয়ে আল্লাহর শাশ্বত যে নিয়ম অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসাকারীরা সংখ্যা বা অস্ত্রের স্বল্পতার কারণে পরাজিত হন না, এটাও প্রমাণিত হয়েছে পুনরায়। সকল প্রশংসা কেবলই আল্লাহর জন্য।

এই নিউজটির ফটো রিপোর্ট দেখুন- https://alfirdaws.org/2019/07/13/24681/

--

সর্বত্র আলোচনার ঝড় ব্ল্যাকমেইল করে অক্সফোর্ড হাইস্কুলের ২০-এর অধিক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের ঘটনা। তবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ঘটনার মূলহোতা বিদ্যালয়ের সহকারী সিনিয়র শিক্ষক আরিফুল ইসলাম। কীভাবে দিনের পর দিন সে শিক্ষার্থীদের ধর্ষণ করেছে, বিষয়টি টের-ই পেলো না কেউ। এ নিয়ে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ধিক্কার, চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে অভিভাবকমহল ও এলাকাবাসীর মধ্যে। চতুর আরিফ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাউকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে, কাউকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে আবার কাউকে ব্ল্যাকমেইল করে দিনের পর দিন তার শয্যাসঙ্গী করেছে। এরমধ্যে কারো বিয়ে হয়ে গেছে, কেউ অবিবাহিত। আবার কেউ মেয়ের সর্বনাশের বিষয়টি টের পেয়ে গোপনে মেয়েকে নিয়ে এলাকা ছেড়েছেন। আবার অনেকেই ঘটনা টের পেলেও লোক লজ্জার ভয়ে চুপ থেকেছেন।

আর এই সুযোগটিই কাজে লাগিয়েছে লম্পট আরিফ। শুধু তাই নয়, এ ঘটনায় পাঁচ শিক্ষার্থী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। গোপনে আরিফ তাদের ওষুধ খাইয়ে বাচ্চা নষ্ট করেছে। এখানেই শেষ নয়, ঘটনা যাতে প্রকাশ না পায় এ জন্য আপত্তিকর ভিডিও এবং ছবি সংরক্ষণ করে ভুক্তভোগীকে ভয় দেখিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখে আরিফ।

আরিফের লালসার শিকার কয়েক শিক্ষার্থীর ঘটনা:

এলাকাবাসী, ও অভিভাবকমহলের তথ্যমতে, আরিফের প্রথম শিকার ২০১৪ সালে ৭ম শ্রেণির এক ছাত্রী। তার সঙ্গে পরিচয় হয় আরিফের। এবং ধীরে ধীরে ওই ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। বিভিন্ন সময়ে আরিফ ওই ছাত্রীকে তার ফ্ল্যাটে ১০ থেকে ১২ বার ডেকে নেয়। এরমধ্যে ৪ থেকে ৫ বার শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখে আরিফ। দুইবার ওই শিক্ষার্থীর পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায়। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। পরে দুইবার পিল খাওয়ায় আরিফ। বর্তমানে ওই ছাত্রীর বয়স আঠারো।

আরেক ছাত্রী বর্তমানে বিবাহিত। সে আরিফের দ্বিতীয় শিকার। ২০১৫ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে আরিফ। ৯ম শ্রেণিতে পড়াকালীন তার সঙ্গে কৌশলে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে আরিফ। এরমধ্যে ২ থেকে ৩ বার ধর্ষণ করে। এক পর্যায়ে সেও অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। পরে আরিফ বাসায় তাকে ওষুধ খাইয়ে বাচ্চা নষ্ট করে। তবে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের মাধ্যমে বিয়ের পরও তিন্নির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে আরিফ।

তমা (ছদ্মনাম)র বর্তমানে বয়স ১৭। সে অবিবাহিতা। স্কুলে পড়াকালীন তাকে আরিফ ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে। এবং স্কুলের ৩য় তলায় ছাদে নিয়ে প্রায়ই আলিঙ্গন ও চুমু দিতো। মাঝে মধ্যে তমার বাসায়ও যেত আরিফ। এরমধ্যে দুইবার তমাকে ধর্ষণ করে সে।

১৬ বছরের আরেক ছাত্রীকে ২০১৭ সাল থেকে বাসায় গিয়ে পড়াতো আরিফ। এরমধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে অসংখ্যবার ধর্ষণ করেছে সে। এরমধ্যে একবার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। পরে তাকে এমএম কিট ট্যাবলেট খাওয়ায় আরিফ। ২০১৮ সালে যাত্রাবাড়ীর একটি প্রাইভেট হাসপাতালে তার গর্ভপাত ঘটানো হয়।

কে এই লম্পট আরিফ: আরিফুল ইসলাম (৩০) মাদারীপুর সদর থানার শ্রীনদী (শিরখাড়া) এলাকার মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে সে সবার বড়। সিদ্ধিরগঞ্জের পশ্চিম মিজমিজি মাদ্রাসা রোড এলাকায় বুকস গার্ডেনে ফ্ল্যাট নিয়ে বসবাস করতো। ২০০৪ সালে মাদারীপুরের হাসানকান্দি ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সি গ্রেডে (জিপিএ ২.৯৪) এসএসসি পাস করে। ২০০৬ সালে ঢাকার সরওয়ার্দী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে। ২০১২ সালে কবি নজরুল কলেজ থেকে বিবিএস ও ২০১৫ সালে গুলশানের মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ (এইচআরএম) পাস করে। তবে ২০০৯ সালে সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজিতে অক্সফোর্ড হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়। বর্তমানে সিনিয়র সহকারী শিক্ষক।

উল্লেখ্য, সিদ্ধিরগঞ্জে মিজমিজি মাদ্রাসা রোড এলাকায় অক্সফোর্ড হাইস্কুলের ২০-এর অধিক শিক্ষার্থীকে ব্ল্যাকমেইলিং করে ধর্ষণের অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের সহকারী সিনিয়র শিক্ষক আরিফুল ইসলাম ও তাকে সহায়তাকারী প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে।

সূত্র: মানবজমিন

টানা বৃষ্টিপাতে ও পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পানি বিপৎসীমার ৯৮ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তাছাড়া সরকারি হিসাবে বন্যায় সুনামগঞ্জের প্রায় ১৩ হাজার ১০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসনের পাঠানো জরুরি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, টানা বৃষ্টিপাতে সুনামগঞ্জের ১৩ হাজার একশ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার মধ্যে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ২৯৫০, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ১৪০০, তাহিরপুর উপজেলায় ৪১০০, দোয়ারাবাজার উপজেলায় ২৮৫০ এবং জামালগঞ্জ উপজেলায় ১৮০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বক্কর সিদ্দিক ভূইয়া বলেন, বর্তমানে সুরমা নদীর পানি বিপৎসীমার ৯৮ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গেল ২৪ ঘণ্টায় ১৬৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া অফিসের তথ্যমতে এই বৃষ্টি আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

--

টানা বর্ষণ ও উজানের ঢলে তিস্তা ও ধরলা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে লালমনিরহাট জেলার ৫ উপজেলায় প্রায় ২৫ হাজার পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। এসব এলাকায় নতুন করে দেখা দিয়েছে বন্যা। এছাড়া জেলার আদিতমারী মহিষখোচা ও হাতীবান্ধা উপজেলার গড্ডিমারীর ধুবনী এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ পানির তোড়ে ভেঙে গেছে।

তিস্তা এমন ভয়ংকর রূপ ধারণ করায় চরাঞ্চলের মানুষ পড়েছে মহা বিপাকে।
শুক্রবার সকাল ৯টায় দোয়ানি পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপৎসীমার ২৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আর তিস্তা ব্যারেজের ডালিয়া পয়েন্টে পানির পরিমাণ ৫২.৮৫ সেন্টিমিটার।

এলাকাবাসী জানান, উজানের পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গত ৫ দিনের ভারি বৃষ্টি। এতে লালমনিরহাটের পাঁচটি উপজেলার তিস্তা ও ধরলা অববাহিকার চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলগুলো প্লাবিত হয়েছে। জেলার ২৫ হাজার পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। চরাঞ্চলে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠেছে নৌকা বা ভেলা। ধেয়ে আসা পানির স্রোতে গবাদি পশু-পাখি নিয়ে বিপদে পড়েছেন চরাঞ্চলের খামারি ও চাষিরা।

গত দুই দিন ধরে উজানের পাহাড়ি ঢল ও টানা ভারি বৃষ্টিতে সৃষ্ট এ বন্যায় জেলার পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম, হাতীবান্ধার সানিয়াজান, গড্ডিমারী, সিন্দুর্না, পাটিকাপাড়া, ডাউয়াবাড়ী, সিংগিমারী, কালীগঞ্জ উপজেলার ভোটমারী, কাকিনা, আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা, সদর উপজেলার খুনিয়াগাছ, রাজপুর, গোকুন্ডা, কুলাঘাট ও মোগলহাট ইউনিয়নের তিস্তা ও ধরলার নদীর চরাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়েছে। এসব ইউনিয়নের প্রায় ২৫ হাজার পরিবার পানিবন্দি হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। পানিবন্দি পরিবারগুলো এখনো সরকারিভাবে কোনো ত্রাণ পায়নি বলেও জানান স্থানীয়রা।

গড্ডিমারী ইউনিয়নের ছয়আনী গ্রামের খাদেম আলী জানান, গত তিন দিন ধরে পানিবন্দি অবস্থায় আছি। কোনো প্রকার ত্রাণ পাইনি।

--

রাতভর গণধর্ষণের শিকার হয়ে এক নারী সকালে মাগুরার শ্রীপুর থানায় যান মামলা করতে। কিন্তু থানার ওসি মামলা না নিয়ে সারা দিন তাকে বসিয়ে রাখেন এবং উল্টো তার বিরুদ্ধেই মামলা ঠুকে দেয়ার ভয় দেখায়।

সন্ধ্যায় তাকে থানা থেকে বের করে দেয়া হয়। সারা রাত পাশবিক নির্যাতনের শিকার এ নারীকে দিনভর কিছু খেতেও দেয়নি পুলিশ।

এমন অভিযোগ মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার আমলসার ইউনিয়নের এক গৃহবধূর। এ ঘটনার পর দুসপ্তাহ ধরে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এবং মাতব্বরদের মাধ্যমে তাকে বিষয়টি মীমাংসার জন্য নানাভাবে চাপ দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন।

নির্যাতনের শিকার ওই গৃহবধূ জানান, ২৮ জুন রাতে তার স্বামী পেশাগত কাজে ফরিদপুর জেলায় ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণিপড়ুয়া তার শিশুসন্তানকে নিয়ে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এমন সময় একই গ্রামের দিপুল নামে পরিচিত এক যুবক দরজায় কড়া নাড়লে তিনি দরজা খুলে দেয়। কিন্তু দিপুল একই গ্রামের মাজেদুল ও আশরাফুল নামে আরও দুই যুবককে নিয়ে ঘরে ঢুকে তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

শুধু তাই নয়, কোনো এক ব্যক্তির সঙ্গে তার অনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এমন অভিযোগ তুলে ধর্ষণকারী ওই তিন যুবক লকার ভেঙে জমির কাগজপত্র, কানের দুল এবং ব্যাংকের দুটি ব্ল্যাঙ্ক চেকে অস্ত্রের মুখে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে যায়।

সকালে ওই গৃহবধূ এ ঘটনায় মামলা করতে শ্রীপুর থানায় গেলে থানার ওসি মাহবুবুর রহমান তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়ে রাখে। এমনকি ডাক্তারি পরীক্ষার অনুরোধ জানালেও সে সেই ব্যবস্থা না করে ভয় দেখিয়ে তাকে বের করে দেয়।

ওই গৃহবধূ বলে, তিন যুবক রাতভর আমার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। তার ওপর সারা দিন অভুক্ত অবস্থায় থানায় বসিয়ে রেখে ওসি বলে, ওদের নামে মামলা হবে না।

হলে তোমার নামে হবে। আর এখন সে (ওসি) প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে বাড়িতে পাঠিয়ে ঘটনা মীমাংসা করে ফেলতে চাপ দিচ্ছে। না করলে ওসি মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ভয় দেখাচ্ছে।

জানা গেছে, এর আগে ১৪ মে সকালে শ্রীপুরের চরশ্রীপুর গ্রামের এক গৃহবধূকে ধর্ষণ ও ভিডিওচিত্র ধারণের ঘটনা ঘটেছিল। ওই সময় এলাকাবাসী দুজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করলেও শ্রীপুর থানার ওসি মাহবুব সিগারেট চুরির মামলা দিয়ে ধর্ষণকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল।

বিশ্লেষকগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন, এ সমস্ত ওসিদের মত সরকারী বাহিনীদের জন্যই আজ দেশে ধর্ষণসহ সকল অপরাধ মহামারী আকারে সয়লাব করেছে।

--

রাতভর গণধর্ষণের শিকার হয়ে এক নারী সকালে মাগুরার শ্রীপুর থানায় যান মামলা করতে। কিন্তু থানার ওসি মামলা না নিয়ে সারা দিন তাকে বসিয়ে রাখেন এবং উল্টো তার বিরুদ্ধেই মামলা ঠুকে দেয়ার ভয় দেখায়।

সন্ধ্যায় তাকে থানা থেকে বের করে দেয়া হয়। সারা রাত পাশবিক নির্যাতনের শিকার এ নারীকে দিনভর কিছু খেতেও দেয়নি পুলিশ।

এমন অভিযোগ মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার আমলসার ইউনিয়নের এক গৃহবধূর। এ ঘটনার পর দুসপ্তাহ ধরে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এবং মাতব্বরদের মাধ্যমে তাকে বিষয়টি মীমাংসার জন্য নানাভাবে চাপ দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন।

নির্যাতনের শিকার ওই গৃহবধূ জানান, ২৮ জুন রাতে তার স্বামী পেশাগত কাজে ফরিদপুর জেলায় ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণিপড়ুয়া তার শিশুসন্তানকে নিয়ে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এমন সময় একই গ্রামের দিপুল নামে পরিচিত এক যুবক দরজায় কড়া নাড়লে তিনি দরজা খুলে দেয়। কিন্তু দিপুল একই গ্রামের মাজেদুল ও আশরাফুল নামে আরও দুই যুবককে নিয়ে ঘরে ঢুকে তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

শুধু তাই নয়, কোনো এক ব্যক্তির সঙ্গে তার অনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এমন অভিযোগ তুলে ধর্ষণকারী ওই তিন যুবক লকার ভেঙে জমির কাগজপত্র, কানের দুল এবং ব্যাংকের দুটি ব্ল্যাঙ্ক চেকে অস্ত্রের মুখে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে যায়।

সকালে ওই গৃহবধূ এ ঘটনায় মামলা করতে শ্রীপুর থানায় গেলে থানার ওসি মাহবুবুর রহমান তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়ে রাখে। এমনকি ডাক্তারি পরীক্ষার অনুরোধ জানালেও সে সেই ব্যবস্থা না করে ভয় দেখিয়ে তাকে বের করে দেয়।

ওই গৃহবধূ বলে, তিন যুবক রাতভর আমার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। তার ওপর সারা দিন অভুক্ত অবস্থায় থানায় বসিয়ে রেখে ওসি বলে, ওদের নামে মামলা হবে না।

হলে তোমার নামে হবে। আর এখন সে (ওসি) প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে বাড়িতে পাঠিয়ে ঘটনা মীমাংসা করে ফেলতে চাপ দিচ্ছে। না করলে ওসি মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ভয় দেখাচ্ছে।

জানা গেছে, এর আগে ১৪ মে সকালে শ্রীপুরের চরশ্রীপুর গ্রামের এক গৃহবধূকে ধর্ষণ ও ভিডিওচিত্র ধারণের ঘটনা ঘটেছিল। ওই সময় এলাকাবাসী দুজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করলেও শ্রীপুর থানার ওসি মাহবুব সিগারেট চুরির মামলা দিয়ে ধর্ষণকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল।

বিশ্লেষকগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন, এ সমস্ত ওসিদের মত সরকারী বাহিনীদের জন্যই আজ দেশে ধর্ষণসহ সকল অপরাধ মহামারী আকারে সয়লাব করেছে।

--

১১ই জুলাই, ২০১৯

গত ১০জুলাই পাকিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের একটি সফল হামলায় ৭ সেনা বন্দী হওয়াসহ অনেক সেনা হতাহতের শিকার হয়।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (ঞঞচ) এর "গঝএ" বিশেষ ফোর্সের জানবায মুজাহিদগণ গত ১০ জুলাই ভোর বেলায় পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর সীমান্ত অঞ্চল "সালার্জায়ী" তে অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় অনেক নাপাক মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয় এবং মুজাহিদদের হাতে জীবিত বন্দী হয় আরো ৭ সেনা।
মুজাহিদদের হাতে বন্দী হওয়া সেনা সদস্যরা হল-
১) শাদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আ'রেফ।
২) আখতার বিন নেয়মত জান।
৩) আব্দুল্লাহ বিন মির ওয়ালী খান।

৪) মারওয়াত বিন শাহ জামান।

৫) হালিমুল্লাহ বিন গুল বাদশাহ্।

৬) ইসমাঈল বিন আব্দুল্লাহ।

৭) হাবিবুল্লাহ বিন আব্দুয জামান।

আলহামদুলিল্লাহ,এই সফল অভিযানে কোন মুজাহিদ হতাহত হওয়া ছাড়াই ৪টি বাহনসহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন মুজাহিদগণ।

--

আল-কায়দা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের ১১ তারিখের হামলায় ২০ এরও অধিক সোমালিয় মুরতাদ সদস্য হতাহতের শিকার হয়।

সোমালিয়ার শাবেলি সুফলা প্রদেশের মারাকা "শহরে" দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় কমপক্ষে ১০ সেনা নিহত এবং আরো ৭ এরও অধিক মুরতাদ সেনা আহত হয়।

অন্যদিকে রাজধানী মোগাদিশুতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পৃথক আরো দুটি হামলায় নির্বাচন কমিশনার এর ২ সদস্য এবং ১ সেনা নিহত হয়।

--

সম্প্রতি কাশ্মীর নিয়ে ভিডিও বার্তা প্রদান করেছেন আল-কায়েদা প্রধান শায়খ আইমান আল-জাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ। কাশ্মীরকে ভুলে যেও না শিরোনামের ঐ ভিডিও বার্তাটি প্রকাশ করেছে আল-কায়েদার অফিসিয়াল মিডিয়া আস-সাহাব।

উক্ত ভিডিও বার্তায় শায়খ আইমান আল-জাওয়াহিরী কাশ্মীরের মুসলিমদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে সমবেদনা জানান। বার্তাটিতে তিনি মনে করিয়ে দেন, মুসলিম উম্মাহ এক জাতি, একটি দেহের মত যার কোন অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে সম্পূর্ণ দেহেই আঘাতের ব্যাথা অনুভূত হয়।

তিনি উম্মাহর সম্মানিত উলামায়ে কেরামগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে সম্মানিত উলামায়ে কেরাম! আপনারা উম্মাহকে জানিয়ে দিন, যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে সেও তাদেরই একজন।

তিনি আরো বলেন, আপনারা লোকদেরকে জানিয়ে দিন, আমরা এক উম্মাহ, আর আমাদের জিহাদও এক জিহাদ। আর, আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারতকে সাহায্য করা প্রথমত আফগানিস্তান এবং তার নিকটবর্তী লোকদের উপর ফরজে আইন, পরবর্তীতে সমগ্র মুসলিমদের উপর ফরজে আইন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমেরিকা, তার জোট এবং তার দালালদের পরাজিত করার যথেষ্ট সামর্থ্য অর্জিত হবে।

এছাড়া, তিনি বার্তাটিতে আমেরিকার দালাল পাকিস্তান সরকার ও এর নাপাক সেনাবাহিনীর সমালোচনা করেন এবং কাশ্মীরের জিহাদী দলগুলোকে নাপাক এজেন্সিগুলো থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখে কেবল আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য তাঁর রাহে লড়াই করার জন্য বলেন। আর ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী বাহিনীকে কঠোর আক্রমণ করতে কাশ্মীরী মুজাহিদিনের প্রতি আহ্বান জানান এবং তাদের অর্থনৈতিক ভীত দুর্বল করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর পরামর্শ দেন। এজন্য কাশ্মীরী মুজাহিদিনকে বহির্বিশ্বের মুসলিমদের সাথে সুসম্পর্ক এবং যোগাযোগ গড়ে তোলার পরামর্শ দেন শায়খ আইমান আল-জাওয়াহিরী।

তিনি আরো বলেন, কাশ্মীরী মুজাহিদিনের উচিত বিশ্বের অন্যান্য জিহাদের ময়দান থেকে সুবিধা নেওয়া। তাদের উচিত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদিনের সাথে যোগাযোগ করা এবং মুজাহিদিনের কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। যেন কাশ্মীর ইস্যু সমগ্র উম্মাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সর্বশেষ উন্নতির ধারা যেন ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে।

এরপরে তিনি বলেন, পাকিস্তানে আমেরিকার প্রাথমিক অস্ত্র হিসেবে কাজ করে আসা পাকিস্তানী গোয়েন্দাসংস্থাগুলো অবশ্য এই কাজগুলো করতে মুজাহিদিনের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। কেননা, এই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো চায় যুদ্ধরত জামাআতগুলো সারাজীবন তাদের অধীনস্তে থাকুক যেন তারা এদের থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে পারে।

বার্তাটির সর্বশেষে, কাশ্মীরের জনগণের প্রতি তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কিত নিচের হাদিসটি শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের দুই দলকে জাহান্নাম থেকে সুরক্ষিত করেছেন, এক দল যারা হিন্দ বিজয় করবে এবং আরেকদল হলো যারা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের সাথে থাকবেন।

এভাবে সমগ্র বার্তাটিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় উঠে এসেছে। উঠে এসেছে পাকিস্তানের সাথে আমেরিকার কথিত মনোমালিন্যের পেছনের কারণটিও!

--

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তদন্ত কর্মকর্তাদের ভুলেই নিরীহ জাহালমকে জেল খাটতে হয়েছে। মামলার তদন্ত প্রক্রিয়ায় থাকা অনুসন্ধান কর্মকর্তা, তদন্ত কর্মকর্তা ও তদারক কর্মকর্তা সবাই ভুল করেছে। কেউই যায়নি জাহালমের বাড়ি!

দুদকের তদন্ত প্রতিবেদন বলছে, সোনালী ব্যাংকের ১৮ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় অনেক ব্যাংক কর্মকর্তা জড়িত। তাঁদের কারও নামে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়নি। এই কর্মকর্তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করলেও তাঁদের কাউকে অভিযুক্ত করা হয়নি। এই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া উচিত ছিল।

ব্যাংক কর্মকর্তারা নিজেদের বাঁচাতে যেকোনো ব্যক্তিকে যে আবু সালেক হিসেবে শনাক্ত করতে পারেন, তা দুদকের কর্মকর্তারা ভেবেই দেখেনি। এ ব্যাপারে মামলার তদারক কর্মকর্তা সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ৩৩টি মামলার ১২ জন তদন্ত কর্মকর্তা গুরুত্বের সঙ্গে মামলা তদন্ত করেনি। প্রত্যেক তদন্ত কর্মকর্তা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রত্যেকে আশায় ছিলেন, অন্যরা তদন্তের কোনো অগ্রগতি করলে তাঁরা সেটা নকল করবে। যা তাঁদের চিরাচরিত অভ্যাস। তদন্ত কর্মকর্তারা সেটিই করেছে।

স্যার, আমি জাহালম, সালেক না শিরোনামে গত ২৮ জানুয়ারি প্রথম আলোতে প্রতিবেদন ছাপা হয় । সোনালী ব্যাংক থেকে সাড়ে ১৮ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল আবু সালেক ও তাঁর সহযোগীরা। কিন্তু দুদক সালেকের স্থলে জাহালমের নামে অভিযোগপত্র দেয়। গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় তিন বছর কারাভোগ করেন জাহালম।

দুদকের কেউই যায়নি জাহালমের বাড়িতে!

জাহালমকে আবু সালেক বলে অভিযোগপত্র দেওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে দুদকের তদন্ত কর্মকর্তাদের ভুলেই। সত্য উদ্‌ঘাটন করে তা আদালতের কাছে জমা দেওয়াই তদন্ত কর্মকর্তাদের কাজ। এই কাজ ব্যাংক কর্মকর্তাদের ওপর বর্তানোর কোনো সুযোগ নেই। তদন্ত কর্মকর্তাদের খেয়াল করা উচিত ছিল, ব্যাংক কর্মকর্তা ও হিসাব চিহ্নিতকারীরা আবু সালেককে খুঁজে বের করতে তৎপর হয়নি। তিনটি মামলায় ব্যাংক কর্মকর্তাদের আসামি করা হয়। এরপর ব্যাংক কর্মকর্তারা বুঝতে পারে, প্রধান আসামি আবু সালেককে খুঁজে বের না করে দিলে তাঁদের (ব্যাংক কর্মকর্তা) বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হবে। তখন তাঁরা যেভাবেই হোক আবু সালেককে খুঁজে বের করে দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। এই কাজটি তদন্ত কর্মকর্তাদের করা উচিত ছিল। অথচ সেই কাজ করতে মাঠে নেমে পড়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা। তাঁরা যেনতেন প্রকারে জাহালমকে আবু সালেক উল্লেখ করে দুদকের সামনে হাজির করে। তাঁকে আবু সালেক রূপে শনাক্তও করে। দুদকের ১২ জন কর্মকর্তা মামলাগুলো তদন্ত করলেও একজন কর্মকর্তাও জাহালমের বাড়ি যায়নি।

জাহালম কারাভোগ নিয়ে তদন্ত কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত মো. আবদুল ওয়াদুদ প্রতিবেদনে বলেছে, জাহালমের বাড়িতে তিনি গেছেন। বাড়ির দৈন্যদশা এমন যে, যে কোনো ব্যক্তির সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, ১৮ কোটি টাকা আত্মসাতে জড়িত ব্যক্তির বাড়ির এমন দৈন্যদশা কেন? তদন্ত কর্মকর্তারা যদি জাহালমের বাড়ি

যেত, তাহলে তাঁদের মনেও সন্দেহ দেখা দিত। দুদকের অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রমের সঠিক ও নিবিড় তদারকি ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় তদারকের কাজ দায়সারাভাবে চলে আসছে। নতুন কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব ছিল। কাজের যথাযথ তদারকি ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ ধরনের ত্রুটি হয়েছে।

অনুসন্ধানের ত্রুটি

দুদকের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোনালী ব্যাংকের ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট শাখায় হিসাব খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতারক চক্র আরও ১৮ টি ব্যাংকে বেসরকারি হিসাব খোলে। জালিয়াতির মাধ্যমে (ভুয়া ক্লিয়ারিং ভাউচার) সোনালী ব্যাংকের ১৮ কোটি ৪৭ লাখ ৩৫ হাজার টাকা তুলে নেয়। এই অভিযোগর সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রের পরিমাণ বিপুল। এমন অভিযোগের অনুসন্ধান দল গঠন না করে একজন মাত্র অনুসন্ধান কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। অনুসন্ধান কর্মকর্তা একটি মামলায় স্থির না থেকে কেন ৩৩টি মামলা করার সুপারিশ করে, তা অনুসন্ধান প্রতিবেদনে উল্লেখ নেই। অনুসন্ধান কর্মকর্তা বলেছিলেন, একই ঘটনায় একাধিক মামলা করা আইন সম্মত নয়। কিন্তু আইন সম্মত নয়, এমন কাজটি তিনি কেন করলেন, তা অনুসন্ধান প্রতিবেদনে থাকা উচিত ছিল। একটি মামলার পরিবর্তে ৩৩ টি মামলা করার বিষয়ে আইনগত প্রশ্ন জড়িত ছিল। অথচ অনুসন্ধান কর্মকর্তা বা তদারক কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক কেউ এ বিষয়ে আইন অনুবিভাগের মতামত নেননি। যদি নেওয়া হতো তাহলে এই ভুল এড়ানো সম্ভব হতো। এই ভুলের দায় তদন্ত কর্মকর্তা, তদারক কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক এড়াতে পারে না।

হাইকোর্টে দেওয়া দুদকের প্রতিবেদন বলছে, অনুসন্ধান কর্মকর্তা ১৪ মাস ধরে তদন্ত করে। দুদক বিধিমালা ২০০৭ অনুযায়ী তদন্ত করার কথা, কিন্তু অনুসন্ধান কর্মকর্তা দুদক বিধিমালা অনুসরণ করে প্রতিবেদন দেয়নি। সরেজমিন কোনো অনুসন্ধান করে নি । শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন দিয়েছে। এটা কোনোভাবেই ঠিক হয়নি। সরেজমিন অনুসন্ধান করলে আবু সালেকের ভুয়া ঠিকানার বিষয়টি উঠে আসত। তদন্ত প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান তদারককারী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আশরাফ আলী ফারুকের কোনো অবদান দেখা যায় না।

দুদকের তদন্ত প্রতিবেদন বলছে, তদন্তের সময় জাহালমকে অন্যান্য আসামিদের মুখোমুখি করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। জাহালম ইংরেজি লিখতে জানেন না অর্থাৎ পড়ালেখা জানেন না। তাঁর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। যদি নেওয়া হতো, তাহলে তখনই উদ্‌ঘাটিত হতো যে, জাহালম প্রকৃত আসামি নন। ব্যাংক নিয়ম ভঙ্গ করে গ্রাহককে অতিরিক্ত চেক বই সরবরাহ ও লেনদেন পরিচালনা সহায়তাকারী কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়নি।

দুদক প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, টাকা আত্মসাতের ঘটনা ১৮ কোটি টাকারও বেশি। কিন্তু এই টাকা কোথায় গেল, সে ব্যাপারে তদন্ত কর্মকর্তারা পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করেননি। এ ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তাদের ব্যর্থতা বা অযোগ্যতা ছিল।

দুদকের প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, মামলার প্রধান আসামি আমিনুল হক। তাঁর দুটি ব্যাংক হিসাবে ৮২ লাখ টাকা পাওয়া যায়। মানিকগঞ্জে ৪ একর ৩ শতক জমির মালিকও তিনি। তাঁর এনজিও ছিল। অর্থাৎ সোনালী ব্যাংকের এই টাকা জালিয়াতির বড় ভাগ তিনি পান। এমন একজন আসামিকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ

করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আমিনুল হককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁর কাছ থেকে মামলার সব তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। দুদকের যে ১২ জন তদন্ত কর্মকর্তা সোনালী ব্যাংকের ১৮ কোটি টাকা জালিয়াতির ৩৩ মামলা তদন্ত করে, তাঁরা সবাই নিয়োগ পায় ২০১১ সালে। তাঁদের এ ধরনের জটিল তদন্তকাজে সম্পৃক্ত করা হয়। এ মামলার তদন্তই ছিল তাঁদের জীবনের প্রথম তদন্ত।কীভাবে এই ভুল
দুদকের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, আবু সালেকের শনাক্তকারীদের একজন হলে ব্র্যাক ব্যাংকের কর্মকর্তা ফয়সাল কায়েস। তদন্ত কর্মকর্তা সেলিনা আখতার ব্যাংক কর্মকর্তা ফয়সাল কায়েসকে চাপ দেন আবু সালেককে খুঁজে বের করার জন্য। সালেকের সন্ধানে কায়েস প্রথমে যান রাজধানীর শ্যামলীর ঠিকানায় (সালেক যে ঠিকানা ব্যাংক হিসেবে দেন)। সালেকের ছবি দেখে সেখানকার একজন কেয়ারটেকার জানান, ছবির লোক অনেক আগে চলে গেছে। এখানে কেউ থাকে না। ছবির লোকটি টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলত। এরপর ফয়সাল কায়েস যান টাঙ্গাইলের নাগরপুরের গুণিপাড়া গ্রামে। সেখানে স্থানীয় বাজারের কয়েকজন লোক ছবি দেখে তাঁকে জাহালম ওরফে জানে আলম বলে শনাক্ত করে। জাহালম নরসিংদীর ঘোড়াশালের জুটমিলে চাকরি করেন বলে জানতে পারে। এরপর জাহালমের ভাই শাহানূরের স্থানীয় দোকানে যান। সেখান থেকে জাহালমের ঘোড়াশালের ঠিকানা নেয়। কায়েস তাঁর ঊর্ধ্বতন ব্যাংক কর্মকর্তা ও দুদক কর্মকর্তাদের নিয়ে যান ঘোড়াশালের জাহালমের মিলে। সেখানেই জাহালমকে আবু সালেক হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই তথ্য তিনি জানান তদন্ত কর্মকর্তা সেলিনা আখতারকে। পরে জাহালমকে দুদকে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। জাহালম দুদক কার্যালয়ে আসেন। ব্যাংক হিসাবের জন্য আবু সালেককে শনাক্তকারী, অনুমোদনকারী কর্মকর্তাদের মুখোমুখি করা হয় জাহালমকে। জাহালমকে সামনাসামনি দেখে ব্র্যাক ব্যাংক কর্মকর্তা ইমরুল কায়েস, ব্র্যাক ব্যাংকের সাবিনা শারমিন, শনাক্তকারী সহিদুল ইসলাম, সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা নূর উদ্দিন শেখ, শনাক্তকারী সাকিল ও ইউসিবিএল কর্মকর্তা তাজবিন সুলতানা। সবাই সেদিন জাহালমকেই আবু সালেক বলে শনাক্ত করে। এরপর তদন্ত কর্মকর্তারা আবু সালেকের পরিবর্তে জাহালমের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয়।

সূত্র: প্রথম আলো

--

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার রমজানকাঠী এলকায় পাট শাক তুলতে গিয়ে পড়ে থাকা তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে কৃষক দম্পতির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, উপজেলার রমজানকাঠী এলকার কৃষক কামাল হোসেন (৪০) ও তার স্ত্রী মমতাজ বেগম (৩০)। কামাল হোসেন ও মমতাজ দম্পতির ৩ মেয়ে ১ ছেলে সন্তান রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, কৃষক কামাল হোসেনের বাড়ির পাশ দিয়ে পল্লী বিদ্যুতের লাইন টানা রয়েছে। সকালে দমকা হাওয়া ও বৃষ্টিতে খুঁটি থেকে বিদ্যুতের দুটি তার ছিড়ে পড়ে। স্থানীয়রা পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে জানালে বেলা ১১টার দিকে লোক এসে একটি বিদ্যুতের তার লাগিয়ে যায়। তবে আরেকটি তার পাট ক্ষেতে পড়েছিল। পল্লী বিদ্যুতের লোকজন সেদিকে খেয়াল না করে চলে যায়। দুপুরে পাট ক্ষেতে শাক তুলতে গিয়ে ওই তাড়ে বিদ্যুতায়িত হন মমতা বেগম। এসময় স্বামী কামাল হোসেন স্ত্রী মমতাজের ডাক চিৎকার শুনে দৌড়ে গেলে

তিনিও বিদ্যুতায়িত হন। পরে প্রতিবেশীরা তাদের উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী উজিরপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয়রা জানান, পল্লী বিদ্যুতের লোকজনের গাফিলতির কারণেই দুটি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। তারা যদি ছিড়ে পড়ে থাকা আরেকটি তার লাগিয়ে বা জোড়া দিয়ে যেত তাহলে এ দুর্ঘটনা ঘটতো না। তারা পল্লী বিদ্যুতের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শাস্তি দাবি করেছেন।

--

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা/আহত/আটক ইত্যাদি ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে।

গত ১০ বছরে সীমান্তে ২৯৪ বাংলাদেশি নাগরিককে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) সংসদে দেয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ সালে ৬৬ জন, ২০১০ সালে ৫৫, ২০১১ সালে ২৪, ২০১২ সালে ২৪, ২০১৩ সালে ১৮, ২০১৪ সালে ২৪, ২০১৫ সালে ৩৮, ২০১৬ সালে ২৫, ২০১৭ সালে ১৭ জন ও ২০১৮ সালে ৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে।
এ চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে সীমান্ত এলাকায় অন্তত ১৫ জন বাংলাদেশি নিহত হওয়ার বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে জানা গেছে।

যদিও দৈনিক পত্রিকা গুলোর সংবাদ থেকে জানা যায়, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের হত্যাকাণ্ডের মোট সংখ্যা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেয়া তথ্য থেকে আরো অনেক বেশি।
সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যা বন্ধে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী (বিএসএফ) প্রতিশ্রুতি দিয়েও বার বার সামান্য অযুহাতে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা/আহত/আটক করছে।

--

ফটো রিপোর্টটি দেখুন- https://archive.org/details/photoreport-al-firdaws-news

--

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় এক জ্বিনাকারীর উপর রযম ও দুই মুরতাদ এর উপর হদের বিধান কার্যকর করেছে আল-কায়দা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের ইসলামী আদালত।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, গত ৭ই জুলাই সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের "জামামি" শহরের একটি ইসলামি আদালত জ্বিনা করার অপরাধে এক বিবাহিত ব্যাক্তির উপর শরয়ি হদ "রযম"এর বিধান কার্যকর করার নির্দেশ দেয়। পরে জনসম্মুখে উক্ত ব্যাক্তিকে রযম (পাথর মেরে হত্যা) করা হয়।

অন্যদিকে, গত ৮ জুলাই একই প্রদেশে ইরতিদাদ প্রমাণিত হওয়ার পর আরো ২ সোমালিয় মুরতাদ সেনার উপর হদের বিধান কার্যকর করা হয়।

--

দুই-আড়াই দশক আগেও ঢাকার রাস্তায় জগ-গ্লাস হাতে পথশিশুদের দেখা যেত কলের পানি বিক্রি করতে। দাম জিজ্ঞেস করলে বলত,‌ খুশি হইয়া যা দ্যান। পানির দাম চাইতে এ পথশিশুদেরও সংস্কারে বাঁধত। এখন অবশ্য সেই আড় ভেঙে গেছে। এখন অন্য দশটা পণ্যের মতো পানিও বিক্রি হয় দাম ধরে। শহরে ট্যাপের পানির ওপর আস্থা নেই, গ্রামে নলকূপের পানিতে আর্সেনিকভীতি।

এই অবিশ্বাস আর ভীতিকে পুঁজি করেই দিনে দিনে জমে উঠেছে পানি বাণিজ্য। সারা দিন নানা ভেজাল খাবার খেলেও পানি নিয়ে সচেতনতা, সতর্কতার কমতি নেই কারো।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, খাওয়া, রান্না ও পরিচ্ছন্নতার কাজে একজন মানুষের দৈনিক ৫০ থেকে ১০০ লিটার পানি লাগে। সেই পানি কতটুকু নিরাপদ হবে তার একটা নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে সংস্থাটি, যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলো নিজেদের পানির মান নির্ধারণ করে। ইউএনডিপির মতে, পানির দাম পরিবারের আয়ের ৩ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়।

সরকারি সংস্থা বিবিএসের হিসাবে বাংলাদেশে মাথাপিছু গড় আয় মাসে তিন হাজার ৯৪০ টাকা, পরিবারের গড় আয় ১৫ হাজার ৯৮৮ টাকা। পারিবারিক ব্যয় মাসে ১৫ হাজার ৭১৫ টাকা। এর মধ্যে খাদ্যবাবদ ব্যয় হয় সাত হাজার ৪৯৬ টাকা (৪৭.৭%)।

রাজধানীর রাজাবাজার এলাকার একটি পরিবারে এপ্রিল মাসে পানির বিল এসেছে ৭২৩ টাকা। বিবিএসের গড় আয়ের হিসাবে পানিবাবদ পরিবারটির ব্যয় খাদ্য ব্যয়ের ৯.৬৪ শতাংশ। আর গড় মাসিক আয়ের ৪.৫৫ শতাংশ। যুক্তরাজ্যের মানুষের গড় মাসিক আয় বাংলাদেশের প্রায় ১২ গুণ। সেখানে পাঁচজনের একটি পরিবারে সরবরাহ করা পানির খরচ পড়ে এই আয়ের মাত্র ০.৩০ শতাংশ।

জানা গেছে, বাসস্থানে ব্যবহারের জন্য ওয়াসাকে নির্দিষ্ট হারে পানির দাম দিতে হচ্ছে। এর পরও বিশুদ্ধ পানির জন্য বাসায় ফিল্টার বসাতে হচ্ছে। অফিসে জার কিনতে হচ্ছে। বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচারীদের। জনসমাগমের স্থলে উন্মুক্ত ট্যাপে পানির ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। ফলে কিনতে হয় বোতল বা জারের পানি। আধা লিটার বোতলের পানি কিনতে খরচ হচ্ছে ১৫ টাকা। রিকশাচালক ও শ্রমজীবী মানুষ ফুটপাতের দোকানের জারের পানি খায়। প্রতি গ্লাসের জন্য দিতে হয় এক টাকা। এখন অনেক জায়গায় দুই টাকাও নেওয়া হচ্ছে; যদিও এসব পানির মান নিশ্চিত নয়।

পানির পেছনে এভাবে প্রতিনিয়ত বাড়ছে ব্যক্তির ব্যয়, পারিবারিক ব্যয়। অধিকারকর্মীরা বলছেন, পানি বাণিজ্যিক পণ্য নয়, এটি সেবা। রাষ্ট্রকেই সাধারণ মানুষের জন্য এ সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

মগবাজার মোড়ের এক চায়ের দোকানে আবু মিয়া নামের এক রিকশাচালক এই প্রতিবেদককে জানান, গরমের মধ্যে একটানা বেশিক্ষণ রিকশা চালানো যায় না। দুই-তিনটি ট্রিপ দেওয়ার পরই ১০-১৫ মিনিটের বিশ্রাম দরকার পড়ে। এই সময়ে কমপক্ষে দুই গ্লাস পানি, একটা কলা বা একটা রুটি খেতে হয়। এভাবে রিকশা চালানোর সময়টাতেই প্রতিদিন ১০-১২ গ্লাস পানি খাওয়া পড়ে। প্রতি গ্লাস পানির দাম এক টাকা করে হলে দিনে খরচ পড়ছে ১০-১২ টাকা।

আবু মিয়া মাসের ২৭-২৮ দিন রিকশা চালান। অর্থাৎ মাসে তাঁকে ৩০০ টাকার ওপর খরচ করতে হচ্ছে রাস্তায়ই শুধু পানিবাবদ। তিনি রাতে যেখানে ঘুমান সেখানেও বিভিন্ন খরচের সঙ্গে পানির একটি খরচ পরিশোধ করেন। প্রতিদিন রিকশার গ্যারেজের জমাখরচ বাদ দিয়ে তাঁর আয় থাকে ৫০০-৬০০ টাকা। অর্থাৎ মাসে তাঁর আয় হয় ১৪-১৬ হাজার টাকা।

ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আশরাফুল ইসলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যতক্ষণ অবস্থান করেন ততক্ষণ পানি নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পানির জোগান দেয়। কিন্তু যখনই বাইরে চা-নাশতা খেতে যান, তখন তিনি পানির বোতল কেনেন। কারণ দোকানের জারের পানির মানের ওপর তাঁর ভরসা কম। মাসে ২০ দিনের মতো ক্লাস করতে হয়। প্রতিদিনই বাইরে থাকাকালীন তিনি অন্তত আধা লিটারের একটি পানির বোতল কেনেন। সে হিসাবে বাড়তি ৩০০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এর বাইরে তাঁকে মেসে পানির বিল পরিশোধ করতে হয়। আশরাফুল বলেন,ঙপানির পেছনে বাসার একটা নির্দিষ্ট খরচ আছে। বাইরে বের হলে খরচ আরো বেড়ে যায়। কোনো কোনো দিন তো আধা লিটার করে দুই-তিনবার পর্যন্ত পানি কিনতে হয়।

বারিধারার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি করপোরেট অফিসের এইচআর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত মে মাসে প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদের খাওয়ার জন্য ২০ হাজার টাকার পানির জার কেনা হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৬৫০-৭০০ টাকার পানির প্রয়োজন পড়ে অফিসটিতে। নাম প্রকাশ না করে অফিসের এক কর্মকর্তা বলেন,ঙবড় অফিস, কর্মীদের খাওয়ার জন্য ভালো মানের পানিই নিতে হচ্ছে। আনুষঙ্গিক অনেক খরচের মধ্যে এটা একটা বড় খরচ।

ওয়াসার পানির ওপর মানুষের আস্থা কম থাকায় ঢাকায় এখন পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্রের হরদম বেচাকেনা হচ্ছে, যা ধীরে ধীরে সারা দেশেই বিস্তার লাভ করছে। বাজারে জমজমাট ব্যবসা করে যাচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পানি। বোতলজাত পানির ব্যবসার ভবিষ্যৎ ভালো দেখে আড়াই বছর আগে নামকরা একটি বহুজাতিক কম্পানি পানির ব্যবসা শুরু করে। বিএসটিআই (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট) জারে পানি ব্যবসার জন্য বিভিন্ন কারখানার লাইসেন্স প্রদান করলেও এখনো শতভাগ মানের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। দামের বিষয়টিও নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির হাতে নেই। এসব কারণেই মানুষ এক ধরনের জিম্মিদশার মধ্যে রয়েছে।

তবে এর থেকে বের হওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি বেশ পুরনো। কিন্তু এব্যাপারে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। তাই ঢাকার কোথাও সহজলভ্য নয় বিশুদ্ধ খাবার পানি।

--

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার হলিদাগাছী এলাকায় তেলবাহী ট্রেনের ৯টি বগি লাইনচ্যুতের ঘটনায় রাজশাহীর সঙ্গে সারাদেশের ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

এছাড়া রাতের সব ট্রেন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে রাতের যাত্রীর চরম সমস্যায় পড়তে হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

তবে কর্তৃপক্ষ বলছে, ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেনের বগি উদ্ধারে কাজ চলছে।

রাজশাহী রুটে চলাচলকারী ট্রেনগুলো আব্দুলপুর স্টেশনে আটকা পড়ে আছে। ফলে আন্তঃনগরসহ সবকটি ট্রেনের সিডিউল বিপর্যয় ঘটেছে।

রাজশাহী রেলস্টেশন মাস্টার জাহিদুল ইসলাম জানান, বুধবার সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে সারদা স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার রাজশাহীর দিকে এসে ট্রেনটির ৯টি বগি লাইনচ্যুত হয়।

এতে রাজশাহীর সঙ্গে সব রুটের ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

এদিকে রাত ১২টা পর্যন্তও লাইনচ্যুত তেলবাহী ট্রেনের বগি উদ্ধারে তেমন কোনো অগ্রগতি ছিল না।

১০ই জুলাই, ২০১৯

টাঙ্গাইলের সখীপুরে সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে এক নারীকে শ্বাস রোধে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলা হাতীবান্ধা ইউনিয়নের আমড়াতৈল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই নারীর নাম সমেলা ভানু (৫৭)। তিনি মৃত বাবর আলীর স্ত্রী।

পরিবার সূত্রে জানা জানা যায়, রাতে ঘরে ঢুকে সামেলা ভানুকে শ্বাস রোধে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। পরে তাঁর গলার স্বর্ণের চেইন, পাঁচ হাজার ঢাকা ও অটোরিকশার চাবি নিয়ে পালিয়ে যায় তারা।
স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে একটি টিনের ঘরে বেড়া দিয়ে এক পাশে থাকতেন ওই নারী, আর অন্য পাশে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন ছেলে হোসেন আলী। মঙ্গলবার গভীর রাতে সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে ওই নারীকে দুর্বৃত্তরা শ্বাসরোধে হত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

ওই নারীর এক ছেলে হাসান আলী বিদেশ থাকেন। আরেক ছেলে হোসেন আলী সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালান। খুনের সময় হোসেন আলী পাশের কক্ষেই স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। হোসেন আলীর ধারণা, সিঁধ কেটে প্রথমে চুরি করতে দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢোকে। কিন্তু তাঁর মা দুর্বৃত্তদের চিনে ফেলায় তারা তাঁর মাকে খুন করে সটকে পড়ে।

--

পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সী ও মাহমান্দ এজেন্সীতে গত ৭ই জুলাই তেহরিকে তালেবান ও হিজবুল আহরার মুজাহিদদের পৃথক দুটি হামলায় কমপক্ষে ৫ সেনা হতাহত হয়।

পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর ডাম্ভুকান্ডু এলাকায় তেহরিকে তালেবান এর স্নাইপার গ্রুপের মুজাহিদদের সফল স্নাইপার হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর এক কমান্ডার নিহত হয়।

অন্যদিকে মাহমান্দ এজেন্সীর খুইজায়ী এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের একটি পয়েন্টে তীব্র হামলা চালান হিজবুল আহরারের জানবায মুজাহিদগণ।মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ৪ সেনা হতাহত হয়।

--

পুলিশের কনস্টেবলের চাকরি হওয়ার আগেই পুলিশ পরিচয়ে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে রাকিবুল হাসান শান্ত নামে এক যুবক। যশোর শহরতলি পালবাড়ি গাজীরঘাট এলাকার শাহ আলম হাওলাদারের ছেলে।

গত মঙ্গলবার দুপুরে যশোর শহরের সিটি প্লাজায় চাঁদাবাজি করতে গিয়ে আটক হয়। এ সময় তার কাছ থেকে পুলিশের ভুয়া পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়।

সিটি প্লাজার ব্যবসায়ীরা জানান, মঙ্গলবার দুপুরে শান্ত এসএস ফ্যাশন হাউজে গিয়ে ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এ সময় শান্ত নিজেকে পুলিশের নায়েক দাবি করে। দোকান মালিক শান্তর পরিচয় নিশ্চিত হতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ওই নামে যশোরে কোনো পুলিশের নায়েক নেই।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, যশোরে সদ্য শেষ হওয়া ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে চূড়ান্তভাবে মনোনীত ১৯৩ জনের মধ্যে রয়েছে রাকিবুল হাসান শান্ত। তাদের চাকরিতে যোগদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কয়েকজন সচেতন নাগরিক মন্তব্য করেছেন, পুলিশের সাথে চাঁদাবাজির সম্পর্ক অনেক গভীর। পুলিশে চাকরী হয়ে গেলেই নির্ভয়ে চাঁদাবাজিসহ সকল অপরাধ করা যায়। কিন্তু তাঁরা চাকরী হওয়ার আগেই পুলিশ পরিচয়ে চাঁদাবাজি শুরু করেছিল তাই ধরা পড়েছে।

--

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এই ছমাসে বাংলাদেশে ৩৯৯ জন শিশু ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। এ সময় যৌন নির্যাতনের কারণে একজন ছেলে শিশুসহ মোট ১৬ জন শিশু মারা গেছে।

ছটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ৪০৮টি সংবাদ বিশ্লেষণ করে সংস্থাটি তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরেছে। এর আগে ২০১৮ সালে ৩৫৬টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছিল বলে জানিয়েছিল সংস্থাটি। এদের মধ্যে মারা গিয়েছিল ২২ জন এবং আহত হয়েছিল ৩৩৪ জন।

শিশু ধর্ষণের ঘটনা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম এক বিবৃতিতে অভিভাবক, শিশু সংগঠন, মানবাধিকার সংস্থা ও তরুণদের সম্মিলিতভাবে এই অপরাধ ঠেকাতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।
অপরাধ বিশ্লেষকগণ বলেছেন, শিশু ধর্ষণের অন্যতম কারণ হল বর্তমানে প্রচলিত অনৈসলামিক সমাজ ব্যাবস্থা। যেখানে বিবাহের মত হালাল কাজকে কঠিন করে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, অশ্লীলতার সকল দিক উন্মুক্ত দেওয়া হয়েছে। ধর্ষণে উত্তেজিত করে এমন অনেক নোংরা ভিডিও এখন ইন্টারনেটে সহজলভ্য। যা বন্ধের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই।
তদুপরি, বর্তমানে প্রচলিত অনৈসলামিক আইন ব্যাবস্থায় ধর্ষণের সঠিক শাস্তি দেওয়া হয় না। ফলে দিন দিন বাড়ছে ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধ।

--

পুলিশে চাকরি দেওয়ার কথা বলে চট্টগ্রামে এক কনস্টেবলের স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে দু জন। তারা ট্রাফিক পুলিশের সদস্য (টিএসআই) কাসেমের ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করত।

ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সদীপ দাশ জানায়, তারা চাকরি দেওয়ার কথা বলে রাঙ্গামাটি থেকে ওই তরুণীকে চট্টগ্রাম নিয়ে আসে। তাকে একটি বাসায় আটকে রেখে ধর্ষণ করা হয়।

ডবলমুরিং থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অর্ণব বড়ুয়া জানায়, ওই তরুণী এক পুলিশ কনস্টেবলের স্ত্রী।

শাহাদাত হোসেন রাজু জানায়, মহব্বত আলী ওই তরুণীকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় বাসা খুঁজতে থাকে। গত সোমবার ঈদগাঁ ঝর্ণা পাড়া এলাকায় বাসা খুঁজতে গিয়ে এলাকার নারীদের ওই তরুণী তার কাহিনী বলে দেয়।

সূত্র-আমাদের সময়

--

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ৮ জুলাই মধ্যরাতে আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের ইমাম সাহেব জেলার "কাড়ঘন-তাপ" এলাকায় বড় ধরণের একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ তাদের পরিচালিত উক্ত সফল অভিযানের মাধ্যমে "কাড়ঘন-তাপ" এলাকা ও সেখানে অবস্থিত আফগান মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি বিজয় করে নেন।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় ২৮ সেনা নিহত ও ১৬ সেনা আহত হয়। মুজাহিদগণ বন্দী করেন আরো ১০ সেনাকে। মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাংক। এছাড়াও মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ৩টি ট্যাংকসহ অনেক ভারী ও মাঝারি ধরণের যুদ্ধাস্ত্র।

বিপরীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় আহত হন ৩জন জানবায তালেবান মুজাহিদ।

--

ঘুষ এখন সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘুষ ছাড়া কোন কাজই ভালভাবে করানো যায় না। ভুগতে হয় নানা হয়রানিতে। অল্প সময়ের কাজ আটকে রাখা হয় বছরের পর বছর। অন্যান্যদের মত এমনই এক ঘটনার শিকার হয়েছেন এক সেবাপ্রার্থী।

ঘুষ প্রদান না করায় দুই বছর পূর্বে আবেদিত ডুপ্লিকেট কার্বন রশিদ (ডিসিআর) মিরপুর ভূমি অফিসে আটকে ছিল দুই বছর।

মঙ্গলবার দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক অভিযানে এর সত্যতা মিলেছে।

দুদক জানায়, ২০১৭ সালে মিউটেশনের জন্য আবেদন করা সত্বেও চাহিদামত অনৈতিক অর্থ প্রদান না করায় এক সেবাপ্রার্থীকে হয়রানি করা হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মাহবুবুল

আলমের নেতৃত্বে একটি এনফোর্সমেন্ট টিম আজ অভিযান পরিচালনা করে। সরেজমিন অভিযানে দুদক টিম দুই বছর পূর্বে আবেদিত ডুপ্লিকেট কার্বন রশিদ (ডিসিআর) উদ্ধার করে, যা ঘুষ প্রদান না করায় সেবাপ্রার্থীর নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে না বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া দুদক টিম অবৈধ অর্থ লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত একটি রেজিস্ট্রার উদ্ধার করে।

এদিকে নানাবিধ অনিয়মের অভিযোগে চট্টগ্রাম বিআরটিএ-তে অভিযান পরিচালনা করেছে দুদক। দুদক অভিযোগ কেন্দ্রে সিএনজি রিপ্লেসমেন্ট, গাড়ির নতুন নম্বর প্লেট প্রদান ইত্যাদি সেবাপ্রদানে দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগে অভিযানে দালালরা পালিয়ে যায়।

অন্যদিকে, টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক নির্মাণাধীন একটি রাস্তায় নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করে দুদক। সমন্বিত জেলা কার্যালয় টাঙ্গাইল হতে এ অভিযানে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পায় দুদক টিম।

সূত্র: রাইজিংবিডি

--

৯ই জুলাই,২০১৯

==

আজ ৯ই জুলাই ২০১৯ ঈসায়ীতে গোওর ও যাবুল প্রদেশে শত্রুদের ইউনিট ও চেকপোস্টে তীব্র হামলা চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবানদের অফিসিয়াল সাইট আল-ইমারাহ্ বার্তা সংস্থার বরাতে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১২টা বাজে, গোওর প্রদেশের তোওলক জেলায় শত্রুঘাটির নিকটবর্তী অবস্থানরত কয়েকটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন আল্লাহ্‌ভীরু লড়াকু তালেবান মুজাহিদগণ। যার ফলে, শত্রুদের ২টি চেকপোস্ট সম্পূর্ণভাবে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এছাড়াও চেকপোস্টগুলোতে অবস্থানরত শত্রুসেনাদের ৭ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত ও ১১ সেনা আহত হয়েছে।

বিপরীতে দুশমনদের পাল্টা আক্রমণে ৩জন মুজাহিদ আহত হয়েছেন এবং ১জন জানবাজ মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন।

এদিকে, একই জেলার থাব ও ইকাব খানাহ এলাকাগুলো থেকে কমান্ডার মুহাম্মদ ও কমান্ডার নাসীম এর নেতৃত্বে ৩৯জন আফগান সেনা মুজাহিদদের কাছে আত্মসম্পর্ণ করেছেন।

অন্যদিকে যাবুল প্রদেশের শাহজোঈ জেলা থেকে সংবাদ পাওয়া যায়, মুজাহিদদের সম্ভাব্য হামলার ভয়ে জেলা কেন্দ্রের ৭টি প্রতিরক্ষা চেকপোস্ট ছেড়ে আফগানের ভীরু কাপুরুষ সেনারা পলায়ন করেছে। যার ফলে, বিনা রক্তপাতেই জেলা কেন্দ্র ও চেকপোস্টগুলো মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

--

আল্লাহু আকবার কাবিরা, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।
কুখ্যাত নুসাইরী সন্ত্রাসী বাহিনীর ২০টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বিজয়সহ অনেক সেনাকে হত্যা ও ৪ সেনাকে বন্দী করেছেন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন ও তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ ৯ই জুলাই সিরিয়ার লাতাকিয়া সিটিতে বড় ধরণের এক অসাধারণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।
আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে সকাল ৯:০০টার সময় লাতাকিয়াতে তাদের এই অভিযানটি পরিচালনা শুরু করেন। যা দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যাবত স্থায়ী হয়।

মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও সাহায্যের ফলে মুজাহিদগণ খুব দৃঢ়তার সাথেই কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ শিয়া ও কুফফার রাশিয়ান সেনাদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালিয়ে বড় ধরণের সফলতা লাভ করেন।

মুজাহিদগণ দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার এই লড়াইয়ের মধ্যে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ শিয়া ও কুফফার রাশিয়ান বাহিনী হতে ২০টি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পয়েন্ট দখল করতে সক্ষম হন। এসময় এসকল স্থানে অবস্থানরত প্রায় সকল মুরতাদ ও কুফফার সেনাকে হতাহত করেছেন মুজাহিদগণ। বন্দী করেন ৪ সেনাকে, ধ্বংস করেন কুফফার বাহিনীর ৫টিরও অধিক ট্যাংক ও সামরিকযান। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ২টি ট্যাংকসহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র।

হতাহতের বিস্তারিত সংবাদ জানানো হলে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। তাই, আল-ফিরদাউস নিউজের সাথেই থাকুন...

মুজাহিদিনের হাতে বন্দী হওয়া ৪ নুসাইরী সন্ত্রাসী-

--

ভয়ঙ্কর সময় পার করছে দেশ। গভীর উদ্বেগ নিয়ে ভোর আসে। রাত কাটে অজানা আতঙ্কে। এভাবেই অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলছে ১৬ কোটি মানুষ। ঘরে-বাইরে কোথাও নিরাপত্তা নেই। নেই স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি।

বেঁচে থেকে ধুঁকে ধুঁকে মরা- কথাটি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সাধারণ মানুষ। খুন-ধর্ষণ, রাহাজানি- নৈরাজ্য নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খুনের নিত্যনতুন স্টাইল, ধর্ষণের লোহমর্ষক বর্ণনা শুনে আঁতকে উঠবে যে কেউই। প্রকাশ্যে নির্মমভাবে মানুষ হত্যা কিংবা পৈশাচিক কায়দার ধর্ষণ কেউই চায় না। তবুও প্রতিদিন দেশে খুন-ধর্ষণ ঘটেই চলছে। এসব ঘটনা বাড়ছে প্রতিযোগিতা করে।

বাইরে যখন অস্থিরতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তখন ঘরের ভেতরের খোঁজও নিতে হয়। চার দেয়ালে ঘেরা ঘর শুধু ঘর-ই নয়, শান্তি-সুখের একমাত্র ঠিকানা। আঁতকে ওঠার মতো খবর হল- সুখের ঠিকানা এখন আর সুখকর নয় মানুষের কাছে।

এ যেন বিষে ভরা কোনো গর্তে পরিণত হয়েছে। তাই তো হন্য হয়ে ঘর ছাড়ার, সংসার ভাঙার মিছিলে যোগ দিয়েছে সবাই। এ মিছিলের শীর্ষে আছে রাজধানীর মানুষ। এ বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মাত্র ৬ মাসে ঢাকার দুই সিটিতে তালাকের আবেদন জমা পড়েছে ৪ হাজারেরও বেশি!

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের এক-দুটো অঞ্চলে ছাড়া বাকি অঞ্চলগুলোর তালাকের সংখ্যা শুনলে চোখ কপালে ওঠবে যে কারোরই। সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এ বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত তালাকের আবেদন জমা পড়েছে মোট ৪৫৫৭ হাজার।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পাঁচটি অঞ্চলে তালাকের আবেদন এসেছে ২৩১৫ হাজারটি। এর মধ্যে অঞ্চল-১ এ তালাকের আবেদনকারীর সংখ্যা ২৮৩ (নারী ১৫৫, পুরুষ ১২৮ জন), অঞ্চল-২ এ ৫০০ (নারী ৩৭২, পুরুষ ১৭৭ জন), অঞ্চল-৩ এ ৫২৩ (নারী ৩৪৩, পুরুষ ১৮০ জন), অঞ্চল-৪ এ ৩৭৭ (নারী ২৭৯, পুরুষ, ৯৪), অঞ্চল-৫ এ ৬৩২ (নারী ৫০৭, পুরুষ ১২৫)।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ঘর ভাঙার আবেদন করেছেন ২২৪২ হাজার জন। এর মধ্যে অঞ্চল-১ এ তালাকের আবেদনকারীর সংখ্যা ২৫০ (নারী ১৫২, পুরুষ ৫৮ জন), অঞ্চল-২ এ ৫৮৪ (নারী ৪০০, পুরুষ ১৮৪ জন), অঞ্চল-৩ এ ৪৮৯ (নারী ৩৮৮, পুরুষ ১০১ জন), অঞ্চল-৪ এ ১৫৭ (নারী ১১১, পুরুষ, ৪৪), অঞ্চল-৫ এ ৭৬২ (নারী ৫৭২, পুরুষ ১৯০)।

পরিসংখ্যান মতে, গেল ৬ মাস অর্থাৎ ১৮০ দিনে ৪ হাজার ৫৫৭টি তালাকের আবেদন হলে একদিনে আবেদন হয়েছে ২৬টি তালাকের। অর্থাৎ প্রতি ৫৫ মিনিটে একটি সংসার ভাঙার আবেদন করছেন রাজধানীর মানুষ।

শেষ ৬ বছরের একটি জরিপে দেখা যায়, প্রতি ১ ঘণ্টায় একটি ঘর ভাঙার আবেদন জমা পড়েছে দুই সিটি কর্পোরেশনে। এ হিসেবে শেষ ছয় বছরে তালাকে আবেদনের মোট সংখ্যা অর্ধলাখেরও বেশি!

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে তালাকের প্রবণতা বেড়েছে ৭৫ শতাংশ, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বেড়েছে ১৬ শতাংশ। জরিপ মতে, তালাকের আবেদনের পর ৫ শতাংশেরও কম দম্পতি নিজেদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে থাকেন।

তবে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে, প্রতিদিন ঠিক কতটি তালাক হচ্ছে তার সঠিক হিসাব বলা মুশকিল। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, তালাকের আবেদনের পদ্ধতি খুবই সেকেলে ধরনের।

সেকেলে পদ্ধতিতে সঠিক পরিসংখ্যান ওঠে আসবে কীভাবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৪ এর নির্বাহী কর্মকর্তা উদয় দেওয়ান বলেন, তালাকের আবেদনের ক্ষেত্রে এখনও সেকেলে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কেউ তালাকের আবেদন করার পর ডাক যোগে তাকে চিঠি পাঠানো হয়। অনেকেই ভুল ঠিকানা দেয়। মোবাইল নম্বর দেয় না। ফলে চিঠি বিলি করা সম্ভব হয় না। এতে করে তালাকের সঠিক সংখ্যা মেলানো মুশকিল হয়ে পড়ে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-৩ এর নির্বাহী কর্মকর্তা সালেহা বিন্তে সিরাজ বলেন, ঘর ভাঙতে মানুষ এত মরিয়া হয়ে ওঠছে, এটা সত্যিই একটি দেশ ও সমাজের জন্য চিন্তার বড় কারণ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ তথ্য মতে, গত সাত বছরে তালাকের পরিমাণ বেড়েছে ৩৪ শতাংশ। দেশে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছেদ ঘটেছে বরিশাল অঞ্চলে (হাজারে ২.০৭ জন)। [সূত্র: যুগান্তর]

সমাজ বিশ্লেষকগণের মতে, পশ্চিমা এবং হিন্দুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবেই বর্তমানে দেশে সবচেয়ে বেশি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে। এসকল বিচ্ছেদের প্রধানতম কারণ ইসলামী নৈতিকতাবোধ থেকে দূরে সরে গিয়ে পশ্চিমাদের তথাকথিত আধুনিক সমাজব্যবস্থার জালে আটকে পড়া। ইসলামী শাসনব্যবস্থার অধীনে একদিকে যেমন আল্লাহ প্রদত্ত সুবিচার কায়েম করা হয়, আরেকদিকে দেওয়া হয় নীতি-নৈতিকতার সুমহান শিক্ষা। যার প্রভাবে মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনেও নেমে আসে সুখ-শান্তির প্রস্রবণ, মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল হয় রহমত।

শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় কলেজছাত্রীকে ধর্ষণ করা মামলার আসামি জাজিরা পৌরসভার মেয়র ইউনুছ ব্যাপারীর ছেলে মাসুদ ব্যাপারী জামিনে মুক্তি পেয়েছে। গ্রেপ্তারের আট দিন পর গতকাল সোমবার বিকেলে বেড়িয়ে আসে। সে জামিন পাওয়ায় ওই কলেজছাত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কের মধ্যে আছেন।

ওই কলেজছাত্রীর বাবা বলেন, লজ্জা, ভয় আর আতঙ্কে মেয়েটি কুকড়ে আছে। সারাক্ষণ ঘরে বসে কাঁদে। লজ্জায় মানুষের সামনে যেতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে অপরাধী জামিনে বের হয়ে এসেছে। তাঁরা প্রভাবশালী, তাই শঙ্কা, কখন কোন ক্ষতি করে।

গত ২৯ জুন রাতে মেয়েটি ধর্ষণের শিকার হন। ওই দিন বিকেলে মাসুদ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য কলেজছাত্রীকে বাড়িতে আসতে বলে। ওই মেয়ে কাজ শেষ করে সন্ধ্যা ৭টার দিকে মাসুদের বাড়িতে যান। সেখানে মাসুদের পরিবারের কাউকে না দেখে ওই ছাত্রী ফিরে আসার চেষ্টা করেন। তখন মাসুদ তাঁকে ঘরে আটকে ধর্ষণ করে। পরে মেয়েটিকে শ্বাসরোধে হত্যার চেষ্টা করা হয়। মেয়েটি মাসুদের বাড়ি থেকে বের হয়ে চিৎকার করলে ওই মহল্লার কয়েকজন নারী তাঁকে উদ্ধার করেন। পরের দিন জাজিরা থানায় মাসুদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেন ওই ছাত্রী।

১ জুলাই আদালতের মাধ্যমে মাসুদ ব্যাপারীকে শরীয়তপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। ৭ জুলাই তাঁর জামিনের আবেদন করা হয় শরীয়তপুর জেলা আমলি আদালতে। পরে জেলা ও দায়রা জজের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মরিয়ম মুন মঞ্জুরী জামিন মঞ্জুর করে আসামিকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেয়।

ভুক্তভোগী ওই ছাত্রী বলেন,‘মাসুদ আমার আত্মীয় হয়। তারপরও ধর্ষণ করতে পিছপা হয়নি। আমি তাঁর পায়ে ধরে কেঁদেছি। তারপরও রেহাই পাইনি। মামলা করার পর থেকেই চাপে আছি। এখন মাসুদ মুক্ত হয়েছে। শঙ্কায় আছি সে আমাকে মেরে ফেলে কি না।
আইন বিশ্লেষকগণ বলেছেন, ধর্ষণসহ বড় বড় অপরাধের আসামিরা যদি প্রভাবশালী কিংবা সরকার দলীয় ক্ষমতাশীল হয় তাহলে তারা আইনের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে বিনা শাস্তিতে বেড়িয়ে যায়। আইনের জঠিলতা থেকে যায় অসহায়দের জন্য।

--

রাজধানীর মিরপুর ১৩ নম্বর সড়ক থেকে ১০ নম্বর গোলচত্বর পার হতে অনেক রিকশাচালককেই ঘুষ দিতে হয়। এই ঘুষ নেয় ১০ নম্বর গোল চত্বরের শাহ আলী মার্কেটের পাশের গলির মুখে অবস্থানরত আনসার সদস্য। ৫ থেকে ১০ টাকা দিলেই রিকশা ছেড়ে দেয় । না দিলেই নানা বিপত্তির মুখে পড়তে হয় রিকশাচালকদের। গত সোমবার দুপুরের দিকে বেশ কয়েকবার এমন দৃশ্য দেখা গেল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রিকশাচালক বললেন,‘কি দিন আইলোরে বাবা, রিকশা চালাইতেও ঘুষ দেওন লাগে!’

--

ভারতের মধ্য প্রদেশের খান্দওয়া জেলায় গত ৭ই জুলাই রবিবার হিন্দুদের আক্রমণের শিকার হয়েছে ২৪ জন পুরুষ। তাদের মধ্যে ৬জন মুসলিমও ছিলেন। তারা গরু নিয়ে মহারাষ্ট্রের এক পশুমেলায় যাওয়ার সময় উগ্র হিন্দুদের আক্রমণের শিকার হয়েছে বলে জানায় ভারতীয় সংবাদমাধ্যম *এনডিটিভি*।

গরু স্থানান্তরের কারণে ঐ ২৪জনকে হিন্দুরা দড়ি দিয়ে বাঁধে এবং গো মাতা কি জয় (অর্থাৎ, গরু মার জয়) বলতে বাধ্য করে। উগ্র হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় ১০০জন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে সংবাদমাধ্যমে।

ঘটনাটির একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে দেখা যায়, বেঁধে রাখা লোকগুলোর পাশে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু উগ্র হিন্দু। ঐসকল মুশরিক হিন্দুত্ববাদীরা বাঁধা লোকদেরকে উঠ-বস করতে এবং গো মাতা কি জয় বলতে বাধ্য করছে ।

এসকল মুশরিক হিন্দুরা সম্প্রতি ভারতের বিভিন্নস্থানে উগ্রতা ছড়াচ্ছে। সামান্য অজুহাতে বা বিনা কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তারা মূলত উপমহাদেশে যে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে, তারই বাস্তবায়ন করতে এখন উঠে পড়ে লেগেছে। তাই, পরিস্থিতি যেন এক বিশাল যুদ্ধের দিকে মোড় নিতে চলেছে।

--

সিরিয়ার আল-হাসাকা প্রদেশে আমেরিকার মদদপুষ্ট কুর্দি ঝউঋ এর এক যোদ্ধা নিজেই তার এক পশুবৃত্তিক ভিডিও ধারণ করেছে। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি বন্দীখানার কক্ষে দুজন আরব নারীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে এবং সে তাদের ধর্ষণ করতে সেখানে প্রবেশ করছে।
ভিডিও ধারণকারী ঐ নরপশুটি বলছিল, "আমরা দুজন সুন্দরী আরব মহিলাকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছি, প্রতিদিন আমি তাদের একজনকে ধর্ষণ করি। দেখ! আমি এখন কী করতে যাচ্ছি।"

এই হচ্ছে সিরিয়াতে আমেরিকার মিত্র ও মদদপুষ্ট ণচএ/ঝউঋ কুর্দি সন্ত্রাসী বাহিনী। তারাই, গোটা বিশ্ববাসীর সামনে সিরিয়ার অসহায় মুসলিমদের উপর লোমহর্ষক সব যুদ্ধাপরাধ ঘটিয়ে যাচ্ছে, আবার গর্বভরে তা প্রকাশও করছে। তারপরেও ভণ্ড জাতিসংঘ এদের সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিতে পারে না। এরা সন্ত্রাসী বলে ঐসকল মুজাহিদদেরকে, যারা মজলুম মুসলিমদের জন্য প্রতিদিন নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করে চলেছেন।

--

দেশে পরিমাণ মত কর্মসংস্থান নেই। তাই দিন দিন বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী দেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ৭৭ হাজার। এর মধ্যে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ২৩ লাখ ৭৭ হাজার এবং অশিক্ষিত ৩ লাখ।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ৭৭ হাজার। এদের মধ্যে শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত ২৩ লাখ ৭৭ হাজার জন এবং নিরক্ষর ৩ লাখ জন।

২৬ লাখ ৭৭ হাজার বেকারের মধ্যে পুরুষ ১৩ লাখ ৪৭ হাজার এবং নারী ১৩ লাখ ৩০৯ হাজার জন। নিরক্ষর ৩ লাখ বেকারের মধ্যে পুরুষ এক লাখ ২৭ হাজার এবং নারী এক লাখ ৭৩ হাজার।

প্রাথমিক পাস বেকারের সংখ্যা ৪ লাখ ২৮ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ২ হাজার, নারী ২ লাখ ২৬ হাজার।

মাধ্যমিক পাস ৮ লাখ ৯৭ হাজার বেকারের মধ্যে পুরুষ ৪ লাখ ২২ হাজার এবং নারী ৪ লাখ ৭৪ হাজার। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেকার ৬ লাখ ৩৮ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ৩ লাখ ৫৩ হাজার ও নারী ১ লাখ ৭১ হাজার।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৪ লাখ ৫ হাজার বেকারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৩৪ হাজার ও নারী ১ লাখ ৭১ হাজার।

--

কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গত ৫ দিনের ভারি বর্ষণ ও ঝড়ো হাওয়ায় আশ্রয়স্থল হারিয়েছে প্রায় তিন হাজার রোহিঙ্গা। এ সময় পৃথক কারণে প্রাণ হারিয়েছে দুই রোহিঙ্গা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিন হাজার চারশত ঘরবাড়ি।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে। তবে মৃতদের পরিচয় প্রকাশ করেনি সংস্থাটি।

আইওএমর ন্যাশনাল কমিউনিটি অফিসার তারেক মাহমুদ জানিয়েছেন, প্রবল বৃষ্টি এবং ঝড়ো বাতাসের কারণে গত পাঁচ দিনে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মারা গেছে দুই জন। আশ্রয়স্থল হারিয়েছে দুই হাজার সাতশ জনেরও বেশি রোহিঙ্গা এবং প্রায় সাড়ে তিন হাজার ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন, ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক পরিমাণ ইতোমধ্যেই ২০১৮ সালের ক্ষয়ক্ষতির থেকেও বেশি হয়েছে।

আইওএমর হিসাব মতে, গত ২ থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত থাকা প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে, ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ১ হাজার ১৮৬ টি, পানির তোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ২১৬টি, ঝড়ো হাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ১ হাজার ৮৪০ টি, অন্যান্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৫ হাজার ৫৩৪ জন। ভূমিধ্বস হয়েছে ৩৯১টি, ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেছে ৫১ বার এবং রবিবার রাত পর্যন্ত (৭ জুলাই) জন্য হয়েছে ২৬ বার।

--

আল-কায়দার সোমালিয়াভিত্তিক পূর্ব আফ্রিকান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" মুজাহিদগণ গত ৮ই জুলাই সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "হিডেন" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর এক অসাধারণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, গতকাল রাজধানীর হিডেন জেলার বানাদার এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ৯ এরও অধিক সোমালিয় মুরতাদ সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়, আহত হয় মুরতাদ বাহিনীর আরো ২৫ সদস্য এবং রাজধানীর কেন্দ্রীয় জেলার সহকারী পুলিশ প্রধান, "ইয়াসিন কানি" এই হামলার শিকার হয়।

--

"আল-ফাতহুল মুবিন" অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গতকাল ৮ জুলাই সিরিয়ার হামা সিটির "তেলমালাহ্" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন সিরিয়ান মুসলিম বিদ্রোহী ও মুজাহিদ গ্রুপগুলো।

আলহামদুলিল্লাহ, মুসলিম যোদ্ধাদের উক্ত সফল অভিযানে ৩০ এরও অধিক নুসাইরী মুরতাদ সন্ত্রাসী সেনা নিহত এবং আরো ১০ এরও অধিক সেনা আহত হয়েছে।

-

গত ৭ জুলাই বেলা ৩টায় পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর সীমান্ত এলাকা "ডান্ডু-কান্ডু"তে অবস্থিত নাপাক সেনাদের অবস্থান লক্ষ্য করে স্নাইপার হামলা চালান তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের স্নাইপার গ্রুপের মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, এসময় মুজাহিদদের সফল স্নাইপার হামলার শিকার হয় এক মুরতাদ পাক সেনা।

৮ই জুলাই, ২০১৯

==

ভারত থেকে গরু নিয়ে ফেরার পথে মোহা. শাহাবুদ্দিন (২৭) নামে এক রাখাল ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে আহত হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিবার ভোরে সাতক্ষীরার হাড়দ্দাহ সীমান্তের বিপরীতে এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ শাহাবুদ্দিন সাতক্ষীরা সদর উপজেলার হাড়দ্দহ আদর্শ গ্রামের বাসিন্দা এছহাক আলীর ছেলে।

সীমান্তের স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, রবিবার ভোরে কমপক্ষে ৩০টি গরু নিয়ে দেশে ফেরার সময় ভারতের পানিতর স্লুইচ গেটের পাশে শুন্যরেখা এলাকায় রাখালদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে বিএসএফ। এ সময় শাহাবুদ্দিনের বাম পায়ে গুলি লাগে।

সহযোগীরা উদ্ধার করে গোপনে চিকিৎসা দিতে থাকে তাকে। তবে রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় অবস্থার অবনতি হলে রবিবার দুপুরে শাহাবুদ্দিনকে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে ভর্তি না নেয়ায় পরে খুলনা মেডিকেলে নেয়া হয়েছে।

-

গাইবান্ধায় বিআরটিএ অফিসের ঘুষ গ্রহণের ভিডিও চিত্র দুর্নীতি দম কমিশনের (দুদক) সাইটসহ বিভিন্ন দফতরে প্রেরণ এবং ফেসবুক ও ইউটিউবে অপলোড করার পর বিপাকে পড়েছেন গাইবান্ধার এক যুবক।

জানা গেছে, জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা যুবক ফরহাদ হোসেন। মাস দুয়েক আগে নতুন মোটরসাইকেল কিনেছেন তিনি। বৈধভাবে মোটরসাইকেল চালাতে প্রয়োজন লাইসেন্স। কিন্তু লাইসেন্সের জন্য শো-রুমে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। তাই ফরহাদ হোসেন তার গাড়ির যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে ঈদুল ফিতরের দুই দিন আগে গাইবান্ধার বিআরটিএ অফিসে যান। সেখানে গিয়ে লাইনেন্সের যাবতীয় কাগজপত্র অফিসারকে দেখান তিনি।

এ সময় মোটরযান পরিদর্শক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান লাইসেন্সের জন্য টাকা শো-রুমে না দিয়ে বিআরটিএ অফিসে আসার কারণ জানতে চান। তখন ফরহাদ জানান, শো-রুমে টাকা বেশি লাগে তাই সরাসরি এখানে আসা। তখন আমিনুল ইসলাম জানান, কাজ সারতে চাইলে অপেক্ষা করতে হবে।

কথা অনুযায়ী টানা ৩ ঘণ্টা অপেক্ষার পর ফরহাদ দেখতে পান, বিআরটিএ অফিসে আসা সবার ফাইল স্বাক্ষর করে দিচ্ছেন আমিনুল ইসলাম। প্রতিটি ফাইল বাবদ আমিনুল ইসলামের সহকারী আসাদ গোপনে অর্থ লেনদেন করছে। এসব ঘটনা স্মার্টফোনে ধারণ করেন ফরহাদ।

ফাইল স্বাক্ষরের জন্য দিনভর অপেক্ষার পর এক পর্যায়ে তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েন। পরে আমিনুল ইসলামকে কয়েকবার অনুরোধ করলে সহকারী আসাদ অন্য রুমে নিয়ে গিয়ে ৭০০ টাকা ঘুষ চায় ফরহাদের কাছে। টাকা না দিলে স্বাক্ষর হবে না বলে জানিয়ে দেয় আমিনুলে সহকারি। ফরহাদ টাকা দিতে অসম্মতি জানান। পরে গোপনে আবার ঘুষ লেনদেনের ভিডিও করতে গেলে বিষয়টি আমিনুল ইসলামের চোখে পড়ে।

এ সময় তার ফোনটি জব্দ করে ভিডিওগুলো ডিলিট করে দেয় বিআরটিএ কর্মকর্তা আমিনুল। ফরহাদের ফাইলে স্বাক্ষর করে হাসিমুখে একটা ছবি তুলে রাখে। কিন্তু ভিডিওগুলো ঠিকই তার গুগল ড্রাইভে থেকে যায়।

কাজ শেষে বাসায় ফিরে আসেন ফরহাদ। পরে ভিডিওগুলো আপলোড করে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেন। ভিডিও প্রকাশের পর বাধে বিপত্তি। বিভিন্ন মহল থেকে ফোন করে তাকে হুমকি দিতে থাকে।

শুক্রবার (৫ জুলাই) সন্ধ্যায় ০১৭২৪-১৪০৬৮৩ নম্বর থেকে তাকে ফোন দিয়ে খোঁজ জানতে চায়- বাড়ি কোথায় এবং গাইবান্ধা অফিসে কী হয়েছে। নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে এবং বগুড়ায় আসতে বলে। এছাড়া তার এলাকার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকেও তার ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলে পুলিশ। অবস্থা এমন হয়েছে এখন নিজের জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন যুবক ফরহাদ।

যঃঃঢ়ং://বিন.ভধপবনড়ড়শ.পড়স/যবুভধৎযধফ/ারফবড়ং/২৮৪৩৯৪৭২৫৫৬৭৬৬৯৫/

সূত্র: জাগো নিউজ

==

৭ই জুলাই,২০১৯

ইউএস নেভী সীল এডওয়ার্ড গালাগার, যাকে ইরাকের নিরীহ ও নিরস্ত্র মুসলিমদের হত্যা ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সম্প্রতি আমেরিকার সামরিক আদালত তাকে নিরপরাধ ঘোষণা দিয়ে শাস্তি থেকে রেহাই দিয়েছে বলে জানায় বিবিসি নামক একটি সংবাদ সংস্থা!

সংবাদ সংস্থাটি জানায়, গালাগার নামক এই নরপশু এক ইরাকী বালককে ছুরি দ্বারা জবাই করে তার মৃতদেহের সাথে গর্বভরে ছবি তুলেছিল।

এছাড়াও নেভী সীলের এই স্নাইপারকে আরও দু'জন নিরস্ত্র ইরাকী মুসলিমকে হত্যা করার কারণে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যাদের মধ্যে একজন ইরাকী বালিকা ও একজন বৃদ্ধ মুসলিম ছিলেন, যিনি টাইগ্রীস নদীর তীরে হাঁটতে বেড়িয়েছিলেন। আর সে সময়েই এই নরপশু তাকে গুলি করে হত্যা করে।

-

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ জানান যে, গত ৬ জুলাই দীর্ঘ ২৪ ঘন্টায় আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের ৪৮টি হামলায় ১৭৫ এরও অধিক আফগান

মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়। মুজাহিদগণ বিজয় করতে সক্ষম হন ৭১টি গ্রাম, ১৪টি পোস্ট ও ৬৫০০ পরিবারের বিশাল এলাকা।

আফগানিস্তানের ১৯টি প্রদেশে গত ৬ জুলাই দীর্ঘ ২৪ ঘন্টায় তালেবান মুজাহিদগণ প্রায় ৪৮টি অভিযান পরিচালানা করেন। মুজাহিদদের এসকল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর এক কমান্ডারসহ ১২৩ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়। আহত হয় সামরিক বাহিনীর আরো ৫২ সদস্য, বন্দী হয় ৫ সেনা সদস্য।

এছাড়াও মুজাহিদদের নিকট সেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে আরো ৫০ আফগান সেনা সদস্য।

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ ও সাহায্যে মুজাহিদগণ তাদের এসকল সফল অভিযানের মাধ্যমে ৭১টি গ্রাম, ৬৫০০ পরিবারের বিশাল এলাকা, ১৪টি পোস্ট বিজয় এবং ১টি ট্যাংক, ২টি রেঞ্জার-গাড়ি ও ৫১টি ভারী যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১৬টি ট্যাংক ও রেঞ্জার-গাড়ি এবং ২টি মোটরসাইকেল। বিপরিতে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ইনশাআল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন ৭ জন মুজাহিদ এবং আহত হন আরো ১৪ জন মুজাহিদ।

--

তুরস্কে আশ্রয় নেওয়া উইঘুর মুসলিম ইসমাঈল ওবুল। তাকে তুর্কি প্রশাসন চীনের কাছে হস্তান্তরের জন্য আটক করেছে।

ইসমাঈল চার সন্তানের পিতা, ও একজন হাফিজে কোরআন। পেশায় তিনি একজন শিক্ষক। তার আইনজীবীর ভাষ্যমতে তিনি তুরস্কের কোনিয়াতে তিন বৎসর যাবত শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছিলেন। তাঁর কোনো ধরনের ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই।

তার আইনজীবী আরও বলেন যে প্রবাস এবং আন্তর্জাতিক আইনের ৫৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, "কোনো ব্যক্তি তার দেশের নিকট হস্তান্তর করা হবে না, যদি তার সেখানে মৃত্যুদন্ড, নির্যাতন, মানহানি ও অপমানিত হওয়ার ভয় থাকে। যেখানে "ফরেইন এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ল" মানা হয় না। তাই এই হস্তান্তরের প্রচেষ্টা উক্ত আইনের সরাসরি লঙ্ঘণ।

প্রকৃত কারণ হচ্ছে যে, ইসমাঈল ওবুল "ইসতিকবাল টিভি" তে পূর্ব তুর্কিস্তানে চীনের কন্সানট্রেশন ক্যাম্প ও জুলুমের ব্যাপারে কথা বলেছেন। আর সে কারণেই চীন তাকে ফেরত চাচ্ছে।

==

লালমনিরহাট সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটি গঠন নিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় অফিসের আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়। সংঘর্ষে ৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছে।

গত শনিবার রাতে লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেয় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোতাহার হোসেন। এ কমিটিতে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. মতিয়ার রহমানের ভাতিজা এরশাদ হোসেন জাহাঙ্গীরকে আহ্বায়ক করা হয়।

কিন্তু কমিটিতে কোনো যুগ্ম আহ্বায়ক না রেখে ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকদের নিয়ে ১৬ জনকে সদস্য করা হয়। এতে অপর আরেকটি গ্রুপ গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে বলে দাবি করে।

এদিকে সদ্য অনুমোদন পাওয়া সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক এরশাদ হোসেন জাহাঙ্গীর শনিবার রাত ৯টার দিকে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে মিষ্টিমুখ করছিল। এ সময় আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়ে অফিসের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। এতে পাঁচজন আহত হয়।

লালমনিরহাট পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম তপন বলেছে, আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা নিয়েই আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ভাঙচুর করেছে।

--

ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, গত ৫ জুলাই ১৯টি প্রদেশে দীর্ঘ ২৪ ঘন্টার যুদ্ধে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় হতাহত হয়েছে ১৭৩ আফগান সেনা।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ৫ জুলাই আফগানিস্তানের ১৯টি প্রদেশে প্রায় ৫১টি ছোট বড় অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবান মুখপাত্র জানান, মুজাহিদদের পরিচালিত ঐসকল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৪ উচ্চপদস্থ কমান্ডারসহ ১৩০ এরও অধিক আফগান সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়। আহত হয় আরো ৪৩ সেনা ও পুলিশ সদস্য। অন্যদিকে মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয় ১ কমান্ডারসহ ১৪ সেনা এবং আত্মসমর্পণ করে আরো ৩ সেনা।

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে মুজাহিদগণ তাদের পরিচালিত অভাযানগুলোর মাধ্যমে বড় ২টি শহর ও ১৮টি চেকপোস্ট বিজয়ের পাশাপাশি ৪টি ট্যাংক, ২টি মোটরসাইকেল, ৮৮টি ভারি যুদ্ধাস্ত্র ও

অনেক সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন। অন্যদিকে মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ আফগান বাহিনীর ২৬টি ট্যাংক, হ্যাম্বি, রেঞ্জার গাড়ি এবং ৯টি মোটরসাইকেলসহ অনেক সরঞ্জামাদি ধ্বংস হয়ে যায়।

বিপরীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ইনশাআল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন ৫ জন তালেবান মুজাহিদ এবং আহত হন আরো ১৩ জন মুজাহিদ। এছাড়াও আফগান মুরতাদ বাহিনী ফারইয়াব প্রদেশের একটি বাজারে সাধারণ মুসলিমদের উপর হামলা চালালে সেখানে হতাহত হন প্রায় ৪০ জন নিরপরাধ সাধারণ আফগান মুসলিম।

--

ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, গত ৫ জুলাই ১৯টি প্রদেশে দীর্ঘ ২৪ ঘন্টার যুদ্ধে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় হতাহত হয়েছে ১৭৩ আফগান সেনা।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ৫ জুলাই আফগানিস্তানের ১৯টি প্রদেশে প্রায় ৫১টি ছোট বড় অভিযান পরিচালনা করেছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবান মুখপাত্র জানান, মুজাহিদদের পরিচালিত ঐসকল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৪ উচ্চপদস্থ কমান্ডারসহ ১৩০ এরও অধিক আফগান সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়। আহত হয় আরো ৪৩ সেনা ও পুলিশ সদস্য। অন্যদিকে মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয় ১ কমান্ডারসহ ১৪ সেনা এবং আত্মসমর্পণ করে আরো ৩ সেনা।

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে মুজাহিদগণ তাদের পরিচালিত অভাযানগুলোর মাধ্যমে বড় ২টি শহর ও ১৮টি চেকপোস্ট বিজয়ের পাশাপাশি ৪টি ট্যাংক, ২টি মোটরসাইকেল, ৮৮টি ভারি যুদ্ধাস্ত্র ও অনেক সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন। অন্যদিকে মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ আফগান বাহিনীর ২৬টি ট্যাংক, হ্যাম্বি, রেঞ্জার গাড়ি এবং ৯টি মোটরসাইকেলসহ অনেক সরঞ্জামাদি ধ্বংস হয়ে যায়।

বিপরীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ইনশাআল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন ৫ জন তালেবান মুজাহিদ এবং আহত হন আরো ১৩ জন মুজাহিদ। এছাড়াও আফগান মুরতাদ বাহিনী ফারইয়াব প্রদেশের একটি বাজারে সাধারণ মুসলিমদের উপর হামলা চালালে সেখানে হতাহত হন প্রায় ৪০ জন নিরপরাধ সাধারণ আফগান মুসলিম।

--

গত এক সপ্তাহ যাবত ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদগণ ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর পাশাপাশি আইএস সন্ত্রাসীদের ফেতনা থেকে খোরাসানের ভূমিকে মুক্ত করতে বড়ধরণের সফল অভিযান শুরু করেছেন।

তালেবান মুজাহিদদের সমর্থিত সংবাদ সংস্থাগুলোর হিসাব মতে বিগত এক সপ্তাহে আফগানিস্তানের কুনার ও নানগারহার প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের খারেজি ফেতনা নির্মূলে পরিচালিত অভিযানে এখন পর্যন্ত প্রায় ১১৫ এরও অধিক আইএস সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরো শতাধিক আইএস সন্ত্রাসী। নিহত আইএস সন্ত্রাসীদের মাঝে তাদের সাংগঠনিক দায়িত্বশীল সিরাজও রয়েছে।

অন্যদিকে তালেবানদের হাত থেকে বাঁচতে এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে আইএস সন্ত্রাসীরা, পরে নিজেদের অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে আফগান মুরতাদ সেনাদের নিকট, তারপরেও সত্যের পথে ফিরে আসতে নারাজ এই ফেতনাবাজ দলটির সদস্যরা।

শুধু গত ৬ দিনেই নানগাহার ও কুনার প্রদেশ হতে প্রায় ৪৩ আইএস সন্ত্রাসী আফগান মুরতাদ সেনাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। তবে অনেকেই আইএসের আত্মসমর্পণকে আত্মসমর্পণ বলছেন না, বরং তারা আত্মসমর্পণের নামে আফগান বাহিনীর ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে বলে তাদের অভিমত। যদিও উভয়টিই লাঞ্ছনার বিষয়। এর চেয়ে সত্য কথা হচ্ছে আফগানিস্তানে আইএসদেরকে কুফ্ফার বাহিনী নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে, তারা তাদের প্রয়োজনমত বিভিন্ন স্থান হতে আইএস সদস্যদেরকে নানগারহার ও কুনারে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে, আবার যখন তালেবানদের হামলা শুরু হয় তখন হেলিকপ্টর ও স্থল পথে নিরাপত্তা দিয়ে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বে অনেকবারই দেখেছি।

খারেজী আইএসের সদস্যরা শামের ময়দানে মুসলিমদের বিজয়কে যেভাবে বর্তমানে লাঞ্চনাকর পর্যায়ে নিয়ে গেছে, তেমনি আফগানিস্তানেও সেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আল্লাহর অনুগ্রহে এখন পর্যন্ত আফগানিস্তানে আইএস খারেজীরা তেমন কোন সুবিধা করে উঠতে পারেনি।

--

কুড়িগ্রামের উলিপুরে সালিশ বৈঠক চলাকালে পুলিশের উপস্থিতিতে বিরোধপূর্ণ জমি হামলা চালিয়ে দখলে নেয়া হয়েছে। টিনের তিনটি ঘর ও সীমানা বেড়া ভেঙে এবং এসব ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র লুট করে ২৫ শতাংশ জমি দখলে নেয়া হয়।

পুলিশ সদস্যরা দাঁড়িয়ে সব দেখলেও হামলা ঠেকানোর কোনো চেষ্টাই করেনি। বরং মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে হামলার ভিডিও মুছে ফেলেছে এক এসআই। ধরণীবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ মধুপুর সাতকুড়ারপাড় গ্রামে গত শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, গ্রামের সুবল চন্দ্র বর্মণের দখলে থাকা ওই জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে প্রতিবেশী সুশীল চন্দ্র বর্মণের। এ নিয়ে সালিশ বৈঠকে একাধিকবার মীমাংসা করা হয়, তবে সুশীলরা তা মানেনি। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়, কুড়িগ্রাম জজকোর্টে উলিপুর সাব-জজ আদালতে মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে। ওই জমিটিই এসআই তপন কুমার ও অন্য পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিতে শনিবার দখলে নেয় সুশীল গং। সুবলের পরিবারের সদস্যরা জানায়, ২৪ এপ্রিল উলিপুর বাজারে যাওয়ার পথে অটোরিকশা থামিয়ে সুবলের ভাই রণজিতকে বেদম মারধর করে সুশীলরা। পরে প্রভাবশালীদের সহযোগিতায় উল্টো সুবল পরিবারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করে সুশীলরা।
পরে ওই জমিতেই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে হঠাৎ উত্তেজনা সৃষ্টি হলে উভয়পক্ষ মারমুখী হয়ে উঠে। খবর দেয়া হয় থানায়। এসআই তপন ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে।

স্থানীয় রঞ্জু মিয়া, আলতাফ হোসেন, গাজীবরসহ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, তপন দারোগা আসামাত্রই সুশীল পরিবারের সদস্যরা লাঠিসোটা নিয়ে সুবল পরিবারের সদস্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ সে সময় নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় সুবলের বড় ভাই রণজিতের স্ত্রী নমিতা রানী প্রতিপক্ষের হামলার দৃশ্য মোবাইল ফোনে ভিডিও করছিল। এসআই তপন কুমারের নির্দেশে সেকেন্দার নামে হামলাকারীদের একজন মোবাইল ফোনটি কেড়ে নিয়ে তার (তপন) হাতে দেয়। এসআই ভিডিও ও ছবি মুছে ফেলে ফোনটি ফেরত দেয়। পরে অবস্থার আরও অবনতি হয়। ততক্ষণে ২০ বান্ডিল টিনসহ তিনটি ঘর, বেড়া ও আসবাবপত্র লুট করে ওই জমির দখল নেয় সুশীলরা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েকজন বলেন, পুলিশ বরং হামলাকারীদের সহায়তা করেছে। সুবলদের মামলায় ফাঁসানোর জন্য সুশীল পক্ষের পঙ্কজ কান্তি বর্মণ (৩০) ও প্রদীপ কুমারকে (১৯) উলিপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এ বিষয়ে মোবাইল ফোনে কথা হয় এসআই তপন কুমারের সঙ্গে। সে যুগান্তরকে জানায়, ঘটনা যা ঘটেছে তার জন্য আমি একা দায়ী নই। এসআই হাসান ও এসআই রাসেলও ঘটনাস্থলে ছিল। মোবাইলের ছবি ও ভিডিও কেন ডিলিট করেছে জানতে চাইলে বলে- আসেন সামনা সামনি কথা বলব। এরপর ফোন কেটে দেয়। পরে আর ফোন দিলেও ধরেনি।
সূত্র: যুগান্তর

--

ভোলা সদর উপজেলায় বখাটের উত্ত্যক্তের কারণে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে ৬ষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর। এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর বাবা বখাটের বিচারের দাবিতে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘটনাটি সদর উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের স্যামপুর গ্রামের।

গতকাল শনিবার দুপুরে ওই স্কুলছাত্রীর বাবা ভোলা জেলা প্রশাসক ও ভোলা প্রেসক্লাবে এসে সাংবাদিক কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দেন।

অভিযোগে জানা গেছে, স্যামপুর গ্রামের ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চালকের মেয়েকে (১৩) দীর্ঘদিন ধরে একই এলাকার মো. কামালের ছেলে সুজন (১৮) উত্ত্যক্ত করে আসছে। ঘটনাটি মেয়েটি তার বাবাকে জানালে

তিনি বিষয়টি ওই বখাটের বাবা কামাল ও এলাকার গণ্যমান্যদের জানায়। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি। পরে মেয়েটির বাবা স্থানীয় ইউপি সদস্য মিলনকে জানালে তিনিও কোন সমাধান করতে পারেননি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বখাটে সুজন মেয়েটির বাবাকে হুমকি দিয়ে আসছে।

মেয়েটির বাবা বলেন, আমার মেয়ে স্থানীয় শান্তির হাট ইসলামীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে সুজন তাকে উত্যক্ত করে আসছে। আমি সুজনের বাবা কামালকে জানালে তিনি কোনো সমাধান করেননি। এতে সুজন ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে বাড়িতে গিয়ে মারধর করে। আমি গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হলে গাঁজা ও ইয়াবা গাড়িতে রেখে পুলিশে ধরিয়ে দেয়ারও হুমকি দেয়। বর্তমানে আমি ও আমার পরিবার ভয়ে মেয়েকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

তিনি আরও জানান, আমি সুজনের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছি।

শান্তির হাট ইসলামীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তোফায়েল আহমেদ জানান, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া ওই মেধাবী ছাত্রী ঈদের বন্ধের পর আর স্কুলে আসছে না। ছাত্রীর বাবার আমাদের কাছে বিষয়টি জানাননি। তিনি আরও জানান, সুজন আমাদের স্কুলে পড়াশোনা করেছিল। ছেলেটি বখাটে টাইপের।
সূত্র: জাগোনিউজ২৪.কম

--

৬ই জুলাই, ২০১৯

--

সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলীর অন্যতম।
সুন্দরবন সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি হিসেবে অখন্ড বন যা বিশ্বে সর্ববৃহৎ। এই অপরূপ বনভূমি বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত।
এই সুন্দরবনের সৌন্দয্য নষ্টের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে অর্থলোভী ক্ষমতাশালীলা।
তাই রামপালসহ সুন্দরবন-বিনাশী সব প্রকল্প বাতিল এবং বনের ভেতর দিয়ে কয়লা, তেল ও ফ্লাই অ্যাশ পরিবহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি।

গত শুক্রবার (৫ জুলাই) জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ৪ জুলাই বাকুতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারকে বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আরও কয়েক মাস সময় দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা চালানোরও কথা বলেছে তারা। এই অধিবেশনে যোগ দিয়ে সরকারি প্রতিনিধিদল আবারও নানা ভুল তথ্য উপস্থাপন করেছে। যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেগুলোর সবই তারা বারবার ভঙ্গ করেছে। এমন সব উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেছে যেগুলো মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিবৃতিতে তারা বলেন, বিষাক্ত পণ্যবাহী নৌপরিবহনের ঝুঁকি থেকে সুন্দরবন রক্ষার অঙ্গীকার ও আইন থাকা সত্ত্বেও সরকার গত কয়েক বছরে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

সরকার একদিকে এ নৌপথে বিষাক্ত পণ্যবাহী জাহাজ পরিবহন বন্ধ করছে না। অন্যদিকে দেশ বিদেশের ব্যাপক প্রতিবাদ সত্ত্বেও অচিন্তনীয় ঝুঁকি তৈরি এবং সুন্দরবন বিনাশী রামপাল প্রকল্প এখনো অগ্রসর হচ্ছে। শুধু তাই নয় ২০১৭ সালে ইউনেস্কো অধিবেশনে দেয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সুন্দরবনের চারপাশে আরও দুই শতাধিক বিষাক্ত পণ্যের প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে।

--

যশোরের বেনাপোলে সানসিটি নামে একটি আবাসিক হোটেল থেকে এক পুলিশ কনস্টেবলকে অবৈধ মেলামেশার দায়ে এক যুবতীসহ আটক করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় তাদের আটক করা হয়।

আটক পুলিশ কনস্টেবলের নাম রবিউল ইসলাম। সে নাভারন হাইওয়ে পুলিশের কনস্টেবল এবং আটক যুবতী মিম (২৫) বেনাপোল পোর্ট থানার গাজিপুর গ্রামের মিজানুরের মেয়ে এবং পিমা নামে একটি বেসরকারি সিকিরিউটি কোম্পানির নিরাপত্তা প্রহরী।

বেনাপোল বাজারের সানসিটি নামে একটি হোটেলে একটি কক্ষের মধ্যে নাভারন হাইওয়ে পুলিশ কনস্টেবল রবিউল ইসলাম এবং বেনাপোল চেকপোস্টের আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে কর্তব্যরত পিমা নামের একটি বেসরকারি সিকিউরিটি কম্পানির নারী নিরাপত্তা প্রহরী মিম নামে এক যুবতীকে আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, মিম স্বামী পরিত্যক্তা। তার একটি ৪ বছরের মেয়ে আছে। অভাব অনটনের সংসারে সামান্য বেতনে চাকরির পাশাপাশি সে অবৈধ কাজ করে থাকে বলে শোনা যায়। আজ ধরা পড়ার পর তার প্রমাণ মিলেছে। তার পৈত্রিক বাড়ি যশোরের পুলেরহাটে। সে বেনাপোলের গাজিপুর এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করে থাকে।

--

গত ৪ ও ৫ জুলাই সোমালিয়ার ইসলামী (জুবা) রাজ্যের দুটি আদালত ৫ জন করে জাসুস (গুপ্তচর) এর উপর শরয়ী হদ কায়েম করেছেন।

তারা সাধারণ মুসলিম এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করার অপরাধে অপরাধী ছিল। তারা ক্রুসেডার আমেরিকা, কেনিয়া ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর হয়ে কাজ করত এবং মুজাহিদদের বিভিন্ন তথ্য তাদের মনিবদের নিকট প্রেরণ করত। তাদের দেওয়া লোকেশনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্থানে কুফফার বাহিনী ড্রোন হামলা চালাত। যার ফলে প্রাণ হারাত অনেক নিরস্ত্র সাধারণ মুসলিম জনতাও।

উক্ত ১০ জাসুসের সকল অপরাধ ও মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলে জুবা প্রদেশের ইসলামী আদালত তাদের উপর হদের বিধান কার্যকর করার নির্দেশ দেয়। পরে ইসলামী আদালতের রায় অনুযায়ী জুবা রাজ্যের দুটি (হাজের ও সালকালী) শহরে জনসম্মুখে অপরাধীদের উপর হদের বিধান কার্যকর করা হয়।

--

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ শামের বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি ও ফেতনার মধ্যেও খুব দৃঢ়তার সাথেই কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী দলগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার ৫ই জুলাই সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির "আল-মাবাকির" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি দলকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালান মুজাহিদগণ। আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল স্নাইপার হামলায় এক নুসাইরী মুরতাদ সেনা নিহত হয়।

--

৫ই জুলাই, ২০১৯

==১৪৪০ হিজরীর ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন আল-কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশ শাখার সম্মানিত আমীর মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ। **সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে শিরোনামের উক্ত বার্তাটি** আল-কায়েদা উপমহাদেশের অফিসিয়াল প্রচারমাধ্যম আস-সাহাব মিডিয়া প্রকাশ করে।

বার্তাটিতে আমীর মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ আফগানিস্তানে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বিশ্ব কুফফার জোটের মোকাবেলায় ইসলামী ইমারতের মুজাহিদিনের দীর্ঘ লড়াই শেষে বিজয়ের বিষয়কে বিশেষভাবে তুলে ধরেন। তিনি ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে অর্জন করা এ বিজয়কে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর বিজয় বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, *হে আমার মুসলিম ভাইয়েরা! আফগানিস্তানে আমেরিকার পরাজয় আর ইমারাতে ইসলামিয়ার বিজয়, এটা সমস্ত উম্মতের বিজয়। নির্যাতিত ও দুর্বলদের জন্য এটা এক নতুন প্রভাতের সুসংবাদ। এটা দুর্বল মুসলিমদেরকে আল্লাহর এ আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয় : كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً*

অর্থাৎ অনেক এমন হয়েছে যে, দুর্বল দল শক্তিশালী দলের উপর বিজয়ী হয়ে গেছে। যে আল্লাহ পূর্ববর্তীদের সাথে এই ওয়াদা করেছেন, বর্তমান ওয়ালাদের জন্যও তাঁর সেই ওয়াদা বাকি আছে।

মুহতারাম আমীর হাফিজাহুল্লাহ আরো বলেন‚ *আফগানিস্তানে আমেরিকার পরাজয় এবং ইমারাতে ইসলামিয়ার বিজয়, এটা উলামা ও তলাবাদেরকে বালাকোট ও শামেলীর আন্দোলন এবং রেশমী আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যার শিক্ষা ছিল: ইলমে দ্বীনের বাহকরা কোন শক্তি ও ক্ষমতার সামনে মাথা ঝুকায় না। যেমন আমীরুল মুমিনীন মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ কোন শক্তির কাছে মাথা নত করেননি। বরং কেবল একজন মুসলমানকে বাঁচানোর জন্য, ইসলামের এক আত্মমর্যাদা ও ইজ্জতের প্রতীককে বাঁচানোর জন্য সমস্ত কুফরী বিশ্বের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দেন।*

এরপর মাদরাসাসমূহকে ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তমুক্ত রাখার ব্যাপারে মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেন‚ *এজন্য উলামা ও তলাবাগণ কুফরী শক্তির আবেদনের কারণে নিজেদের পাঠ্যসূচি ও নিজেদের দ্বীনের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে না। চাই তা একটি সুন্নত বা একটি মুস্তাহাবই হোক না কেন। নিজেদের মাদরাসাগুলোর রূহকে হেফাজত করার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করবে। যেকোন মূল্যে নিজেদের মাদরাসাগুলোকে জাহিলী সভ্যতার ময়লা-আবর্জনা ও লর্ড ম্যাকলীর যাদু থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে, এতে চাই উলামা ও তলাবাদের জান-মালের বা ঘর-বাড়ির যেকোন মূল্যই দিতে হোক না কেন।*

সব কিছু দিবে, কিন্তু নিজেদের মাদরাসাসমূহের রূহে আচর লাগতে দিবে না। কারণ যদি মাদরাসাগুলো থেকে রূহ ই চলে যায়, তাহলে আর বাঁচানোর মত এমন কী বাকি থাকবে, যেটা হারানোর ভয়ে জিহাদ থেকে বাধা দেওয়া হবে‽

তিনি বার্তাটিতে আফগানিস্তানে নতুন ফেতনা হিসেবে জন্ম নেওয়া খারেজীগোষ্ঠী আইএসের তৎপরতা নিয়েও কথা বলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, *বিশ্বশক্তিগুলো আজ ইমারাতে ইসলামিয়ার জন্যও ইরাক ও শামের ফরমুলা প্রস্তুত করেছে। দায়েশের খঞ্জর উম্মতে মুহাম্মদীর পেটে বিদ্ধ করার জন্য উম্মুক্ত নাংগারহারের ময়দান চালু করেছে। খেলাফতের নামে খেলাফতকে জবাই করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। শাম থেকে দায়েশের নামে লোকদেরকে হেরাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং হেরাত থেকে আমেরিকান হেলিকপ্টার দিয়ে নাংগারহারে পৌঁছানো হচ্ছে।*

দায়েশের দলের যে সকল লোকেরা নিজেদেরকে মুখলিস মনে করে, তারা যেন ইরাক ও শামের পরে এখন আফগানিস্তানে যেসকল ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, তার ব্যাপারে চিন্তা করে। প্রশ্ন হল: এখন আফগানিস্তানে আমেরিকা পরাজিত হওয়ার পর দায়েশের জিহাদ কাদের বিরুদ্ধে হবে? আমেরিকা বের হয়ে যাওয়ার পর দায়েশকে নাংগারহারে কেন শক্তিশালী করা হচ্ছে? আমেরিকান হেলিকপ্টার ভরে ভরে লোকজনকে কেন সেখানে পৌঁছানো হচ্ছে? কেন দিন-রাত তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে? আফগানিস্তানে এখন কোন কুফর অবশিষ্ট আছে? তাহলে কি ইমারাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধেই এ সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে? এগুলো কি ইমারাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে? যেমনিভাবে শামে তাদের সকল জিহাদ, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে হয়েছে? মুজাহিদগণ নুসাইরীদের থেকে এলাকা বিজয় করতে যান। আর পিছন দিক থেকে দায়েশরা তাদের থেকে সেই এলাকা ছিনিয়ে আনতে যায়।

তারপর আজ শেষ পরিণতি কী হল? তা সবার সামনে স্পষ্ট। এমন জিহাদই কি আফগানিস্তানে করানো হবে? উম্মতের এই জেতা যুদ্ধকে দ্বিতীয়বার বিশ্বকুফরী শক্তিগুলোর হাতে নিলামে দেওয়া হবে?

এভাবে, বার্তাটিতে অতীত ও বর্তমান জিহাদ, আল্লাহর সাহায্য এবং মুজাহিদিনের সফলতা ও দুশমনদের চক্রান্ত নিয়ে বেশ কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, আল-কায়েদা উপমহাদেশের আমীর মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ। সর্বশেষে, তিনি আল্লাহর কাছে এই উম্মতকে সকল প্রকারের ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখার প্রার্থনা করে বার্তাটি শেষ করেন।

--

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আবু যরের রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে সত্যবাদী কাউকে আকাশ ছায়া দান করেনি, এবং মাটিও বুকে বহন করেনি। (আল হাদিস)

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিচিতি

তাঁর নাম আবু যর গিফারী জুনদুব ইবনে জুনাদাহ । তিনি মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী গিফার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। গিফার গোত্রটি আরবের মধ্যে দস্যুদের গোত্র বলে পরিচিত ছিল। তারা পথিক ও ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ করে জোরপূর্বক তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিত।

আবু যর ছিলেন একজন বীরপুরুষ । ডাকাতি করতে তাঁর দলের প্রয়োজন হতোনা, তিনি একাই ডাকাতি করতেন। শেষ রজনীর আবছা আলোয় কখনো ঘোড়ায় চড়ে, কখনো বা পায়ে হেঁটে লোকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং তাদের সর্বস্ব লুটে নিতেন।

তবে, আবু যর গিফারীর মধ্যে একটি উত্তম বৈশিষ্ট ছিল; তিনি ছিলেন একত্ববাদে বিশ্বাসী। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও কোন দিন মূর্তির সামনে মাথানত করেননি।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত আবু যর (তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে) বলেন, আমি গিফার গোত্রের একজন লোক। আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছল

যে, মক্কা নগরীতে একজন লোক আত্মপ্রকাশ করেছেন ,যিনি নিজেকে নবী দাবী করেন। তখন তাঁর বিষয়ে জানার জন্য আমি আমার ভাইকে মক্কায় প্রেরণ করলাম। আমার কথা মতো আমার ভাই মক্কায় গেল এবং লোকটির সাথে সাক্ষাত করে অল্পকিছু তথ্য নিয়ে ফিরে আসল। সে ফিরে আসলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী সংবাদ নিয়ে আসলে? সে বললো, আল্লাহর কসম! তিনি মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেন আর খারাপ কাজ থেকে বারণ করেন।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমার ভাইয়ের কথা শোনে আমি বললাম, তোমার সংবাদে আশ্বস্ত ও তৃপ্ত হতে পারলাম না । আমি কাল বিলম্ব না করে ছোট একটি পানির মশক ও ছড়ি নিয়ে মক্কার দিকে ছুটলাম।

মক্কায় পৌঁছে লোকটিকে আমি খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু আমি তাঁকে চিনতাম না, আর কাউকে জিজ্ঞেস করবো তাও সমীচীন মনে হচ্ছিল না। আমি জমজমের পানি পান করতাম এবং বায়তুল্লাহতে সময় পার করছিলাম।

এমতাবস্থায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। আমাকে দেখে বললেন, মনে হচ্ছে আপনি ভিনদেশী। আমি বললাম, জি হ্যাঁ । হযরত আলী রা. বললেন- ঠিক আছে আমার সাথে বাড়িতে চলুন। আবু যর বলেন- আমি আলীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে তাঁর সাথে চলতে শুরু করলাম । যাওয়ার পথে তিনি আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। আমিও নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু বলতে যাইনি। লোকটির ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে পরের দিন সকাল সকাল মসজিদে ফিরে আসলাম। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার মত কাউকে খুঁজে পাইনি।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমি ভারাক্রান্ত মনে, পেরেশান হয়ে মসজিদে বসে রইলাম। এ মুহূর্তে হযরত আলী আসলেন। তিনি বললেন- আপনি কি এখনো নিজ গন্তব্য ঠিক করতে পারেননি? আমি বললাম, না। হযরত আলী বললেন- ঠিক আছে আমার সাথে চলুন। আমি তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। চলার পথে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন- বলুন তো, আপনি আসলে কী চান? কী উদ্দেশ্যে এ শহরে আপনার আগমন? আমি উত্তর দিলাম- আপনি যদি আমার বিষয়টি গোপন রাখেন, তাহলে আমার আসার উদ্দেশ্য বলতে পারি। হযরত আলী বললেন, আপনি যা বলছেন তাই হবে।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমরা সংবাদ পেয়েছি, মক্কায় এক লোক আত্মপ্রকাশ করেছেন, যিনি নিজেকে নবী দাবী করেছেন। এ সংবাদ শুনার পর তাঁর বিষয়ে জানতে আমার এক ভাইকে এখানে পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে যতটুকু বলতে পেরেছে তাতে আমি পরিপূর্ণ আশ্বস্ত ও তৃপ্ত হতে পারিনি। তাই বিষয়টি জানতে নিজেকেই আসতে হল।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কথা শুনে বললেন- আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। এইতো আমিও তাঁর কাছেই যাচ্ছি। একটু দূরত্ব বজায় রেখে আমার পেছন পেছন চলুন। আপনার বিপদের কারণ হতে পারে এমন কাউকে দেখলে জুতা ঠিক করার ভান করে আমি বসে পড়ব। কিন্তু আপনি থামবেন না।

যাইহোক আমরা উভয়ে চলতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমরা উভয়ে নবীজীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে ইসলাম পেশ করুন। তিনি ইসলাম পেশ করলেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম।

আবু যর বলেন- আমি মুসলমান হওয়ার পর, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন- হে আবু যর! তুমি ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখো এবং বাড়ি ফিরে যাও। যখন আমাদের বিজয়ের সংবাদ শুনবে তখন ফিরে এসো। আমি বললাম- ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন,অবশ্যই আমি মক্কার মুশরিকদের সামনে চিৎকার করে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করবো।

অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম, ওই সময় কুরাইশের একটি দলও সেখানে উপস্থিত ছিল। আমি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলাম হে কুরাইশ ! তোমরা ভালো করে শুনে রেখ- আমি একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তখন তারা বলল,এই বিধর্মীটাকে এখনি উচিত শিক্ষা দেয়া হোক। তারা আমাকে মেরে ফেলার জন্য আমার উপর হামলে পড়ল। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তা দেখে উপুড় হয়ে পড়ে যান এবং আমাকে উদ্ধার করেন।

তিনি কুরাইশদের লক্ষ্য করে বলেন- তোমারা এসব কী করছো, তোমরা কি গিফার গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ? এতে তোমাদের ব্যবসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে । আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা শোনে তারা নিবৃত হল।

পরের দিন সকালে আবার আমি মসজিদে গেলাম এবং গতকালের মতো আজও আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জোর গলায় ঘোষণা করলাম। কুরাইশের লোকেরাও গতকালের মতোই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে উদ্ধার করলেন এবং এর পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করলেন।

হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হয়ে ফিরে এসে নিজ গোত্রে নবীজীর ওয়াসিয়্যাত বাস্তবায়ন করলেন। মূর্তি পূজা বর্জন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর দাওয়াতে সর্ব প্রথম ইসলাম কবুল করেন তাঁর ভাই আনীস ইবনে জুনাদাহ। তারপর ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর মা। তারপর একে একে তাঁর গোত্রের অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। আর বাকি অর্ধেক বললেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করবেন তখন আমরা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করব।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করলে, সবাই নবীজীর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ভাইদের মত আমরাও ইসলাম গ্রহণ করলাম। এভাবে তাঁরা মুসলিমদের কাফেলায় শামিল হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহর রাসূল তাঁদের জন্য দুআ করলেন গিফার গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করুন, আসলাম গোত্রকে নিরাপত্তা দান করুন।'

হযরত আব যর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী বড় বড় সাহাবীদের একজন। তিনি ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পঞ্চম ব্যক্তি। তিনি মুসলিম হলে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এবং মুনযির ইবনে আমরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।

ইসলাম ধর্মে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালামের মাধ্যমে সর্বপ্রথম যিনি অভিবাদন জানান তিনি হচ্ছেন হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন যাঁদেরকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বেশি ভালোবাসতেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু যর গিফারীর এমন দুটি বৈশিষ্টের কথা বর্ণনা করেছেন যা কখনো তাঁর থেকে পৃথক হয়নি এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা পরিলক্ষিত হয়েছে । গুণদুটি হচ্ছে, সততা ও নিঃসঙ্গতা।

হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্য প্রকাশে কখনো পিছপা হননি । যার কারণে তাঁকে পোহাতে হয়েছে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম নির্যাতন।

যেই গুটিকতক সাহাবী কোরায়শের লোকদের সামনে প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিয়েছিলেন আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধে বের হলেন তখন কিছু লোক যুদ্ধে যাওয়া থেকে পিছিয়ে যাচ্ছিল । তখন কেউ কেউ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি যুদ্ধে আসেনি। পিছিয়ে গেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তাকে পেছনেই থাকতে দাও যদি তার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তোমাদের সাথে অচিরেই মিলিত করবেন। আর যদি কোন অকল্যাণ থাকে, তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ তায়ালা তার অনিষ্ট থেকে তোমাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন।

এক পর্যায়ে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু যরও পেছনে রয়ে গেলেন। উটের কারণে তিনি পেছনে পড়ে গেছেন। নবীজী বললেন- তাঁর পথে তাঁকে ছেড়ে দাও। তাঁর মধ্যে যদি আল্লাহ তায়ালা কোনো কল্যাণ রেখে থাকেন তবে অচিরেই তাঁকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে দিবেন। আর যদি কোন অকল্যাণ থাকে তাহলে তাঁর অনিষ্ট থেকে তোমাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন।

হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উট তাঁকে নিয়ে ধীরে ধীরে চলছিল। তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু উটের কারণে পারছিলেন না। তিনি উট থেকে নেমে পড়লেন। সকল জিনিসপত্র মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে নবীজীর পথে ছুটতে শুরু করলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলেন। এক সাহাবী নবীজীকে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! ওই একজন লোক দেখা যাচ্ছে ,তিনি পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন- ‚ তুমি যেন আবু যর হও।চ লোকেরা কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, সত্যিই তিনি আবু যর! তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর

কাছে তাঁর জন্য দুআ করলেন। আল্লাহ আবু যরের উপর রহম করুন, তিনি একাকী পথ চলেছেন, একদিন তিনি একাকী মৃত্যুবরণ করবেন আবার একাকী পুনরুত্থিত হবেন।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাণী

হে লোক সকল! তোমরা হজ্জ পালন করো কারণ আগত বিপদ বড় বিভীষিকাময়।

তোমরা তীব্র গরমের দিনে সিয়াম সাধনা করো কারণ হাশরের দিনটি অত্যন্ত দীর্ঘ।

তোমরা রাতের নির্জনতায় দুই রাকাত সালাত আদায় করো- কারণ কবর বড়ই নির্জন।

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু যাবাদাহ নামক স্থানে ৩২ হিজরী তথা ৬৫২ ঈসায়ীতে ইন্তেকাল করেন।

তথ্যসূত্র:

১/ মাওকায়ে কিচ্ছাতুল ইসলাম - ড. রাগেব সারজানী

২/ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- আল্লামা ইবনে কাসীর

৩/ সিয়ারু আলামিন নুবালা- আল্লামা হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী

==

ইমারতে ইসলামিয়া আফাগানিস্তানের মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান যে, গত ৪ জুলাই আফগানিস্তানের ২২টি প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের ৩৮টি হামলায় মার্কিন মদদপুষ্ঠ আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১৩৫ সদস্য হতাহত হয়।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ৪ জুলাই বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের ২২টি প্রদেশে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর প্রায় ৩৮টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবান মুজাহিদদের এসকল সফল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২ উচ্চপদস্থ কমান্ডারসহ ৯২ এরও অধিক সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়, আহত হয় আরো ২ কমান্ডারসহ ৪৩ এরও অধিক সেনা ও পুলিশ সদস্য। এছাড়াও সামরিক বাহিনীর ১৯ সদস্য তালেবান মুজাহিদদের সামনে আত্মসমর্পণ করে।

মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও সাহায্যে মুজাহিদগণ তাদের এসকল সফল অভিযানের মাধ্যমে ৮টি সামরিক পোস্ট বিজয়ের পাশাপাশি ১৮ ধরণের সামরিক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন। মুজাহিদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১২টি ট্যাংক,হ্যাম্বি ও রেঞ্জার গাড়ি।

বিপরীতে, ঐদিন মুরতাদ বাহিনীর পালটা আঘাতে ইনশাআল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন ২জন জানবায তালেবান মুজাহিদ এবং আহত হন আরো ৩জন মর্দে মুজাহিদ।

--

গত ২৮শে জুন শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় সানাউল্লাহ শেখ নামে একজন মুসলিম তরুণকে ভারতের মালাউনরা পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। আহতাবস্থায় কিছুদিন থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন বলে গত ২রা জুলাই জানিয়েছে *ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিমস* নামক বার্তাসংস্থা।

বার্তাসংস্থাটি জানায়, স্থানীয় জনগণ দাবী করেছেন যে, উক্ত বর্বরোচিত আক্রমণে নেতৃত্ব দেয়া বাপ্পা ঘোষ হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ক্ষমতাসীন বিজেপি দলের লোক।

তাছাড়া, মুশরিক হিন্দুরা ঐ মুসলিম তরুণকে একটি বাইক চালাতে নির্দেশ প্রদান করে, যেন তাকে বাইক চোর আখ্যায়িত করতে পারে। আর, ধামাচাপা দিয়ে দিতে পারে তাদের নিকৃষ্ট হিন্দুত্ববাদী চেতনার বিষয়টি।

একইভাবে, হিন্দুত্ববাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুশরিক সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএসের কিছু সদস্য পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় শিয়ালদাগামী ট্রেনের একটি বগিতে মুসলিমদের ধরে ধরে দজয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করে। কিন্তু, দুইজন মুসলিম কিশোর হিন্দুদের কথা মানতে নারাজ হওয়ায় একজন কিশোরের মাথা ফাটিয়ে দেয় সন্ত্রাসী আরএসএসের সদস্যরা। তারপর, দুজনকেই চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়। স্থানীয়রা উক্ত কিশোরদের একটি সাক্ষাতকার নেয়। *ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিমস* নামক বার্তাসংস্থা উক্ত সাক্ষাতকারটি প্রকাশ করেছে।

সাক্ষাতকারটি দেখুন-

--

গত ২রা জুলাই মঙ্গলবার চীনের প্রেসিডেন্টের সাথে এক বৈঠকে জিনজিয়াংয়ের(পূর্ব তুর্কিস্তান) মানুষ সুখে আছেন বলে মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। চীনা সরকারী মিডিয়া এবং বার্তাসংস্থা রয়টার্সের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে *ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিমস্*।

চীনের সরকারী মিডিয়ার সূত্র অনুযায়ী পূর্ব তুর্কিস্তান নিয়ে সরকারী মিডিয়া কর্তৃক এরদোগানের বক্তব্যের অনুবাদ:

"প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে, জিনঝিয়াং (পূর্ব তুর্কিস্তান) এর জনগণ এখানে চীনের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কারণে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বসবাস করছে।"

"তুরস্ক কোনো ব্যক্তিকে তুরস্ক-চীনের সু-সম্পর্কে ফাটল ও বিরোধ উস্কে দেওয়ার অনুমতি দিবে না। তুরস্ক দৃঢ়ভাবে উগ্রবাদের বিরোধীতা করে এবং চীন ও তুরস্কের মাঝে পারস্পরিক কূটনৈতিক বিশ্বাস ও সমঝোতা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে পারস্পারিক সহযোগীতাকে আরও শক্তিশালী করার আশা করছে।"

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, শি জিনপিং এরদোগানকে বলেছে, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যৌথ অভিযানকে আরও শক্তিশালী করতে উভয় দেশের উচিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

উল্লেখ্য, বর্তমানে চীন সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা অভিযোগ এনে পূর্ব তুর্কিস্তানের বিশ লক্ষের অধিক মুসলিমকে বন্দী করে রেখেছে। পুনঃশিক্ষা এর নামে কমিউনিস্ট চীনারা মুসলিমদেরকে তাদের ধর্ম ইসলাম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করছে। মুসলিম নারীদেরকে বাধ্য করা হয়েছে চীনা কাফেরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে। এছাড়াও, দেশটিতে এ পর্যন্ত অনেক মসজিদকে ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু নামধারী মুসলিম নেতারা এ জুলুমের বিরুদ্ধে মুখ খোলাতো দূরের কথা বরং নির্লজ্জভাবে জালিম চীনের পক্ষ নিচ্ছে।

--

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মিষ্টি খাওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটিতে মাওলানা ভাসানী হল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে গোলাগুলিতে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষে দুগ্রুপের মধ্যে অন্তত ৮ রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়।

গত বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে দুই আবাসিক হলের সংযোগস্থল বটতলা মোড়ে এ সংঘর্ষ শুরু হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মিষ্টি খাওয়া নিয়ে বটতলা মোড়ে দুই আবাসিক হল শাখা ছাত্রলীগের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এর পর দুই হলের নেতাকর্মীরা বটতলায় জড়ো হলে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে।

সংঘর্ষে দুই হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা পিস্তল, রামদা, রড, হকিস্টিক নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় দুগ্রুপের মধ্যে অন্তত ৮ রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়।

--

বর্ষাকাল শুরু হয়েছে অনেক আগেই। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে একপ্রকার বৃষ্টিপাতহীন চলছে বর্ষাকাল। কিন্তু গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে টানা বৃষ্টিতে ফিরে এসেছে বর্ষার রূপ। বৃষ্টি রোহিঙ্গাদের মাঝে বাড়িয়েছে দুর্ভোগ। এতে আতঙ্ক-শঙ্কার সময় অতিবাহিত হচ্ছে কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের তিন ডজন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে।

অতি রোদে টেম্পার নষ্ট হওয়া ত্রিপলের ছাউনি গলে পানি পড়ছে অধিকাংশ ঘরে। ঝড়ো হাওয়ায় অনেক ক্যাম্পের ঝুপড়ি ঘর উড়িয়ে নেয়ার খবরও পাওয়া গেছে। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় রোহিঙ্গারা আতঙ্কে রয়েছেন। বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কুতুপালং ডাবল 'ও' ক্যাম্পের ময়নার ঘোনায় পাহাড়ের একটি অংশ ভেঙে পড়েছে। এতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে পাহাড়ধসের।

জানা যায়, উখিয়া-টেকনাফের প্রায় ৩৪টি ক্যাম্পে অস্থায়ীভাবে বাস করছে মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে পালিয়ে আসা প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা। যাদের বেশির ভাগই পাদদেশ থেকে থরে থরে পাহাড়ের টিলায় ঝুঁপড়ি ঘর করে রয়েছেন। ফলে নিয়মের বেশি বর্ষণ হলেই পাহাড়ধসের আশঙ্কা দেখা দেবে। টানা বর্ষণের কারণে গত দুই দিনে উখিয়া-টেকনাফের পাহাড়ে বাঁশ ও পলিথিনে তৈরি অনেক ঝুঁপড়ি ঘর বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে। এছাড়া টানা বৃষ্টিতে কাদা ও পয়ঃনিষ্কাশন এলাকার পানি চলাচলের পথে এসে দুর্ভোগ বাড়িয়েছে রোহিঙ্গাদের।

কক্সবাজার আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ আব্দুর রহমান জানান, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে বুধবার রাত ১২টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ৫৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে কক্সবাজারে। চলমান বর্ষা মৌসুমের শুরু হতে এটিই সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত। আগামী ২৪ ঘণ্টায়ও হাল্কা থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কুতুপালংয়ের ডাবল 'ও' ব্লকের রোহিঙ্গা নেতা সালামত খান জানান, মঙ্গলবার রাত থেকে শুরু হওয়া টানা বৃষ্টি ও ঝড়ো বাতাস রোহিঙ্গা শিবিরে দুর্ভোগ বাড়িয়েছে। রোদে টেম্পার নষ্ট হওয়া ত্রিপলের চাল থেকে বৃষ্টির পানি পড়ছে। শত শত পরিবার দুর্ভোগে পড়েছে। বাতাসে উড়ে গেছে অনেক পরিবারের ঘরের ছাউনি। রাত সাড়ে ৮টার দিকে ময়নার ঘোনা এলাকায় পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটেছে। জানমালের ক্ষতি না হলেও আরও ধসের আশঙ্কায় অন্যত্র আশ্রয় খুঁজছেন অনেকে।

নয়াপাড়া ক্যাম্পের পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নেয়া আবদুস সালাম জানান, ঘরে পানি ঢোকায় পরিবারের সবাইকে নির্ঘুম রাত কাটাতে হচ্ছে। সবাই বলাবলি করছে বৃষ্টি বাড়লে পাহাড় ধসে পড়তে পারে। আমার মতো অনেকে সকাল হলে অন্যত্র আশ্রয় গড়ার কথা ভাবছে।

বালুখালী ১৯নং ক্যাম্পের মাঝি কালা মিয়া জানান, পাহাড়ে বৃষ্টি হলে মুহূর্তে তলিয়ে যায় চলাচলের পথ। এ সময় ঘর থেকে বের হওয়া সবার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। ভারী বৃষ্টিতে পাহাড়ধসের আশঙ্কায় ক্যাম্পের মসজিদের মাইকে সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে।

টেকনাফের শীলবনিয়া শিবিরের রোহিঙ্গা নেতা ইব্রাহিম জানান, ক্যাম্পের ঘরগুলো নড়বড়ে। তাই হালকা বাতাসেও এসব দুলতে থাকে। সবাই আতঙ্কে থাকি।

উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নিকারুজ্জামান চৌধুরী ও টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রবিউল হাসান বলেন, যেকোনো ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছি আমরা।

কক্সবাজারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল কালাম বলেন, টানা বৃষ্টিতে শিবিরের অনেক ঝুঁপড়ি ঘরে পানি ঢুকেছে বলে খবর পেয়েছি। ভারী বর্ষণে দুর্ঘটনা এড়াতে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশের ঝুঁকিপূর্ণ বসতির রোহিঙ্গাদের সরিয়ে নিতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে তালিকা তৈরির নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তাদের অন্যত্র সরানোর চেষ্টা চলছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, দুর্যোগ ক্ষতি এড়াতে আমরা তৎপর রয়েছি।

প্রসঙ্গত, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর দেশটির সেনাবাহিনীর অমানবিক নির্যাতনে বাস্তুচ্যুত হয়ে ২০১৭ সালে ২৫ আগস্ট থেকে কয়েক দিনে সাত লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এর আগে বিভিন্ন সময়ে আরও প্রায় পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে আবাস গড়ে। নতুন-পুরনোসহ উখিয়া-টেকনাফের ৩৪টি ক্যাম্পে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা পাহাড়-সমতলে ঝুপড়ি তুলে অবস্থান করছেন। যাদের অনেকের বাস অত্যন্ত ঝুঁকিতে।

সূত্র:জাগোনিউজ২৪.কম

৪ঠা জুলাই, ২০১৯ ঈসায়ী

আল-কায়দা সমর্থিত জিহাদী গ্রুপ "আনসারুত তাওহীদ" এর মুজাহিদগণ গত ৩০শে শাওয়াল ১৪৪০ হিজরী, সিরিয়ার আবু যহুর অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে তীব্র রকেট হামলা চালিয়েছেন।

অন্যদিকে হামা সিটির কাফরহুদ এলাকায় নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে মিসাইল হামলাও চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ্, উভয় স্থানে মুজাহিদদের হামলায় অনেক মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।

--

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত সোমালিয়ার বাইবুকুল প্রদেশের "বুলুফালায়ী" শহরের একটি ইসলামী আদালত গত ১লা জুলাই "আলী মুহাম্মাদ নূর" নামক এক অপরাধীর উপর শরয়ী বিধান "হদ" বাস্তবায়ন করেছেন।

হদের শাস্তি বাস্তবায়নকৃত উক্ত ব্যক্তির অপরাধ ছিল, সে দেশটির বাইবুকুল প্রদেশের "মুহাম্মাদ ইব্রাহীম" নামক একজন নিরপরাধ লোককে ইচ্ছাকৃতভাবেই হত্যা করেছিল।

এর আগে, অর্থাৎ গত ২৯শে জুন অবিবাহিত এক নারী জ্বিনা করার অপরাধে দেশটির "জায়ার" শহরের ইসলামী আদালত শরয়ী বিধান অনুযায়ী তার উপর বেত্রাঘাত করে এবং এক বছরের জন্য অপরাধ সংগঠিত হওয়া এলাকা ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়।

--

গত ৩রা জুলাই, মধ্য সোমালিয়ার হাইরান প্রদেশের "হালজান" শহরে কুফ্ফার ইথিউপিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি দলকে টার্গেট করে হামলা চালান আল-কায়দা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকার এই শাখাটি জানায় যে, হাইরান প্রদেশে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় কমপক্ষে ৩ ইথিউপিয়ান কুফ্ফার সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

--

গত ২রা জুলাই আল-কায়েদার সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বে পরিচালিত অপারেশন রুম "ওয়া হাররিদ্বিল মুমিনিন" এর মুজাহিদগণ সিরিয়ার "সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে" "আবু মু'য়তাসীম আদ-দারী" নামক একটি কমান্ডো অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল অভিযানের কিছু দৃশ্য, নিহত হওয়া বেশ কিছু নুসাইরী মুরতাদ/শিয়া সন্ত্রাসী সৈন্যের লাশ এবং গনিমত হিসাবে অর্জিত বেশ সামগ্রীর দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করেছেন মুজাহিদগণ।

ফটো রিপোর্টটি দেখুন- https://archive.org/details/phothoriport-al-firdawsnews

---

--

আফগান যুদ্ধ এখন প্রায় পরিসমাপ্তির দিকে। দীর্ঘ ১৮ বছর তালেবানদের সাথে যুদ্ধ করার পর পরাজিত ও যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনী। অপরদিকে বিজয়ের ধারা চলমান রেখেই সামনে এগিয়ে চলেছেন তালেবান মুজাহিদগণ। বিভিন্ন সময় আফগান যুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রস্তাবিত আলোচনায় নিজেদের অবস্থান ঠিক রেখেই অংশগ্রহণ করছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

কিছু সময়ের জন্য এই পরাজয় ঢেকে রাখতে এখন ক্রুসেডার মার্কিন ও আফগান মুরতাদ বাহিনী "ব্ল্যাক ওয়াটার" নামক হিংস্র ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী সেনাদেরকে ভাড়া করে তালেবানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। কারণ আমেরিকা আজ এই যুদ্ধে পরাজিত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অপরদিকে কাবুল প্রশাসন/আফগান মুরতাদ বাহিনী তালেবানদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এটাও জেনে গেছে যে, তাদের পা এখন গর্তের কিনারায় এসে পৌঁছেছে। তাই এখন যুদ্ধের ময়দানে নামানো নামিয়েছে আন্তর্জাতিক ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী ব্লাক ওয়াটার বাহিনীকে।

গত ২৬শে জুন, কাবুল প্রদেশের সারুবি জেলায় তালেবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত টুরঘার ও নাসিরো গ্রামে সম্মিলিত কুফ্ফার বাহিনী কঠিন হামলা চালায়, যার ফলে মুজাহিদগণও কঠিন প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন। এসময় তালেবান মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে বিশ্ব সন্ত্রাসী সংগঠন "ব্ল্যাক ওয়াটার" ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১৮ সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক সেনা। তালেবানদের হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া কাফের সেনারা দ্রুত এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে।

পলাতক শত্রু সেনারা কিছু সামরিক সরঞ্জাম, ইউনিফর্ম এবং একটি হেলমেট ফেলেই পলায়ন করে। ফেলে যাওয়া হেলমেটটিতে পরিষ্কারভাবেই লেখাছিল "ব্ল্যাক ওয়াটার"এর নাম এবং চিহ্ন।

আমেরিকা এবং তাদের পুতুল কাবুল প্রশাসন আফগান ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে বর্বর গুপ্ত সন্ত্রাসী "ব্ল্যাক ওয়াটার" বাহিনীকে ভাড়া করে তাদের সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চুক্তি করেছে। "ব্ল্যাক ওয়াটার" এটি

এমন একটি বিশ্ব সন্ত্রাসী বাহিনী যারা কোন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিশীল নয়; এরা বরং নিজেদের বিনোদিত করা ও আনন্দের জন্য বেসামরিক নাগরিক, নারী, শিশু এবং বয়স্কদের হত্যা করে থাকে। ব্ল্যাক ওয়াটার বাহিনীর মাঝে মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই, এদের নিকট মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের কোনই পবিত্রতা নেই; বাড়ি, বাজার, ক্লিনিক ও বিদ্যালয়গুলোও এদের থেকে নিরাপদ নয়। আমাদের সামনে যার স্পষ্ট উদাহরণ ইরাক যুদ্ধ।

অন্যদিকে, এমন সংবাদের পর বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আফগানিস্তানে "ব্ল্যাক ওয়াটার"এর উপস্থিতি কাতারের রাজধানী দোহায় তালেবান ও মার্কিন বাহিনীর মাঝে চলা বৈঠকে বড় ধরণের প্রভাব ফেলবে, আলোচনা হয়তো আগের থেকে আরো অনেকটাই কঠিন হয়ে যাবে। কারণ মার্কিন বাহিনী এতদিন দাবি করে আসছিল যে, আফগানিস্তানে তালেবানদের বিরুদ্ধে "ব্ল্যাক ওয়াটার"কে ব্যবহার করা হচ্ছে না। কিন্তু বর্তমানে মার্কিনীদের এমন দাবি যুদ্ধের ময়দানেই মিথ্যা সাব্যস্ত করলো তালেবান।

ইতিমধ্যে তালেবানদের সম্মানিত দুই মুখপাত্রই "ব্ল্যাক ওয়াটার" বাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে খুবই নিন্দা জানিয়েছেন এবং তাঁরা আফগান জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, দালাল কাবুল প্রশাসনের জন্য কোন প্রকার ক্ষমার সুযোগ না রাখা এবং তাদেরকে একঘরে করে ফেলা আফগান জাতির উপর এখন সবচেয়ে বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহ এবং যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালও অবশ্যই বুঝে থাকবে যে, কুখ্যাত ব্ল্যাক ওয়াটার নরপশুদের হাতে যুদ্ধের দায়িত্ব অর্পণ করা, আমেরিকা ও কাবুল প্রশাসনের এক সুচিন্তিত কাজ। তারা জনসাধারণ হত্যাকাণ্ডের প্রতি সমর্থন ও গণহত্যার দরজা খুলে দেওয়ার জন্যই এমনটা করেছে।

--

লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলির বাইরে একটি অভিবাসী (মুহাজির) শিবিরে হামলায় অন্তত ৮০ জন অভিবাসী নিহত হয়েছেন। দেশটির কয়েকটি বেসরকারি সংবাদ সংস্থার কর্মকর্তারা এই খবর জানিয়েছেন। ঐ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১২০ জন।
যদিও প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থাগুলো ৪০ জন নিহত ও ৮০ জন আহত হবার কথা জানিয়েছিল, কিন্তু সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী হতাহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০ জনে।

কুফ্ফার জাতিসংঘ সমর্থিত সরকার (ফায়েজ আল-সেরাজ) এবং দেশটির স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী গ্রুপগুলো জানায় যে, দেশটির মুরতাদ খালিফা হাফতারের সন্ত্রাসী বাহিনীর বিমান হামলার কারণে এই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

অন্যদিকে খালিফা হাফতার এর নেতৃত্বাধীন গ্রুপগুলো অবশ্য বলছে, এই হামলার জন্য দায়ী দেশটির (মুরতাদ) সরকারি বাহিনী। তবে নিরপেক্ষ সংবাদ সংস্থার কর্মকর্তারা এই হামলার জন্য দায়ী করছেন মুরতাদ হাফতারের বাহিনীকে।

নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই আফ্রিকা অঞ্চলের বাসিন্দা। লিবিয়া থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন তারা।

হামলার সময় ঘটনাস্থলে থাকা লোকজন জানান যে,আমরা রাতের অন্ধকার আর বোমার আঘাতের কারণে পুরো এলাকা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। হামলার কারণে পুরো ক্যাম্পটি বিদ্যুত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসার পর যা দেখলাম তা খুবই ভয়ংকর ছিল। বিভিন্ন স্থানে রক্ত এবং মানুষের শরীরের টুকরোও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি, আমাদের জন্য এই মুহূর্তটি ছিল খুবই ভয়ংকর, আমরা সবাই খুব শংকিত ছিলাম যে, কখন আবারো বিমান হামলায় আমাদেরও এই পরিণতি হয়।

--

৩রা জুলাই, ২০১৯

==

গাজীপুরের শ্রীপুরের অটো স্পিনিং মিলের আগুনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬ জনে দাঁড়িয়েছে।
আজ বুধবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে আরও দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এর আগে ভোর ৪টার দিকে তিনটি অঙ্গার দেহ বের করে আনা হয়। এছাড়া গতকাল একজন নিরাপত্তারক্ষী নিহত হয়েছেন।
দুপুর পৌনে ১২টার দিকে কারখানার এসি প্ল্যান্ট থেকে দুই জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তারা হলেন- পাবনার আমিনপুর থানার নান্দিয়ারা গ্রামের কেরামত সরদারের ছেলে সুজন সরদার (৩০) এবং ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানার ভুবনপোড়া গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে মো. আবু রায়হান (৩৫)। দুজনই এসি প্ল্যান্টের শ্রমিক ছিলেন।

এদিকে আজ ভোরে উদ্ধার হওয়া নিহত ৩ জনের পরিচয় মিলেছে। তারা হলেন- শ্রীপুর উপজেলার দক্ষিণ ধনুয়া গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে আনোয়ার (২৭), গাজীপুর ইউনিয়নের হাছেন আলীর ছেলে শাহজালাল (২৬) ও কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকার ভান্নারা গ্রামের মৃত শামছুল হকের ছেলে সেলিম কবির (৪২)।

--

আশুলিয়ায় তিতাস গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ হয়ে দেয়াল ধসে মো. তাছিম হাসান নামে দেড় বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো চারজন।
বুধবার সকালে আশুলিয়ার কাঠগড়ার দোকাটি এলাকায় হাজি আকবর আলীর মালিকানাধীন একতলা ভবনে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশু তাছিম হাসান মাগুরা জেলার নাজমুল হোসেনের ছেলে। আহতরা হলেন আবুল কালাম, দিপু মিয়া, মৌসুমী আক্তার ও ছয় বছরের শিশু মিম। তারা সবাই ওই বাড়ির ভাড়াটিয়া।

আশুলিয়া ডিইপিজেডের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানান, গত কয়েকদিন ধরে পাইপ লাইনের লিকেজ থেকে গ্যাস বের হচ্ছিল। বিষয়টি বাড়ির মালিককে জানানো হলেও সারানো হয়নি। কিন্তু বুধবার সকালে রান্না করার সময় দেয়াশলাই জ্বালাতেই হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়ে একতলা ভবনের দুই পাশের দেয়াল ধসে পড়ে। এ সময় দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে শিশুটি নিহত হয় ও আহত হন অপর চারজন।

--

আশুলিয়ায় তিতাস গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ হয়ে দেয়াল ধসে মো. তাছিম হাসান নামে দেড় বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো চারজন।
বুধবার সকালে আশুলিয়ার কাঠগড়ার দোকাটি এলাকায় হাজি আকবর আলীর মালিকানাধীন একতলা ভবনে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশু তাছিম হাসান মাগুরা জেলার নাজমুল হোসেনের ছেলে। আহতরা হলেন আবুল কালাম, দিপু মিয়া, মৌসুমী আক্তার ও ছয় বছরের শিশু মিম। তারা সবাই ওই বাড়ির ভাড়াটিয়া।

আশুলিয়া ডিইপিজেডের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানান, গত কয়েকদিন ধরে পাইপ লাইনের লিকেজ থেকে গ্যাস বের হচ্ছিল। বিষয়টি বাড়ির মালিককে জানানো হলেও সারানো হয়নি। কিন্তু বুধবার সকালে রান্না করার সময় দেয়াশলাই জ্বালাতেই হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়ে একতলা ভবনের দুই পাশের দেয়াল ধসে পড়ে। এ সময় দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে শিশুটি নিহত হয় ও আহত হন অপর চারজন।

--

দিল্লির ঐতিহাসিক জামে মসজিদের শাহী ইমাম মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ বুখারী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গণপিটুনিতে মুসলিমদের হত্যা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন গণপিটুনির ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, গণপিটুনিতে আইনকে উপহাস করা হচ্ছে। এই বিষয়ে সরকার নীরব রয়েছে।

মাওলানা বুখারী বলেন,সরকারের মনোভাবের কারণে মুসলমানদেরকে বৈষম্যমূলক মনোভাবের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। দেশের মুসলিমরা প্রতিদিন তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করছে। তাদের প্রত্যেকদিন হুমকি ও আতঙ্কিত করা হচ্ছে।

--

ভারতের ঝাড়খণ্ডে হিন্দুত্ববাদীদের গণপিটুনিতে তাবরেজ আনসারী নিহত হওয়ার প্রতিবাদে গত রবিবার সন্ধ্যায় উত্তরপ্রদেশের মীরাটে এক প্রতিবাদ মিছিলকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে বিবাদ ও ধস্তাধস্তির জেরে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। পরে আবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই এলাকায় ইন্টারনেট পরিসেবা স্থগিত রেখেছে।

--

সিরিয়ায় আল-কায়দার বর্তমান জনপ্রিয় শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এবং তাদের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ গত ২রা জুলাই সিরিয়ার সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের "আল-মাশারীয়" এলাকায় একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

"ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায় যে, মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় কমপক্ষে ৭ কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ সেনা হতাহত হয়। আর মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন ।

অন্যদিকে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় হামা সিটির ফুরো এলাকাতেও নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর উপর হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছেন "ওয়া হাররিদ্বিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ। এখানেও মুজাহিদদের হামলায় বেশ কিছু মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী সেনা হতাহতের শিকার হয়।

--

গত ২রা জুলাই তালেবান মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মাদ ইউসুফ আহমাদী হাফিজাহুল্লাহ আফগানিস্তানের দৈনিক সংবাদ রিপোর্টে জানান যে, ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ আফগানিস্তানের ১৯টি প্রদেশে প্রায় ৪৫টি অভিযান পরিচালনা করেছেন, যার ফলে ১৮৪ আফগান সেনা হতাহত হয়।

আফগানিস্তানের ১৯টি প্রদেশে তালেবান মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলাগুলোতে ৯৮ আফগান সেনা নিহত এবং আরো ৮৬ আফগান সেনা আহত হয়। ২ সেনা গ্রেফতার হওয়াসহ আরো ৫ সেনা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে তালেবান মুজাহিদদের নিকট।

মুজাহিদগণ এই অভিযানগুলোর মাধ্যমে ফারইয়াব প্রদেশের "গাজরাবাদ ও সার্জাংবাদ" দুটি বড় শহর, ঘৌর প্রদেশের ৪০০ পরিবারের বিশাল এলাকা ও ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট বিজয়ের পাশাপাশি ১৯টি

মোটরসাইকেলসহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন। ধ্বংস করেন আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২৫ টিরও অধিক ট্যাংক, হ্যাম্বি, রেঞ্জার গাড়িসহ বেশ কিছু সামরিকযান।

বিপরীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ইনশাআল্লাহ শাহাদাতবরণ করেন ৯ জন খোদা ভীরু জানবায মুজাহিদ এবং আহত হন আরো ১৯ জন মুজাহিদ।

--

বরগুনা সদরের বুড়িরচর ইউনিয়নের পুরাকাটা ফেরিঘাট এলাকায় মঙ্গলবার (২ জুলাই) ভোর সোয়া চারটার দিকে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় আলোচিত রিফাত শরীফ (২৫) হত্যাসহ ১১ মামলার আসামি নয়ন বন্ড। সে রিফাত শরীফ হত্যা মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত আসামি ছিল।
এক সময়ের টোকাই সাব্বির আহমেদ নয়ন বরগুনায় একের পর এক অন্যায় কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী নয়ন বন্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দীর্ঘদিন ধরেই ছিনতাইকারী ও মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত এ নয়ন। নয়ন বন্ড ২০১৫ সালে অপরাধ জগতে প্রথম পা রাখে।
আইন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পুলিশের দায়ের করা এফআইআর বা চার্জশিটের ফাঁক ফোকরকে কাজে লাগিয়ে অপরাধ করেও জেলের বাইরে থেকেছেন নয়ন বন্ড।

বরগুনায় স্ত্রীর সামনে স্বামীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় প্রধান আসামি নয়ন এর আগেও ১১টি মামলায় অভিযুক্ত আসামি। মামলাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৫ ও ২০১৬ সাল পর্যন্ত মামলাগুলোতে নয়ন শুধু চাঁদাবাজ বা ছিনতাইকারী হিসেবে অভিযুক্ত ছিল। ২০১৭ সালের মামলাগুলোতে নয়ন অভিযুক্ত হয় মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে ৪৫০ পিচ ইয়াবা, ১০০ গ্রাম হেরোইন ও ১২ বোতল ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার হয় নয়ন।

মামলার চার্জশিটে যার মূল্য ধরা হয় প্রায় ১২ লাখ টাকা। তার বিরুদ্ধে এ মামলাটি ছিল সবচেয়ে গুরুতর। তবে এ মামলাটিতেও মাত্র এক মাসের মধ্যেই জেল থেকে জামিনে বেরিয়ে আসে নয়ন। এলাকাবাসী বলছে, বছরের পর বছর কেটে গেলেও সাজা না হওয়ায় জামিনে বেরিয়ে এসে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠে নয়ন। প্রতিবার বেরিয়ে আসার পর আরও আগ্রাসী হয়ে উঠত। এভাবে জামিনে বেরিয়ে এসেই আবার অপরাধে জড়িয়ে যেত সে। এরপর একটি মামলাতেও তার সাজা হয়নি ।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পুলিশের দায়ের করা এফআইআর বা চার্জশিটের ত্রুটিকে কাজে লাগিয়েই সহজে জামিনে মুক্তি পেয়ে যেতো এই অপরাধী। নয়নের হত্যাকারী হয়ে ওঠার পেছনে বরগুনার দুই আইনজীবীরও হাত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যারা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন সময় খুনিদের জামিন করিয়ে দেয়। এই দুই আইনজীবীর নাম মোতালেব মিয়া ও হুমায়ন কবির পল্টু।

বরগুনা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এপিপি অ্যাডভোকেট সঞ্জিব কুমার দাস বলেছে, মামলার চার্জশিটে কোনো ত্রুটি থাকলে সেই সুবিধা আসামি পক্ষ পায়।

প্রধান আসামি নয়ন বন্ড কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে। তবে এ হত্যাকাণ্ডের পর, নয়নের স্থানীয় প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় মাদক ব্যবসাসহ নানা অপরাধমূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকার নানা অভিযোগ উঠে আসে। যা নয়নের বন্দুকযুদ্ধে নিহতের পর অনেকটাই থমকে গেল বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও রিফাত হত্যায় জড়িত ও নয়ন বন্ড গ্রুপের সেকেন্ড ইন কমান্ড রিফাত ফরাজী এখনো পলাতক আছে। এই দুই ঘাতক বরগুনার দুই প্রভাবশালী এমপি ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এবং জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলেছিল জিরো জিরো সেভেন (০০৭) নামে সন্ত্রাসী গ্রুপ। যে গ্রুপের প্রধান ছিল নয়ন বন্ড আর তার অন্যতম সঙ্গী রিফাত ফরাজী।

বরগুনার স্থানীয়দের অভিযোগ, ক্ষমতাসীন দলের দুই নেতার ঘনিষ্ঠ হওয়ায় স্থানীয় থানা পুলিশের কারও কারও সাথেও নয়ন বন্ডের ছিল গভীর সম্পর্ক। বরগুনায় আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সাবেক এমপি দেলোয়ার হোসেন ও বর্তমান এমপি ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর মধ্যে বিরোধ রয়েছে। কিন্তু নয়ন বন্ড বাহিনী উভয় শক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, মাদক কারবার ও ছিনতাইসহ নানা অপরাধ করে আসছিল।

এছাড়া অভিযোগ রয়েছে, নয়ন বন্ড অপকর্ম চালাত ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর ছেলে সুনাম দেবনাথের প্রভাবে। এমনকি যেকোনো মামলায় আটক বা গ্রেফতার হলে সুনাম দেবনাথের তদবিরেই সুবিধা পেত প্রশাসন থেকে। এমপি পুত্রের কারণেই পুলিশ একাধিকবার নয়ন বন্ডকে আটকের পরও ছেড়ে দেয়। স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ মিলেছে, রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় নয়ন বন্ডের নেতৃত্বে গঠিত গ্রুপ বরগুনা শহরে নানা ছিনতাই ও নারীদের প্রতারণার ফাঁদে আটকে অপকর্ম চালাত। বিভিন্ন মেসে প্রায়ই নয়ন বন্ড ও রিফাত ফরাজীর বাহিনীর সদস্যরা হানা দিয়ে মোবাইল ফোনসেট ও নগদ অর্থ হাতিয়ে নিত। অনেক মেসে কৌশলে তাদের ভাড়া করা নারী ঢুকিয়ে দিয়ে প্রতারণার ফাঁদ পাততো। তবে এসবের বিরুদ্ধে থানায় একাধিকবার অভিযোগ হলেও তারা ক্ষমতার প্রভাবেই ছাড়া পেয়ে যেত। তাদের কিছুই হতো না। রিফাত ফরাজীর আপন খালু বর্তমান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি স্থানীয় আওয়ামী নেতা দেলোয়ার হোসেন। এলাকার অনেকের অভিযোগ, সুনাম দেবনাথ এবং দেলোয়ার হোসেনের প্রভাবে অপ্রতিরোধ্য ছিল নয়ন বন্ড।

এছাড়া স্থানীয়দের অভিযোগ, বরগুনায় স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ছত্র ছায়ায় মাদকের অন্যতম বড় সিন্ডিকেট হয়ে উঠে নয়ন বন্ড ও রিফাত ফরাজীর গ্রুপ বলে। তারা বলছে, পুলিশের সোর্স হিসেবেই নয়ন কাজ করে আসছিল। পাইকারি মাদক কারবারি হিসেবে নয়ন খুচরা কারবারিদের কাছে মাদক বিক্রির পর সে পুলিশকে খবর দিত। পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ধরতে গিয়ে পুলিশ অভিযান চালানোর নামে অনৈতিক বাণিজ্য করত। এভাবে খুচরা মাদক কারবারিদের ব্যাপারে তথ্য দিয়ে নয়ন পুলিশকে ঘুষ খাওয়ার পথ তৈরি করে দিত। এজন্য নয়ন পুলিশের কাছেও প্রিয় ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে নয়ন বন্ডের কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহতের ঘটনায়ও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। তাদের অভিযোগ, নয়ন বন্ডকে বন্দুকযুদ্ধে মারার মাধ্যমে অনেক অপরাধের ঘটনাকেই ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। যেহেতু নয়ন পুলিশেরই সোর্স হিসেবে কাজ করত এবং এতে রাজনৈতিক মদতও ছিল, যা নয়নের গ্রেফতারে ফাঁস হয়ে যেতে পারত। কিন্তু এসব বিষয় এখন অনেকটাই আড়াল হয়ে গেল।

এক প্রশ্নের জবাবে পুলিশ সুপার মারুফ হোসেন বলেছে, নয়ন বন্ডকে জীবিত গ্রেফতার করা গেলে তার নিজ হাতে গড়া গ্রুপ ০০৭ এর সদস্যদের সম্পর্কে সব তথ্য পাওয়া যেত। এক্ষেত্রে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। নয়নকে যারা প্রশ্রয় দিয়েছে এবং তার গ্রুপে যারা সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিল, তাঁরা এখন ধরা ছোঁয়ার বাহিরেই থেকে যাবে।

সূত্র: নয়া দিগন্ত

==

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গতকাল জাওজান প্রদেশের "কুশতাইপি" নামক জেলায় এক অসাধারণ অভিযান পরিচালনা করেন।

মহান আল্লাহ তায়লার অনুগ্রহ ও সাহায্যের ফলে মুজাহিদগণ কুশতাইপি জেলাটি পরিপূর্ণভাবে বিজয় করতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ১০ সেনা নিহত এবং ২৫ সেনা আহত হয়।

এছাড়াও মুজাহিদগণ ৭৮ আফগান সেনাকে জীবিত বন্দী করেন, আর বাকি আফগান সেনারা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে আশপাশের এলাকায় লুকিয়ে পড়ে, মুজাহিদগণ এখন পলাতক আফগান সেনাদেরকে খোঁজে খোঁজে বন্দী করছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, তালেবান মুজাহিদগণ তাদের এই সফল অভিযান হতে অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

--

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গতকাল জাওজান প্রদেশের "কুশতাইপি" নামক জেলায় এক অসাধারণ অভিযান পরিচালনা করেন।

মহান আল্লাহ তায়লার অনুগ্রহ ও সাহায্যের ফলে মুজাহিদগণ কুশতাইপি জেলাটি পরিপূর্ণভাবে বিজয় করতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ১০ সেনা নিহত এবং ২৫ সেনা আহত হয়।

এছাড়াও মুজাহিদগণ ৭৮ আফগান সেনাকে জীবিত বন্দী করেন, আর বাকি আফগান সেনারা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে আশপাশের এলাকায় লুকিয়ে পড়ে, মুজাহিদগণ এখন পলাতক আফগান সেনাদেরকে খোঁজে খোঁজে বন্দী করছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, তালেবান মুজাহিদগণ তাদের এই সফল অভিযান হতে অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

২রা জুলাই, ২০১৯

--

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গতকাল জাওজান প্রদেশের "কুশতাইপি" নামক জেলায় এক অসাধারণ অভিযান পরিচালনা করেন।

মহান আল্লাহ তায়লার অনুগ্রহ ও সাহায্যের ফলে মুজাহিদগণ কুশতাইপি জেলাটি পরিপূর্ণভাবে বিজয় করতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ১০ সেনা নিহত এবং ২৫ সেনা আহত হয়।

এছাড়াও মুজাহিদগণ ৭৮ আফগান সেনাকে জীবিত বন্দী করেন, আর বাকি আফগান সেনারা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে আশপাশের এলাকায় লুকিয়ে পড়ে, মুজাহিদগণ এখন পলাতক আফগান সেনাদেরকে খোঁজে খোঁজে বন্দী করছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, তালেবান মুজাহিদগণ তাদের এই সফল অভিযান হতে অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

--

সম্প্রতি ভারতে মুসলিমদের মা-বোনদের গণধর্ষণ করার জন্য হিন্দু পুরুষদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলো উত্তর প্রদেশের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি মহিলা মোর্চার এক নেত্রী। সুনিতা সিং গৌড় নামের ঐ সন্ত্রাসী মহিলার কথার বাস্তবায়ন ইতিমধ্যেই ভারতে শুরু করে দিয়েছে সন্ত্রাসী মুশরিক হিন্দু জাতি। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এমনটিই মনে করছেন ইসলামী চিন্তাবিদগণ।

স্থানীয় গণমাধ্যম হতে জানা যায়, ভারতের রাজস্থান রাজ্যের জয়পুর শহরের শাস্ত্রি নগরে একজন ইমাম সাহেবের ৭বছর বয়সী মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে বর্বরোচিতভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে। মেয়েটি এখন হাসপাতালে আছে। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হওয়া মুসলিম জনতা গতকাল ১লা জুন সন্ধ্যায় কানওয়াতিয়া হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ করেছে বলে ঘটনাস্থলের ভিডিও শেয়ার করে জানায় *ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিমস* নামক বার্তাসংস্থা।

=

গতকাল ১লা জুলাইয়ে দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা আফগান যুদ্ধের রিপোর্টে ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ জানান যে, আফগানিস্তানের ২৩টি প্রদেশে তালেবান মুজাহিদগণ আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৫২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে, ২৪৮ কুফফার সেনা হতাহত হয়!

তালেবান মুখপাত্র জানান যে, ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষ হতে পরিচালিত ৫২টি হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১০ কমান্ডারসহ ১৭৩ সেনা নিহত হয়, এবং আরো ১ কমান্ডারসহ ৭৫ সেনা আহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ ২৫ সেনাকে জীবিত বন্দী করেন এবং আরো ১ সেনা তালেবানদের নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে।

মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে মুজাহিদগণ ১৩টি পোস্ট বিজয় ও ৫ হাজার পরিবারের বিশাল এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি ১টি ট্যাংক, ৮টি মোটরসাইকেল ও ৭৬ এরও অধিক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন। আর মুজাহিদদের হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১৩টি ট্যাংক ও হ্যাম্বিসহ আরো অনেক যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

বিপরীতে, কুফফার বাহিনীর হামলায় ইনশাআল্লাহ্‌ শাহাদাতবরণ করেন ১১জন তালেবান মুজাহিদ এবং আহত হন আরো ৯জন মুজাহিদ।

--

গত রবিবার আফগানিস্তানের ৩টি প্রদেশে পৃথকভাবে কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদগণ।

যার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলঃ আফগানিস্তানের দাইকুন্ডি প্রদেশের "কাজরান" জেলা। জেলাটিতে মুজাহিদগণ হামলা চালিয়ে ৪টি চৌকিসহ ২৫০০ পরিবারের বিশাল এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

অন্যদিকে ঘৌর প্রদেশের "তাইওয়ারাহ" জেলায় অভিযান চালিয়ে ২টি চৌকি বিজয় করাসহ ১০০০ (এক হাজার) পরিবারের বিশাল এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন মুজাহিদগণ।

এছাড়াও হেরাত প্রদেশে মুজাহিদগণ সফল অভিযান চালিয়ে ৪টি চৌকি বিজয় এবং ১৫০০ পরিবারের বিশাল এলাকা ইমারতে ইসলামিয়ার তাওহিদী পতাকার ছায়াতলে নিয়ে আসেন।

-

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "জাবিদ" নামক শহরে গত ১লা জুলাই সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে সফলভাবে একটি হামলা চালান আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন।

জানা যায় যে, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীনের উক্ত সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৪ সদস্য নিহত এবং আরো ৭ সদস্য আহত হয়।

--

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গতকাল ১লা জুলাই সোমালিয়ার "আউদিনালী এবং বার্দালী" দুটি শহরের মাঝামাঝি একটি স্থানে কুফ্ফার ইথিউপিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ইথিউপিয়ার কমপক্ষে ৯ সেনা নিহত এবং আরো ৭ সেনা আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের বোমা হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় কুফ্ফার বাহিনীর একটি সামরিক ট্রাক।

=

জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়ার বুলিয়া উড়িয়ে যারা জনগণের বন্ধু সাজে তারাই যদি নিরীহ লোককে ধরে এনে অস্ত্রের মুখে তাদের জমিজমা ও গাড়ি-বাড়ি লিখে নেয়, তাহলে সাধারণ মানুষের জান মা্লের নিরাপত্তা আর কতটুকু বাকি থাকতে পারে এটাই এখন দেখার বিষয়।
এমনি এক অভিযোগে মহানগর হাকিম আদালতে মামলা করা হয়েছে।
যে রিমান্ডে থাকাবস্থায় বৃদ্ধ জাহের আলীর সর্বশেষ জমিটিও রীতিমতো কমিশন বসিয়ে লিখে নেয়া হয়। জোরপূর্বক এ রকম বেআইনি কর্মকাণ্ড করতে গিয়ে ভুক্তভোগীর ওপর কী পরিমাণ অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা রয়েছে এজাহারে। চাঞ্চল্যকর এ মামলার প্রধান আসামি পুলিশ সদর দফতরে কর্মরত অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল হক ও তার স্ত্রী ফারজানা মোজাম্মেল।

মামলার আর্জিতে বলা হয়- জাহের আলী নামের ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ ও তার ছেলেকে গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে আটকে রেখে জমিজমা লিখে নেয়া হয়। এরপর সাজানো প্রতারণার মামলায় তাদের দীর্ঘদিন কারাগারে আটকে রাখে পুলিশ। মামলায় প্রধান অভিযুক্ত হলেন, পুলিশ সদর দফতরের অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল হক ও তার স্ত্রী ফারজানা মোজাম্মেল। মামলায় আসামি হিসেবে ২০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদের মধ্যে আছেন- একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রূপগঞ্জ থানার সাবেক ওসি, একজন ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর, একজন এএসআই ও কয়েকজন কনস্টেবল। এছাড়া আসামি করা হয়েছে- সাবরেজিস্ট্রার, দলিল লেখক ও একজন ব্যাংক মানেজারকেও।

মামলার এজাহারে বলা হয়- রূপগঞ্জ বক্তবাড়ি এলাকার বাসিন্দা জাহের আলীকে ফোন করে থানায় ডেকে নেয়ার পর থেকে তিনি বেশকিছু দিন নিখোঁজ ছিলেন। গত বছর ১০ জুলাই রূপগঞ্জ থানার ওসি মনিরুজ্জামান মনির ফোন করে তাকে থানায় যেতে বলেন। থানার ফোন পেয়ে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ও মেয়ের জামাই আবু তাহেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি থানায় যান। সেখান থেকে তাদের পুলিশ সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর থেকে তাদের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। রাতেও তারা ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা থানায় জিডি করতে যান। কিন্তু থানা পুলিশ জিডি না নিয়ে উল্টো তাদের হুমকি দিয়ে বলেওএ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করবেন না। আর বাড়াবাড়ি করলে পরিবারের সবাইকে মেরে গুম করে নদীতে ফেলে দেয়া হবে। এর কয়েকদিন পর পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন, পুলিশ সদর দফতরে নিয়ে যাওয়ার পর জাহের আলী ও তার জামাইকে চোখ বেঁধে নির্জন স্থানে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি আটক থাকাবস্থায় ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে তাদের সব জমিজমা লিখে নিতে চাচ্ছে পুলিশ।

ঢাকার আদালতপাড়ায় এক আইনজীবীর চেম্বারে বসে পুলিশি নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণনা দেন বৃদ্ধ জাহের আলী। তিনি বলেন,আমাদেরকে পুলিশ সদর দফতরের চার তলায় অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেলের রুমে নিয়ে যায় রূপগঞ্জ থানা পুলিশ। সেখানে সবার হাতে হাতকড়া পরানো হয়। রাতে পুলিশ সদর দফতরে ডিবির লোকজন এসে হাজির হয়। তারা আমাদের চোখে কালো কাপড় বেঁধে মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যায়। সেখানে আমাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানোর পর জমিজমা লিখে দেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে পুলিশ। ডিবির ইন্সপেক্টর দীপক কুমার দাস আমাদের ক্রসফায়ারে মেরে ফেলার ভয়ও দেখায়। একপর্যায়ে ডিবি কার্যালয়ে আটক অবস্থাতেই আমরা মোট ১০টি দলিল রেজিস্ট্রি করে দিতে বাধ্য হই। ১১ থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ১৩ দিন আমি এবং আমার ছেলে আবদুল মতিন ও মেয়ে জামাই আবু তাহের ডিবি অফিসে আটক ছিলাম। প্রতিদিনই আমাদের নির্মমভাবে পেটানো হতো। ভয়ভীতি ও নির্যাতনের মুখে আমাদের মালিকানায় যেসব ব্যক্তিগত জমি ছিল তার সবই অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল ও তার স্ত্রীর নামে লিখে দিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু সবকিছু লিখে দেয়ার পরও মুক্তি পাইনি। ১৬ জুলাই আমাদের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় একটি প্রতারণার মামলা দিয়ে জেলহাজতে পাঠানো হয়। ২৫ জুলাই ফের আমাদের রিমান্ডে নিয়ে আসে ডিবি পুলিশ। ২৬ জুলাই আদালতের আদেশে আনুষ্ঠানিক রিমান্ডে থাকাবস্থাতেই আমাদের কাছ থেকে আরও দুটি দলিল রেজিস্ট্রি করে নেয়া হয়। এভাবে আমাদের বসতভিটাসহ মোট সাড়ে ৬২ বিঘা জমি লিখে নেয়া হয়েছে। যার মূল্য অন্তত ৬০ কোটি টাকা।

বৃদ্ধ জাহের আলী কান্নাজড়িত কণ্ঠে প্রতিবেদককে বলেন,আমাদের কপাল খারাপ। জমিজমাসহ সর্বস্ব লিখে দেয়ার পরও আমাদের জেলে পাঠানো হয়। আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একের পর এক প্রতারণার মামলা হতে থাকে। ঢাকার শাহবাগ, ডেমরা থানায় একটি করে দুটি এবং ১১টি প্রতারণার মামলা হয় রূপগঞ্জ থানায়। আদালত একটি মামলায় জামিন দিলেই আরেকটি পেন্ডিং মামলায় গ্রেফতার দেখানো হতো। ফলে জামিনের শত চেষ্টা করেও আমরা কারাগার থেকে বের হতে পারিনি। প্রায় ১ বছর আমাদের কারাগারে থাকতে হয়েছে।

জাহের আলীর ছেলে আবদুল মতিন বলেন,আমার বৃদ্ধ পিতা চিকিৎসার জন্য কারা হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু তাকে হাসপাতালেও বেশিদিন থাকতে দেয়নি পুলিশ। কারা কর্তৃপক্ষকে ফোন করে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা হয়। এখন আমাদের পুরো পরিবার ছিন্নভিন্ন। পরিবারের সদস্যরা কে কোথায় আছে তা কেউ জানে না। এমনকি পুলিশের ভয়ে কেউই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারছেন না। কারণ ফোন ব্যবহার করলেই কল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে গ্রেফতার করবে পুলিশ।

জাহের আলী বলেন, তার ছেলেমেয়েসহ পরিবারের সবাই এখন পলাতক। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে খেয়ে না খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তিন ছেলে আবদুল মতিন, রফিকুল ইসলাম ও সফিকুল ইসলাম, ভাই আলী হোসেন, ভাতিজা আনিস, জামাই আবু তাহের, পুত্রবধূ ও মামলার বাদী আফরোজা আক্তার আঁখি, বৃদ্ধ স্ত্রী ফিরোজা বেগম। এমনকি ১০ বছরের নাতনি তাসনিম পুলিশের ভয়ে ১ বছর ধরে স্কুলেও যেতে পারছে না। ৫ বছরের নাতি হামিম ও মেয়ে হেলেনা বেগমের রাত কাটছে এখানে-সেখানে। পুলিশের ভয়ে আমরা একেক দিন একেক এলাকায় থাকি।

ভুক্তভোগীরা জানান, আদালতে গাজী মোজাম্মেলের বিরুদ্ধে মামলা করার পর বাদী আফরোজা আক্তার আঁখিকে হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ। এছাড়া মামলার সব সাক্ষীর নামেও একাধিক মামলা দেয়া হয়েছে। জমিজমা ছাড়াও পরিবারের সদস্যদের ব্যবহৃত ৩টি মূল্যবান গাড়িও লিখে নেয়া হয়। গাড়িগুলোর নম্বর হচ্ছে- ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৯২৫১ (টয়োটা হ্যারিয়ার), ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-২৫২৮ (হোন্ডা-সিআরভি), ঢাকা মেট্রো ঘ-৩৩৪৬৫২ (টয়োটা এলিয়ন)। বাসার গ্যারেজ থেকে পুলিশ যখন একে একে তিনটি গাড়ি বের করে নিয়ে যায় তখন সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। আদালতে সেই ফুটেজ জমা দেয়া হয়েছে। তিনটি গাড়ির মধ্যে হ্যারিয়ার মডেলের গাড়িটি এখন নিজেই ব্যবহার করছে গাজী মোজাম্মেল হক এবং তার তার স্ত্রী ফারজানা মোজাম্মেল। হোন্ডা সিআরবি মডেলের আরেকটি গাড়ি ব্যবহার করছে মোজাম্মেলের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং পুলিশ সদর দফতরের এএসআই নজরুল ইসলাম। এছাড়া ডেমরা সারুলিয়া এলাকায় গাজী মোজাম্মেলের মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠানে অপর একটি গাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে।

আলোচিত এ মামলায় আসামি হিসেবে অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল হক ও তার স্ত্রী ফারজানা মোজাম্মেল ছাড়া আরও ১৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এরা হল- ঢাকা গোয়েন্দা পুলিশের দক্ষিণ বিভাগের রমনা জোনাল টিমের ইন্সপেক্টর দীপক কুমার দাস, রূপগঞ্জ থানার তৎকালীন ওসি মনিরুজ্জামান মনির, ডেমরা ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসের সাবরেজিস্টার আফছানা বেগম, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক নয়াবাজার শাখার এক্সিকিউটিভ অফিসার সাজ্জাদুর রহমান মজুমদার, দলিল লেখক জাকির হোসেন, দলিলের সাক্ষী জসিম উদ্দিন, ইমরান হোসেন, আনন্দ হাউজিং সোসাইটির পরিচালক এবং পুলিশ সদর দফতরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড. চৌধুরী মো. জাবের সাদেক, পুলিশ সদর দফতরের স্টেট শাখায় কর্মরত এএসআই নজরুল ইসলাম, আনন্দ পুলিশ হাউজিং সোসাইটির সিনিয়র ম্যানেজার এবিএম সিদ্দিকুর রহমান, ডেমরা এলাকায় অবস্থিত ব্রিজ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের কর্মচারী খোরশেদ আলম ও আবদুর রহিম, এছাড়া তারিকুল মাস্টার, সিদ্ধার্থ, গণেশ, পলাশ ও সৈকতের নাম উল্লেখ রয়েছে। এজাহারে এদের ঠিকানা লেখা হয় ঢাকা পুলিশ সদর দফতর।

মামলার এজাহারে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে বলা হয়- এরা একদলভুক্ত, ঠক, প্রতারক, আইন অমান্যকারী, ভূমিদস্যু এবং অপরাধ চক্রের সক্রিয় সদস্য।

মামলায় বাদী পক্ষের আইনজীবী হাসনা খাতুন বলেছে,রিমান্ডে থাকাবস্থায় জমি রেজিস্ট্রি করে নেয়ার অভিযোগ উপস্থাপন করা হলে আদালত বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, এটা কিভাবে সম্ভব? তখন আমরা সংশ্লিষ্ট জমির দলিল থেকে শুরু করে অন্যান্য সব প্রমাণপত্র আদালতে উপস্থাপন করি।

এ প্রসঙ্গে জাহের আলীর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন- অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক আমার কাছ থেকে স্ট্যাম্পে সই নেয়া হয়। এমনকি স্ট্যাম্পে কী লেখা আছে সেটিও দেখতে দেয়া হয়নি। কিন্তু আমি হলফ করে বলছি, অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল হক আমার কাছে ১টি টাকাও পাওনা নেই। সবকিছু করেছে ক্ষমতার জোরে। সে ভেবেছে, পুলিশের বিরুদ্ধে কে কথা বলবে। উল্টো সে বহু প্রভাবশালী পুলিশকে পক্ষে রাখতে তাদের বিনামূল্যে আনন্দ হাউজিংয়ে প্লট দেয়ার প্রলোভন দেয়। ওই লোভে পড়ে পুলিশের কেউ কেউ গাজী মোজাম্মেলের কথামতো আমার পুরো পরিবারের ওপর হামলে পড়ে।

সূত্র: যুগান্তর

--

১লা জুলাই, ২০১৯

--

হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তিতুমীর রহিমাহুল্লাহ এর মত বীরদের পূণ্যভূমি এই বাংলা। এই অঞ্চলেরই আরেকজন বীর ছিলেন শহীদ সাদ্দাম (ইয়াকুব) রহিমাহুল্লাহ, তিনি ছিলেন একজন পরহেজগার ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী মর্দে মুজাহিদ। নিজ উম্মাহকে বিশেষভাবে বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে শরীয়তের বসন্তকাল অবলোকন করানোর জন্য ঢাকা শহর থেকে পূণ্যভূমি খোরাসানের দিকে হিজরত করেছিলেন আল-কায়েদা উপমহাদেশ বাংলাদেশ শাখার এই বীর মুজাহিদ।

খোরাসানে দীর্ঘদিন আমেরিকা ও এর গোলাম পাকিস্তানী সেনা এবং আফগান সেনাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন লড়াইয়ে অংশ নেন, পাশাপাশি আস-সাহাব উপমহাদেশ মিডিয়ার সাথে বাংলাভাষী হিসেবে কাজ করেন তিনি। ২০১৫ সালে আফগানিস্তানের কান্দাহারে ক্রুসেডার আমেরিকান সেনাদের সাথে লড়াইরত অবস্থায় এই মহান মুজাহিদ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

সম্প্রতি আল-কায়েদার অফিসিয়াল প্রচার মাধ্যম *আস-সাহাব মিডিয়া* থেকে শহীদ সাদ্দাম রহিমাহুল্লাহ এর গাওয়া একটি নাশিদ প্রকাশিত হয়। আমরা মুজাহিদ শিরোনামের ঐ নাশিদটি আস-সাহাব মিডিয়ার অফিসিয়াল সাইটে আপলোড দেওয়া হয়। এছাড়া, শহীদ সাদ্দাম রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর শহীদ সঙ্গী-সাথীদের প্রবাহিত রক্তকে বাংলাদেশের মুসলিমদের শরীয়তের বসন্তকাল অবলোকন করানোর উসীলা হিসেবে কবুল করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আস-সাহাব মিডিয়া পরিচালক।

--

আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য পাঁচ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট পাস হয়েছে। যা ইতিহাসের বড় বাজেট।

এমনিভাবে, প্রতি বছর বাজেট বাড়লেও জনগণের সক্ষমতা বাড়ছে না। খাত অনুযায়ী যথাযথ তথ্য, দক্ষ জনশক্তি, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় ফলপ্রসূ হচ্ছে না বাজেট।

গতকাল রোববার (৩০ জুন) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ আয়োজিত ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট সম্পর্কিত রিভিজিটিং দ্য ন্যাশনাল বাজেট-২০১৯-২০ শীর্ষক আলোচনায় আনু মুহাম্মদ এসব কথা বলেন।

আনু মুহাম্মদ বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যয় করা হয়। বড় বড় প্রকল্পে যারা লাভবান হচ্ছে তাদের থেকে কর নেয়া যাচ্ছে না। এসব প্রকল্পে জনকল্যাণের চেয়ে সরকারের বিজ্ঞাপনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

ঋণখেলাপিদের দমন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার উপযুক্ত বাজেট প্রণয়নের জন্য সরকারকে অনুরোধ করে তিনি বলেন, দেশে শিক্ষা ও প্রযুক্তির জন্য বিরাট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা হলেও শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া হয়নি। বরং শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বরাদ্দ খুবই কম।

জাবির অর্থনীতি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মো. শওকত আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ আলোচক হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আব্দুল মজিদ বলেন, ভ্যাট-ট্যাক্সের আওতা বাড়লেও মোট রাজস্ব আয় বাড়ছে না। কর ফাঁকি দেয়ার পরিমাণ বেড়েই চলছে।

সিপিডির গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খাঁন বলেন, আমাদের বাজেট বাড়লেও উন্নয়ন সব জায়গায় পৌঁছায়নি। দিন দিন বৈষম্য বাড়ছে। প্রবৃদ্ধি বাড়লেও বাড়ছে না কর্মসংস্থান।
দেশের অন্যান্য বিশ্লেষকগণ বলেছেন, সরকার দলীয় লাঘব বোয়ালদের পকেট ভরতেই এমন অদ্ভুদ বাজেট পাস করা হয়েছে।

--

আলহামদুলিল্লাহ, ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ গতকাল ৩০শে জুন এক অসাধারণ হামলার মাধ্যমে আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের "মা'রুফ" জেলা বিজয় করে নিয়েছেন।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় কমপক্ষে ৫৭ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত হয়, যাদের মাঝে জেলা সামরিক প্রধান ও নায়েবে কমান্ডারও রয়েছে। তালেবান মুজাহিদগণ আরো ১১ সেনাকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে মুজাহিদগণ জেলাটি বিজয় করার পাশাপাশি মুরতাদ আফগান বাহিনীর ৮টি সামরিকযান ধ্বংস করেন এবং গনিমত লাভ করেন ৩২টি অক-৪৭ সহ আরো ৬টি সামরিক যুদ্ধাস্ত্র।

জেনে রাখা ভালো- মুজাহিদগণ আরো অনেক আগেই কান্দাহার প্রদেশের মা'রুফ জেলা বিজয় করেছিলেন, পরে অন্য একটি ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন করে তার নাম রাখা হয়েছিল মা'রুফ জেলা, যা মুজাহিদগণ গতকাল বিজয় করেছেন।

--

ইয়েমেনের আবইয়ান প্রদেশের "আল-মাহফাদ" এলাকায় সৌদি সমর্থিত মুরতাদ হাদি বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানো হয়েছে। যার ফলে মুরতাদ হাদি বাহিনীর গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং হতাহত হয় কিছু মুরতাদ সেনা।

উক্ত হামলার দায় স্বীকার করেছেন আল-কায়দা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্।

==

সোমালিয়ার বাইবুকুল প্রদেশের "হাদার" শহরে ৩০শে জুন সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ৪ সোমালিয় মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো ২ সেনা গুরুতর আহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ সেনাদের অস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

--

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ৩০ জুন সোমালিয়ার "বার্দালী" শহরে কুফ্ফার ইথিউপিয়ান সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় ৭ ইথিউপিয়ান কুফ্ফার সেনা নিহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের বোমা হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর একটি সামরিকযানও ধ্বংস হয়ে যায়।

--

ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ জানান যে, গত ২৪ ঘন্টায় (৩০/৬/১০) আফগানিস্তানের ২৫টি প্রদেশে তালেবান মুজাহিদগণ আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৫২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল হামলায় ৫ কমান্ডারসহ ১৮৪ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো ৮৪ সেনা আহত হয়। এছাড়াও তালেবানদের হাতে ১ সেনা বন্দী ও আরো ৪ সেনা আত্মসমর্পণ করে।

এসকল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১০টি ট্যাংক ও রেঞ্জার গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে মুজাহিদগণ ৯টি পোস্ট বিজয়সহ ৫৫ টি যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

বিপরীতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ইনশাআল্লাহ ৩ মুজাহিদ শহিদ ও আরো ৫ জন মুজাহিদ আহত হন।

--

গত ২৯শে জুন রাত্রিবেলায় আফগানিস্তানের বাগলান প্রদেশের "নাহরাইন" জেলায় একটি সফল ও বরকতময়ী অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ।

তালেবান মুজাহিদদের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, নাহরাইন জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৩ কমান্ডারসহ কমপক্ষে ৪০ এরও অধিক মুরতাদ সেনা হতাহত হয়। হতাহত সেনাদের মাঝে নিহত সেনা সংখ্যা হচ্ছে ২৮ যাদের মাঝে ২০ সেনার মৃতদেহ যুদ্ধের ময়দানেই পড়েছিল, আহত সেনা সংখ্যা হচ্ছে ১২।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ তাদের এই সফল অভিযানে ৩টি পোস্ট বিজয়সহ ১৬টি ক্লাশিনকোভ ও অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

--

ভারত মুসলিমদের জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। মুসলিমদের জান-মাল, মসজিদ এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে নিয়মিত আঘাত হেনে যাচ্ছে মুশরিক সন্ত্রাসী হিন্দু জাতি। এরই ধারাবাহিকতায় এবার স্বয়ং ক্ষমতাসীন দল বিজেপি মহিলা মোর্চার উত্তর প্রদেশের রামকুলার নেত্রী মুসলিমদের নারীদেরকে গণধর্ষণ করার আহ্বান জানিয়েছে হিন্দু যুবকদের প্রতি।

ঐ সন্ত্রাসী মহিলা বলেছে,

তাদের (মুসলিমদের) জন্য কেবল একটি সমাধানই আছে। হিন্দু ভাইদের উচিত ১০, ১০, ২০, ২০ জনের দল করে করে তাদের (মুসলিমদের) মা এবং বোনদেরকে সরাসরি রাস্তায় গণধর্ষণ করা এবং তারপর অন্যদের দেখানোর জন্য বাজারের মাঝখানে তাদেরকে ঝুলিয়ে দেওয়া।

ঐ মুশরিক হিন্দু সন্ত্রাসী মহিলা মুসলিমদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে মুসলিম মা-বোনদের গণধর্ষণ করার প্রতি হিন্দু যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেছে ।

ঐ মুশরিক মহিলা আরো বলেছে, ভারতকে রক্ষা করার জন্য মুসলিম মা-বোনদের সম্মানহানী করা ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই।

দ্যা ওয়্যার নামক বার্তাসংস্থা জানিয়েছে, সোনিতা সিং গওর নামের ঐ বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন মন্তব্য করেছে এবং পরবর্তীতে সে মন্তব্যটি ডিলেট করে দিয়েছে। কিন্তু, তার পোস্টটির স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।